বাংলাদেশ বিশেষ সুপিরিয়র সার্ভিস প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সম্মেলন

(মে ১০—১১, ১৯৭৬ ইং)

বি, এস, এস প্রশিক্ষণার্থীদের থানায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ও নিরীক্ষার আলোকে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের রিপোর্ট

সম্পাদনায় :

মঈনুল হাসান

কাজী সদরুল হক

মোঃ আমীরুল হক

Library,
Civil Officers' Training
Academy, Dacca.

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী,
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ইং।

প্রকাশক :
পরিচালক,
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী,
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

প্রকাশ কাল : ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ইং।
মুদ্রিত : পাঁচ শত কপি।

2/153

Library,
Civil Officers' Training
Academy, Dacca.

মূল্য : দশ টাকা মাত্র।

প্রচ্ছদ অঙ্কনে : মোঃ আবদুল কুদ্দুস,
চিত্রশিল্পী, বার্ড।

মুদ্রণে :
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রেস,
পুরাতন চৌধুরী পাড়া, কুমিল্লা।

সম্পাদকীয়

সরকারী প্রথম কর্ম কমিশন কর্তৃক অমুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৯৭৩-৭৪ সালে গৃহীত বিশেষ সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচিত কর্মপূর্ব শিক্ষানবিস অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য ছয় মাস ব্যাপী এক ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সার্বিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক। ব্যবহারিক ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পর্য্যায়ে ৩½ মাস ব্যাপী বিভিন্ন থানায় প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানে তাঁরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী পর্য্যবেক্ষণ ছাড়াও একটি গ্রামে বিভিন্ন সমস্যা নিরীক্ষণ ও গ্রাম পরিকল্পনার কাজে নিয়োজিত থাকেন।

একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, এই প্রথমবারের মত সুপিরিয়র সার্ভিসের ভবিষ্যত অফিসারদের এ ধরনের দীর্ঘ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

থানা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর একাডেমীতে প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতার আলোকে ১০ ও ১১ই মে, ১৯৭৬ইং দুই দিন ব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচনার উপর ভিত্তি করে এ রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে। মূলতঃ এ সম্মেলন আহ্বান করার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষানবিস অফিসার কর্তৃক তাঁদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণস্থল (থানা) থেকে বাস্তবায়নরত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কার্য্যক্রমের উপর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান ও তথ্যাবলী সংগ্রহ করা এবং সমস্যাদি লিপিবদ্ধ করা। অতঃপর সম্মেলনে এ গুলো পর্য্যালোচনা করে সামগ্রিক সমাধান খুঁজে বের করা এবং সরকারী পর্য্যায়ে তা অবহিত করা। এ জন্যই বিভিন্ন সরকারী মন্ত্রনালয় ও বিভাগ, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পরিকল্পনাবিদ ও প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ সম্মেলন সংশ্লিষ্ট মহলকে দেশের বর্তমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সার্বিক অবস্থা জানা ও মূল্যায়ন করার এক সুযোগ এনে দেয়।

এ সম্মেলনে দেশের গ্রাম পর্য্যায়ে যে সব উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচী রয়েছে তার সার্বিক পর্য্যালোচনা ও বিভিন্ন সমস্যাদির সম্ভাব্য সমাধান সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়। আমরা আশা করব এ রিপোর্টে আলোচিত বিভিন্ন সমস্যাদির সমাধানকল্পে যে সব সুপারিশ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখবেন।

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণস্থলে (থানায়) অবস্থানকালে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন সময়ে সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ ও সম্মেলন সময়সূচী, নির্দেশপত্র ও নীতিমালা সংক্রান্ত কাগজপত্র (পরিশিষ্ট সমূহ) এ রিপোর্টের শেষ অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে। অনুবাদ সময় সাপেক্ষ বলে পরিশিষ্ট সমূহ (একটি ব্যতীত) ইংরেজীতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

একাডেমীতে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের চাপ ও নানাবিধ অসুবিধার জন্য এ রিপোর্ট বের করায় কিছুটা বিলম্ব হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত। কাজের মাঝখানে হঠাৎ করে জনাব কাজী সদরুল হকের একাডেমী ত্যাগের ফলে এ রিপোর্ট সম্পাদনার কাজে বিঘ্ন হয় এবং এ জন্যও রিপোর্ট প্রকাশে কিছুটা দেরী হয়ে যায়। উপরন্তু, অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি ও ভাষার বৈষম্যের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। তবু আমাদের বিশ্বাস এ রিপোর্ট খানি বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরনে কিছুটা সহায়ক হবে।

এ রিপোর্ট তৈরীর ব্যাপারে একাডেমীর যে সব অনুষদ সদস্যবর্গ তাঁদের মূল্যবান মতামত ও উপদেশ দিয়ে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহায়তা করেছেন, তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ম, হা
কা, স, হ
মো, আ, হ

কুমিল্লা,
ডিসেম্বর, ১৯৭৬ইং।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

		পৃষ্ঠা
সূচনা		১
সম্মেলন পদ্ধতি		২

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম অধিবেশন	: পল্লী পূর্ত কর্মসূচী	৩
দ্বিতীয় অধিবেশন	: কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী	৬
তৃতীয় অধিবেশন	: থানা সেচ কর্মসূচী	৯
চতুর্থ অধিবেশন	: সমবায় সমিতির কার্য্যাবলী	১২
পঞ্চম অধিবেশন	: স্ব-নির্ভর কর্ম শিবির ও কার্য্যাবলী	১৪
ষষ্ঠ অধিবেশন	: পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মসূচী	১৯

তৃতীয় অধ্যায়

পল্লী পূর্ত কর্মসূচী :	২৪
প্রথম দলের সমন্বিত রিপোর্ট	২৪
দ্বিতীয় দলের সমন্বিত রিপোর্ট	২৬
তৃতীয় দলের সমন্বিত রিপোর্ট	২৮
চতুর্থ দলের সমন্বিত রিপোর্ট	৩২
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী :	৩৩
প্রথম দলের সমন্বিত রিপোর্ট	৩৩
দ্বিতীয় দলের সমন্বিত রিপোর্ট	৩৫
তৃতীয় দলের সমন্বিত রিপোর্ট	৩৭
চতুর্থ দলের সমন্বিত রিপোর্ট	৩৯

পৃষ্ঠা

থানা সেচ কর্মসূচী : ৪০

প্রথম দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৪০

দ্বিতীয় দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৪৩

তৃতীয় দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৪৬

চতুর্থ দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৪৯

সমবায় সমিতির কার্য্যাবলী : ৫১

প্রথম দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৫১

দ্বিতীয় দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৫৩

তৃতীয় দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৫৫

চতুর্থ দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৬০

স্ব-নির্ভর কর্ম শিবির ও কার্য্যাবলী : ৬২

প্রথম দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৬২

দ্বিতীয় দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৬৬

তৃতীয় দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৬৯

চতুর্থ দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৭২

পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মসূচী : ৭৪

প্রথম দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৭৪

দ্বিতীয় দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৭৬

তৃতীয় দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৭৮

চতুর্থ দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৮০

থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং সাধারণ সমন্বয় : ৮৩

প্রথম দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৮৩

দ্বিতীয় দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৮৫

তৃতীয় দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৮৭

চতুর্থ দলের সমন্বিত রিপোর্ট ৯০

চতুর্থ অধ্যায়

পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট সমূহ :

পরিশিষ্ট—ক শিক্ষানবিস অফিসারদের নাম ও বাস্তব প্রশিক্ষণস্থলের (থানার) তালিকা ৯২

পরিশিষ্ট—খ বাস্তব প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যসূচীর নির্দেশপত্র ও সময়সূচী ১০১

পরিশিষ্ট—গ থানায় বাস্তব প্রশিক্ষণরত বি, এস, এস প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য অতিরিক্ত নির্দেশমালা (বার্ড অনুষদ সদস্যদের বাস্তব পর্য্যবেক্ষণ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে) ১০৮

পরিশিষ্ট—ঘ বাংলাদেশের বিভিন্ন থানায় প্রশিক্ষণরত বি, এস, এস শিক্ষানবিস অফিসারদের জন্য চূড়ান্ত অতিরিক্ত তথ্যাবলী ও নির্দেশাবলী ১১২

পরিশিষ্ট—ঙ থানায় এবং টি, টি, ডি, সি তে একটি চালুরত উন্নয়ন-মূলক প্রকল্প অধ্যয়নের জন্য নির্দেশাবলী ১১৪

পরিশিষ্ট—চ বাংলাদেশে চালুরত উন্নয়নমূলক বাস্তব কর্মসূচী সংক্রান্ত সম্মেলন—একটি পরীক্ষামূলক ওয়ার্কিং পেপার ১১৬

পরিশিষ্ট—ছ বিভিন্ন থানায় অবস্থান ও বাস্তব প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যাগত বি, এস, এস শিক্ষানবিস অফিসারদের বার্ডে প্রথম এক সপ্তাহের জন্য কিছু নির্দেশাবলী ১১৯

পরিশিষ্ট—জ বিভিন্ন দল কর্তৃক প্রকল্প ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরীর জন্য দলীয় আলোচনার সময়সূচী ১২১

পরিশিষ্ট—ঝ সম্মেলনের সময় ও কর্মসূচী ১২৩

পরিশিষ্ট—ঞ জেলা ভিত্তিতে দল ও প্রকল্প দলনেতাদের তালিকা ১২৭

পরিশিষ্ট—ট সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের নামের তালিকা ১৩০

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস (প্রথম) কমিশন কর্তৃক অমুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৯৭৩—৭৪ সালে গৃহীত বিশেষ সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সরকার মোট ৫১১ জন প্রার্থীকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করে ২৭৬ জনকে বেসামরিক কর্মচারী প্রশিক্ষণ একাডেমী, ঢাকা এবং ২৩৫ জনকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লায় জরুরী ভিত্তিতে ছয় মাসের প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে কুমিল্লা একাডেমীতে ১৯৯ জন প্রার্থী প্রশিক্ষণের জন্য যোগদান করেন। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুই একাডেমীর জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী তৈরী করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ। দুই পর্য্যায়ে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রথম পর্য্যায়ে ভিত্তিমূলক বক্তৃতা দেয়া হয় ৫ই জানুয়ারী হতে ২০শে জানুয়ারী, ১৯৭৬ ইং পর্য্যন্ত। পনের দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষার্থীদের সাড়ে তিন মাস ব্যাপী ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য মহকুমা প্রশাসক ও সার্কেল অফিসারের (উন্নয়ন) তত্ত্বাবধানে ২১শে জানুয়ারী তারিখে বিভিন্ন থানায় পাঠানো হয়। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কালে প্রশিক্ষার্থীদের নিজ নিজ করণীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপনের জন্য বিভিন্ন সময়ে নীতিমালা ও নির্দেশ পত্র পাঠানো হয়। এ সময় তাঁরা থানার বিভিন্ন তথ্যাদি ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করেন। থানায় থাকাকালীন তাঁরা স্ব-স্ব থানার উপর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সম্বলিত বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরী করেন।

প্রশিক্ষার্থীগণ থানায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ শেষ করে ৫ই মে, ১৯৭৬ ইং একাডেমীতে ফিরে আসেন। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের পর ১৮৮ জন প্রশিক্ষার্থী তৃতীয় পর্য্যায়ে তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের জন্য যোগদান করেন। বাকী ১১ জন প্রশিক্ষার্থী বিভিন্ন কারণে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ স্থল থেকে ফিরে আসেননি (পরিশিষ্ট—ক মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)। অতঃপর থানার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ১০ ও ১১ই মে দুই দিন ব্যাপী একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ ১৪ই মে হতে শুরু হয়ে ৫ই জুলাই পর্যন্ত চলে।

থানা হতে প্রশিক্ষার্থীদের প্রত্যাবর্তনের পর তাঁদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার উপর ভিত্তি করে এ রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে।

সম্মেলন পদ্ধতি

সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে (৫—৯ই মে পর্য্যন্ত) সংশ্লিষ্ট বার্ড প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাগণ সম্মেলনের বিভিন্ন নিয়ম কানুন সম্বন্ধে প্রশিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করেন। প্রশিক্ষার্থীগণ উক্ত সময় সম্মেলনে তাঁদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁদের সম্মেলন সংক্রান্ত নির্দেশপত্র ও নীতিমালা সমূহ (পরিশিষ্ট—চ, ছ ও জ) পরিবেশন করা হয়।

সম্মেলনে আলোচনার সুবিধার্থে ১০টি জেলার মোট ১৮০ জন প্রশিক্ষার্থীদের জেলা-ভিত্তিক ৫টি দলে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি দলের জন্য একজন করে প্রকল্প নেতা নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি দল দলবদ্ধ হয়ে থানার বিভিন্ন চলতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর উপর বিস্তারিত আলোচনা করে সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য দলীয় রিপোর্ট তৈরী করেন। প্রশিক্ষার্থীগণ জেলা-ভিত্তিতে তাঁদের রিপোর্ট তৈরী করেন এবং পরে তা প্রকল্প-ভিত্তিতে সম্মেলনে আলোচিত হয়। সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর উপর এক এক করে দল গুলো তাঁদের স্ব-স্ব রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। অতঃপর এ গুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সম্মেলনের প্রতিটি অধিবেশনে সভাপতি ও রিপোর্টার ছিলেন (পরিশিষ্ট—ঞ)। একাডেমী অনুষদ সদস্যগণ ও প্রকল্প নেতাগণ (প্রশিক্ষার্থীগণ) রিপোর্টার হিসাবে কাজ করেন। প্রতিটি অধিবেশন শেষে সম্বিলিত দলীয় রিপোর্ট তৈরী করা হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে বিভিন্ন দলনেতাগণ কর্তৃক এ সব রিপোর্ট সম্মেলনে উপস্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম অধিবেশন

বিষয় বস্তু : পল্লীপূর্ত কর্মসূচী।

এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা জেলা প্রশাসক জনাব এইচ, এন, আশিকুর রহমান। অধিবেশনের প্রারম্ভে একাডেমীর উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব আবদুল আজিজ খান সম্মেলনে আগত সম্মানিত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানান এবং প্রশিক্ষণ কোর্সের গুরুত্ব ও কার্য্যকারীতা ব্যাখ্যা করেন।

একাডেমীর পরিচালক জনাব জাকির হোসেন সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষার্থীদের অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতা খোলাখুলি ভাবে ও নিঃসঙ্কোচে সম্মেলনে উপস্থাপনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সাড়ে তিন মাস কালের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা পল্লী উন্নয়ন তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। এরপর ৪টি দলের পক্ষ থেকে বিষয় বস্তুর উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত প্রতিবেদনে পল্লীপূর্ত কর্মসূচীর প্রকৃতি এবং কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও প্রণয়নের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়। কর্মসূচীর সাফল্য হিসেবে গ্রামীন কর্মসংস্থান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধন হয়েছে বলে মত প্রকাশ করা হয় এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পল্লীপূর্ত কর্মসূচী অনেকটা অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনগুলোতে পল্লীপূর্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে কতকগুলো বিশেষ সমস্যার কথাও উল্লেখ করা হয়।

সমস্যাদি :

(১) কর্মসূচী বাস্তবায়নে গ্রামীন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ হচ্ছেনা, (২) স্থানীয় ভিত্তিতে এসব কর্মসূচী প্রণেতাদের কারিগরী জ্ঞান অপ্রতুল, (৩) গ্রামীন জনগণ এসব কর্মসূচী সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, (৪) কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্য্যায়ে তদারকী ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, (৫) কর্মসূচী বাস্তবায়নে গুরুত্ব বা priority নির্ধারণ ঠিকমত হয় না, (৬) সরকারী মঞ্জুরীকৃত অর্থ যথাসময়ে পাওয়া যায় না, (৭) কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার হয় না, (৮) বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ, (৯) প্রকল্প পরিমাপ ঠিকমত ও যথাসময়ে নেয়া হয়না,

(১০) এসব কর্মসূচী তদারকের জন্য নিয়োজিত কর্মচারীদের TA/DA-এর ব্যবস্থা নেই, (১১) প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সময়মত শুরু না হওয়ায় শ্রমিক প্রাপ্তির সমস্যা দেখা দেয়, (১২) প্রজেক্ট কমিটি সমূহে চেয়ারম্যান বা মেম্বারদের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ এবং জনগণের মতামত অনুযায়ী প্রজেক্ট কমিটি গঠন হয় না, (১৩) প্রকল্প সমূহের আয়-ব্যয় সম্পর্কে জনগণকে জানানো হয় না, (১৪) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ এক সংগে দেয়া হয় না, (১৫) পল্লী-পূর্ত কর্মসূচীর তহবিল ও হিসাব পরীক্ষা নিয়মিত হয় না।

আলোচনা :

উপস্থাপিত প্রতিবেদন সমূহের উপর আলোচনা কালে ইউনিসেফ-এর পুষ্টিবিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ মুজিবর রহমান খান কুমিল্লা একাডেমী কর্তৃক উদ্ভাবিত এই কর্মসূচীতে পাঁচসালা পরিকল্পনা ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ কি হচ্ছে, সে সম্পর্কে নিরীক্ষা করার প্রতি আলোক পাত করেন এবং পল্লীপূর্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে গ্রামীন সমবায়ের ভূমিকা কি হতে পারে এবং পল্লীপূর্ত কর্মসূচী ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য—এই দু'টি কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রতি অশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রশিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কয়েকজন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং তাঁরা পল্লীপূর্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিলম্ব, তদারকী ব্যবস্থায় দুর্বলতা, কর্মসূচীর বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনৈক প্রশিক্ষার্থী এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নের গতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরনের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেন।

আলোচনা কালে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য জনাব এ, কে, এম, আহসান খোলাখুলিভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তিনি বিশেষ করে আগের দিনের সামাজিক বিচার ব্যবস্থা ও তার কার্য্যকারীতার কথা উল্লেখ করেন এবং এ বিষয়ে গ্রামের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানান। তিনি এ প্রসঙ্গে তাঁর কর্ম-জীবনের কয়েকটি বাস্তব অভিজ্ঞতার কথাও উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেন।

সভাপতির ভাষনে কুমিল্লা জেলা প্রশাসক জনাব এইচ, এন, আশিকুর রহমান সরকার কর্তৃক প্রশিক্ষার্থীদের গ্রামীন পরিবেশে বাস্তব প্রশিক্ষনের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেন। তিনি গ্রামীন মানুষ, সমাজ ও সম্পদকে আরো নিবিড়ভাবে জানার জন্য আহ্বান জানান এবং বলেন যে, থানা আইন শৃংখলার কেন্দ্র থেকে ধীরে ধীরে

উন্নয়নের একটি কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে পরিণত হচ্ছে। কারণ আইন শৃংখলার সংগে উন্নয়নের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

সভাপতি পল্লীপূর্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে গ্রামীন জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা, গ্রামীন মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং এই উদ্দেশ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির আহ্বান জানান যাতে করে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

কয়েকটি সুপারিশ :

দলীয় প্রতিবেদনে পল্লীপূর্ত কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয় :—

১। কর্মসূচীতে গ্রামীন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের পর্য্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

২। কর্মসূচী বাস্তবায়নে যাদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে তাদের কারিগরী জ্ঞান দান করা প্রয়োজন।

৩। কর্মসূচীতে তদারকী ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৪। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। প্রকল্প সমাপনান্তে পরিমাপের কাজ সঠিকভাবে করতে হবে।

৬। প্রজেক্ট কমিটিসমূহ প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনসাধারণের পছন্দ মত প্রতিনিধি দ্বারা গঠন ও বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৭। প্রকল্প সমাপ্ত করার পর আয়-ব্যয় সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করার নিয়মিত ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

৮। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আংশিক ভাবে না দিয়ে একসংগে দেয়া দরকার।

৯। কর্মসূচীর তহবিল ও হিসাব নিয়মিত রক্ষা করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধিবেশন

বিষয় বস্তু : কাজের বিনিময়ে খাদ্যকর্মসূচী।

এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন) জনাব আশফাকুর রহমান।

উপরোক্ত বিষয়ের উপর চারটি দলের প্রতিবেদন পেশ করা হয়। প্রতিবেদনগুলোতে কর্মসূচীর প্রকৃতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। উপস্থাপিত প্রতিবেদন-সমূহে প্রশিক্ষার্থীগণ তাঁদের গ্রামীন নিরীক্ষার আলোকে কর্মসূচী বাস্তবায়নে অনুভূত সমস্যা-বলীর উল্লেখ করেন। সমস্যাগুলো নিম্নরূপ :—

১। প্রকল্প গ্রহণের সময় থেকে অর্থ অনুমোদন পর্য্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় যার ফলে পরিকল্পিত সময়ে পরিকল্পনার কাজ শেষ করা যায় না।

২। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে "এষ্টিমেট' করা হয় তা অনেকাংশেই অবাস্তব এবং খাল খনন ও রাস্তা নির্মাণের কাজের পরিমাপ সব সময়ে প্রকল্পক্ষেত্রে গিয়ে নেয়া হয় না।

৩। শ্রমিকদের মজুরী বাজার দরের চেয়ে কম হওয়ায় শ্রমিকরা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে কাজ করার জন্য আকৃষ্ট হয় না।

৪। অনেক ক্ষেত্রে গমের মান খুব খারাপ হওয়ায় শ্রমিকরা তা গ্রহণ করতে আকৃষ্ট হয় না।

৫। অনেক সময়ে খাল খনন বা রাস্তা নির্মাণের জন্য অধিকৃত জমির মালিকদের ক্ষতি-পূরণ দেয়ার ব্যবস্থা না থাকায় প্রজেক্ট বাস্তবায়নের কাজে অসুবিধা হয়।

৬। বহুক্ষেত্রেই পরিকল্পনা গ্রহণের সময় অর্থনৈতিক ও কারিগরী দিক সমূহ বিশদভাবে বিবেচনা করা হয় না।

৭। থানা পর্য্যায়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আনুষাংগিক তহবিল নেই যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

৮। গম ও ধান মজুদ রাখার জন্য গুদামের অভাব।

৯। প্রকল্প বাস্তবায়নে তদারকী ব্যবস্থা নেই।

১০। অনেক জায়গায় প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় অধিকৃত জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে গোলযোগ থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়।

১১। মূল তহবিলের বিশেষ অংশ আত্মসাৎ হওয়ার দরুন কাজ বিঘ্নিত হয়।

১২। গম বা ধান আনয়নের জন্য পরিবহন খরচ সময়মত দেয়া হয়না বলে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়।

১৩। যে সকল থানায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আছেন তাঁদের কেউ কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন। ফলে তাঁদের দ্বারা কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় না।

১৪। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) ও থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারের পদমর্যাদাগত দ্বন্দ্বের জন্য সুষ্ঠু কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

আলোচনা :

জনৈক প্রশিক্ষার্থী তাঁর প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে বরিশাল জেলায় গৃহীত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর এক অবাস্তব ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে উল্লেখ্য পরিকল্পনা তাড়াহুড়া করে প্রণয়ন করার ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত ৪৭১ মণ গমের মধ্যে ৩০০ মণ গম শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কাজের অগ্রগতি হয়েছিল মাত্র সামান্য এবং পরবর্তী কালে এই প্রকল্প শেষ করার জন্য অন্যান্য প্রজেক্টে বরাদ্দকৃত গম কিছু কিছু সংগ্রহ করে প্রকল্পের কাজ শেষ করা হয়।

কুমিল্লা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব আশফাকুর রহমান বলেন যে, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী একটি নতুন পরীক্ষামূলক প্রকল্প। এর মাধ্যমে গ্রামীন শ্রম শক্তি কাজে লাগানোর এবং কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক অবদান সৃষ্টি করা সম্ভব। তবে তার আগে সুষ্ঠু ও বাস্তব-ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনাব আশফাকুর রহমান এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরী তদারকী ব্যবস্থা জোরদার করা, প্রকল্পের 'এষ্টিমেট' ও বাস্তবায়ন উত্তর কালে সঠিক পরিমাপ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় অন্যান্য পরিকল্পনার সংগে এইসব পরিকল্পনার সমন্বয় সাধনের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে গম দান ব্যবস্থা সঠিকভাবে হচ্ছেনা বলেও মত প্রকাশ করেন। ইউনিসেফ-এর উপদেষ্টা ডঃ মুজিবর রহমান খান কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর কয়েকটি দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বাংলাদেশের "জনগণ, জমি ও জল"—এই তিনটি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, এই কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের জন শক্তিকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে লাগানো সম্ভব। যে সব প্রজেক্ট বড় সেখানে শ্রমিকদের ক্যাম্প নির্মাণ ও স্বাস্থ্য এবং প্রয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা থাকা দরকার। তিনি গ্রামীন মহিলা শ্রম শক্তিকেও কাজে লাগানোর গুরুত্ব আরোপ করেন। জনাব এ, কে, এম, আহসান কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর গুরুত্ব

ব্যাখ্যাকালে বলেন যে, আগে রিলিফ হিসাবে বহু চাউল ও গম দেয়া হতো। কিন্তু এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তিকে রোধ করার জন্য কিছু কাজের বিনিময়ে এই সব খাদ্য সামগ্রী দেয়া হচ্ছে যার ফলে দেশের শ্রম শক্তি তাদের কাজের সংস্থান পায়, দেশের রাস্তা ঘাট ও কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের মৌল কাঠামো তৈরী হয় এবং ভিক্ষাবৃত্তিও রোধ করা সম্ভব হয়। তিনি কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর ফলে গ্রামীন মানুষের অনাহার সমস্যা, গ্রামীন উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরশীলতা কতটুকু অর্জিত হচ্ছে, সে বিষয়ে নিরীক্ষা করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পল্লীপূর্ত কর্মসূচী ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর সমন্বয় সাধনের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেন। জনাব আহসান পাঁচসালা পরিকল্পনা এবং দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীলতা সম্পর্কেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রশিক্ষার্থীগণও আলোচনাকালে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীলতা, সুষ্ঠু ও সমন্বয়মূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভাপতির ভাষনে জনাব আশফাকুর রহমান সম্মেলনের আলোচ্যসূচীতে গ্রামীন শিক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার আহ্বান জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সুপারিশ :

১। প্রকল্প গ্রহণের সময় থেকে অর্থ অনুমোদন পর্য্যন্ত খুব কম সময় ব্যয় হওয়া দরকার।

২। প্রকল্প বাস্তবায়নের 'এষ্টিমেট' বাস্তবমুখী হওয়া প্রয়োজন এবং কাজের পরিমাপ প্রকল্প ক্ষেত্রে গিয়ে নেয়া আবশ্যক।

৩। শ্রমিকদের মজুরী বাজার দরের চেয়ে কোন মতেই কম হওয়া উচিত নয়।

৪। খাল খনন ও রাস্তা নির্মাণের জন্য অধিকৃত জমির মালিকদের যথাসময়ে ক্ষতিপূরণ-দানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫। পরিকল্পনা গ্রহনের পূর্বে এর অর্থনৈতিক ও কারিগরী সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ বিবেচনা করা দরকার।

৬। গম ও ধান মজুদ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় গুদাম ঘর তৈরী করতে হবে।

৭। তদারকী ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৮। তহবিল আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

৯। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) ও থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারের মধ্যকার পদমর্য্যাদাগত দ্বন্দ্ব দুর করা আবশ্যক।

১০। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আনুষংগিক তহবিল গঠন ও তার সুষ্ঠু হিসাব রক্ষা করা আবশ্যক।

তৃতীয় অধিবেশন

বিষয়বস্তু : থানা সেচ কর্মসূচী।

এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ইউনিসেফ-এর পুষ্টিবিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ মুজিবর রহমান খান।

অধিবেশনের শুরুতে উপরোক্ত বিষয়ের উপর চারটি গ্রুপের পৃথক পৃথক প্রতিবেদন পেশ করা হয়। প্রতিবেদনসমূহে কর্মসূচীর প্রকৃতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। প্রতিবেদনসমূহে প্রশিক্ষার্থীগণ তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে থানা সেচ কর্মসূচী বাস্তবায়নে যে সমস্ত সমস্যাবলীর উল্লেখ করেছেন নিম্নে তা লিপিবদ্ধ করা হল।

১। পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে অনুমোদন পর্যন্ত অনেক বেশী সময় অতিবাহিত করা হয়।

২। বাস্তবের সঙ্গে সংগতি না রেখে ও কারিগরী সম্ভাব্যতা বিবেচনা না করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

৩। প্রকল্প অনুমোদন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কোন কোন ক্ষেত্রে বিলম্বে আরম্ভ করায় কাজ অসমাপ্ত বা অর্ধসমাপ্ত থেকে যায় অথচ বরাদ্দকৃত টাকার ব্যয় ঠিকই দেখানো হয়।

৪। কোন কোন ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের বিশেষ একটা অংশ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পেয়ে থাকেন। এর ফলে তারা কাজের তদারকীর ব্যাপারে উদাসীন থাকেন।

৫। সেচ দলের ম্যানেজার ও আদর্শ কৃষকগণকে ঠিকমত প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না।

৬। পাম্পের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হয় না।

৭। অনেক কারিগর নিয়মিত পাম্পের তদারকী করেন না এবং পাম্পের গোলযোগ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট সেচ দলের নিকট পারিশ্রমিক দাবী করেন।

৮। জ্বালানী ও তেলে কোন কোন ক্ষেত্রে ভেজাল মেশানো হয়, মাপে কম দেয়া হয় এবং খুচরা যন্ত্রপাতি চাহিদা মত পাওয়া যায় না।

৯। প্রয়োজন মত এবং সময়মত বীজ সরবরাহ করা হয় না।

১০। যেখানে পাম্পের সাহায্যে সেচ সম্ভব নয় সেখানে গভীর নলকূপ বসানো প্রয়োজন।

১১। কীটনাশক ঔষধ ঠিকমত পাওয়া যায় না।

১২। বার্ষিক পরিকল্পনা সময় মত প্রণয়ন করা হয় না।

১৩। ছোট ও মাঝারী কৃষক অপেক্ষা বড় কৃষকরা সেচের সুবিধা বেশী ভোগ করছে।

আলোচনা :

প্রশিক্ষার্থীগণ আলোচনাকালে ভূমি সংস্কারের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই কর্মসূচীতে ক্ষুদ্র কৃষক অপেক্ষা বড় কৃষকগণ বেশী সুবিধা ভোগ করছে, ম্যানেজার এবং আদর্শ কৃষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা দুর্বল হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ ক্লাশে তাদের উপস্থিতির হার দিন দিন কমছে। কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাও দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। জনৈক প্রশিক্ষার্থীর মতে যে কোন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করার আগে বর্তমান পরিকল্পনাসমূহ ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার এবং প্রয়োজন হলে সেগুলোর সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন। পাম্প ও টিউবওয়েল বরাদ্দ করার সময় অফিসার ও গ্রামীন টাউট শ্রেণীর লোকদের যোগসাজসের কথাও প্রশিক্ষার্থীরা উল্লেখ করেন। প্রশিক্ষার্থীগণ এই কর্মসূচীর সাফল্য হিসাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীন কৃষি শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য জনাব এ, কে, এম, আহসান আলোচনাকালে এই কর্মসূচীতে ভর্তুকী ব্যবস্থা কমিয়ে আনার পক্ষে মত পোষণ করেন এবং বলেন যে, থানা সেচ কর্মসূচীর ফলে যেহেতু চাষীর আয় বাড়ছে সে জন্য তাদের ঋণ পরিশোধের অভ্যাসও বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। এই কর্মসূচীতে ক্ষুদ্র কৃষকদের কম উৎসাহ ও অনীহাজনিত কারণ উল্লেখ করে জনাব আহসান বলেন যে, কর্মসূচীতে ক্ষুদ্র কৃষকদের অংশগ্রহণের হার কমছে, এটা অস্বাভাবিকই মনে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে মূল্যায়ন প্রয়োজন। তিনি থানা সেচ কর্মসূচীর সার্বিক অর্থনৈতিক মূল্যায়নের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সচিব (স্বনির্ভর) জনাব মাহবুব আলম চাষী আলোচনাকালে বলেন যে, যে সব সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে সব সমস্যার কোনটাই নতুন নয়। কিন্তু সমস্যার গুরুত্ব জানা থাকা সত্ত্বেও কেন আজ পর্যন্ত সমাধান দেয়া সম্ভব হয়নি ? জনাব চাষী বলেন, জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের সংগঠন প্রয়োজন এবং সেটা কি ধরনের সংগঠন হবে তা এখানে সবাইকে চিন্তা করে দেখতে হবে।

সভাপতির ভাষণে ডঃ মুজিবর রহমান খান বলেন যে, থানা সেচ কর্মসূচীর অর্থ নৈতিক মূল্যায়ন একান্ত প্রয়োজন এবং এই কর্মসূচীতে কৃষি উপকরণাদি সরবরাহ এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য সরকার অনেক ভর্তুকী দিচ্ছেন কিন্তু এই কর্মসূচীর ফলে কারা বেশী লাভবান হচ্ছেন সেটা মূল্যায়ন করা অপরিহার্য্য। জনাব খান এই কর্মসূচীতে নতুন দিকের সংযোজন প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন।

সুপারিশ :

১। পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে অনুমোদন পর্যন্ত যাতে দীর্ঘ সময় ব্যয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২। কোন প্রকল্প বাস্তবের সঙ্গে মিল না রেখে ও সম্ভাব্যতা বিচার না করে গ্রহণ করা উচিত হবেনা।

৩। বরাদ্দকৃত টাকার ব্যয় ঠিকভাবে হওয়া দরকার এবং কোন প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত বা অর্ধ-সমাপ্ত থাকা উচিত নয়।

৪। প্রকল্পের কাজে সুষ্ঠু তদারকী ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। ম্যানেজার ও আদর্শ কৃষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু রেখে প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৬। পাম্পের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হওয়া উচিত।

৭। পাম্পের নিয়মিত তদারকী ব্যবস্থা নিশ্চিত করে কোন পাম্পে গোলযোগ দেখা দিলে তা সংশ্লিষ্ট কারিগর দ্বারা সত্বর মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। জ্বালানী তেল ও খুচরা যন্ত্রাংশ চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা দরকার এবং তেলে ভেজাল মিশ্রণকারী ও খুচরা যন্ত্রাংশের কালোবাজারীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করতে হবে।

৯। বীজ ও কীটনাশক ঔষধ সময়মত সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। ছোট ও মাঝারী কৃষকরা যাতে সেচের সুবিধা বড় কৃষকদের মত সমভাবে ভোগ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

১১। ক্ষুদ্র কৃষকরা কেন এই কর্মসূচীর প্রতি উৎসাহ পাচ্ছে না বা এই কর্মসূচীর ফলে কারা বেশী লাভবান হচ্ছেন সে বিষয়ে মূল্যায়ন প্রয়োজন।

১২। এই কর্মসূচীর বার্ষিক পরিকল্পনা ঠিকমত প্রণয়ন করা দরকার।

চতুর্থ অধিবেশন

বিষয়বস্তু : সমবায় সমিতির কার্য্যাবলী (টি, সি, সি, এ,—আই, আর, ডি, পি, এবং বহুমুখী সমবায়)।

এই অধিবেশনে বেসামরিক কর্মচারী প্রশিক্ষণ একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ শেখ মোকশেদ আলী সভাপতিত্ব করেন। অধিবেশনের শুরুতে উপরোক্ত বিষয়ের উপর জেলাভিত্তিক চারটি গ্রুপ পৃথক পৃথক প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনগুলোতে সমবায়ের বিভিন্ন দিক যেমন, বর্তমান পর্যায়ে সমবায়, এর সাফল্য, সমস্যাবলী এবং কিছু কিছু সুপারিশ পেশ করা হয়। চারটি গ্রুপের প্রতিবেদনগুলোর ভিত্তিতে যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে ও সুপারিশ পেশ করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

১। অধিবেশনে আই, আর, ডি, পি, সমবায় ও বিভাগীয় সমবায়ের একত্রীকরণ এবং তার সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনাকালে বহুমুখী সমবায় সমিতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, উক্ত সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত খেলাপী কর্জের পরিমাণ খুব বেশী এবং তা আদায় করা এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। আই, আর, ডি, পি, সমবায় কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ যেমনি বেশী তেমনি এর আদায় পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ। তাই এই দুই সমবায়ের একত্রীকরণ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

২। বহুমুখী সমবায় সমিতি প্রদত্ত খেলাপী কর্জ পরিমাণে অতি বেশী মাত্রায় এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তাছাড়া কর্জ গ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারদের মধ্যে গোপন যোগসাজস থাকাতে কর্জ খেলাপীকারী ঋণ পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করে থাকে। প্রচলিত আইনের মাধ্যমেও তাই কর্জ আদায় করা সহজ হয়না।

৩। এই সমস্যা দূরীকরনার্থে বিভাগীয় অফিসারদের সহযোগীতা ও উৎসাহ যেমনি প্রয়োজন তেমনি ঋণের সুষ্ঠু তদারকী এবং ঋণ গ্রহণকারীদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

৪। বর্তমান সমবায় কাঠামোর মাধ্যমে ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র কৃষকেরা যেহেতু উপকৃত হচ্ছে না সেজন্য তাদের সুবিধার্থে সমর থাকতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৫। সমবায় সমিতির পরিচালকদের মধ্যে অনেকেই কৃষক বা কৃষিজীবি নন। ফলে উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নে অসুবিধা হয়। পরিচালকদের মধ্যে সরকারী প্রতিনিধি থাকা বাঞ্ছনীয়।

৬। সমিতির বেশীর ভাগ ঋণ পরিচালকমণ্ডলী এবং তাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ফলে প্রাথমিক সমিতিগুলোর অনেক সদস্য ঋণ গ্রহণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

৭। সমবায় সমিতির হিসাব রক্ষণের ব্যাপারেও ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। সাপ্তাহিক সঞ্চয় আমানতের হিসাব ঠিকভাবে খাতায় জমা হয়না এবং এই হিসাব ঠিকমত দেখাশুনাও করা হয় না।

৮। হিসাব রক্ষণের ব্যাপারে লক্ষ্য করা গেছে যে, কর্জ গ্রহণকারীর হিসাবে মূল কর্জ কমে আসতে থাকলেও সুদ এবং সার্ভিস-ফি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৯। সমবায় সমিতিগুলোর নীতিমালা আশানুরূপ প্রয়োগ ও সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

১০। বহুমুখী সমবায় সমিতিগুলোর মধ্যে কেবল কৃষি-ভিত্তিক সমবায় সমিতিগুলোই চালু আছে। অ-কৃষি সমবায় সমিতিগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও চালু নেই।

১১। সমিতিতে সুষ্ঠু ঋণ ব্যবস্থা চালু করার জন্য একটি মাত্র ঋণ প্রদান সংস্থা থাকা বাঞ্চনীয়।

১২। বর্তমানে সুদের হার এবং সার্ভিস-ফি বেশী। তাই এটা কমানো দরকার।

১৩। সমবায় সংগঠনের মাধ্যমেই সার্বিক উন্নতি সম্ভব। তাই কৃষি-ভিত্তিক সমবায় সমিতি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

১৪। সমবায় সমিতিগুলোর নেতৃত্ব কাঠামো আরো সুষ্ঠু হওয়া উচিত। সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে যাতে নেতৃত্ব গড়ে উঠে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার।

১৫। আই, আর, ডি, পি, 'র প্রকল্প কর্মকর্তা টি, সি, সি, এ, 'র হিসাব রক্ষক এবং ইন্সপেক্টরদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন। এই অসুবিধা দূরীকরনের চেষ্টা করা উচিত। টি, টি, ডি, সি, তে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আরও জোরদার করা ও পাশাপাশি থানা পর্য্যায়ে অফিসারদের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন অপরিহার্য্য।

১৬। সমবায় সমিতিগুলোর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় এবং নেতৃত্বে শূন্যতার দরুন সাধারণ মানুষের মনে সমবায়ের প্রতি উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়। টাউট শ্রেণীর লোকদের সহযোগিতায় যে সমস্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তার প্রায় সবই অবাস্তব। ফলে সমবায়ের মৌলিক নীতিমালা ভঙ্গ করা হচ্ছে।

১৭। আই, আর, ডি, পি, 'র প্রধান কাজ যদিও ঋণ প্রদান তথাপি তার সঙ্গে কিছু ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ চালু আছে। বর্তমানে আই, আর, ডি, পি ভূমিহীন, ক্ষুদ্র কৃষক, বেকার ও অন্যান্যদের নিয়ে সংগঠন সৃষ্টির চিন্তা ভাবনা করছে।

১৮। সমবায় সমিতিগুলো যাতে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেতৃত্ব গড়ে তোলা প্রয়োজন।

১৯। প্রচলিত সমবায় আইন অতি পুরাতন ও অবাস্তব। পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে তাই এর যথোপযুক্ত সংশোধন প্রয়োজন।

২০। আই, আর, ডি, পি, 'র কার্য্যাবলী মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এর যে সমস্ত দোষত্রুটি তুলে ধরা হয়েছে তা সংশোধনের জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

পঞ্চম অধিবেশন

বিষয়বস্তু : স্ব-নির্ভর কর্মশিবির এবং কার্য্যাবলী।

সভাপতি : এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সচিব (স্ব-নির্ভর) জনাব মাহবুব আলম চাষী।

অধিবেশনের শুরুতে জেলা-ভিত্তিক চারটি গ্রুপ রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার গ্রাম সমূহে অনুষ্ঠিত বিভাগীয়, জেলা, মহকুমা এবং থানা পর্য্যায়ের বিভিন্ন স্ব-নির্ভর কর্মশিবির এবং এর কার্য্যাবলী সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। এই অধিবেশনে অভ্যাগতদের মধ্যে প্রধানতঃ সর্বজনাব এ, কে, এম, আহসান (সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন), ডঃ মুজিবুর রহমান খান (উপদেষ্টা, ইউনিসেফ), ডঃ মহিউদ্দিন আলমগীর (বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ), ডঃ মোঃ ইউনুস (চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) এবং বেসামরিক কর্মচারী প্রশিক্ষণ একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ শেখ মোকশেদ আলী উপস্থিত ছিলেন। ৪ টি গ্রুপের পৃথক পৃথক প্রতিবেদন পেশ করা শেষ হলে উক্ত রিপোর্ট সমূহের উপর আলোচনা শুরু হয়। এ আলোচনায় প্রশিক্ষার্থী এবং অভ্যাগতবৃন্দের মধ্য হতে কয়েকজন অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে প্রদত্ত হল :—

প্রশিক্ষার্থীদের মতামত :

১। স্ব-নির্ভর আন্দোলনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে জেলা, থানা পর্য্যায়ের সরকারী কর্মচারীগণ এবং গ্রামের জনসাধারণের পূর্ণ ধারণা নেই। এ কর্মসূচী সম্পর্কে অনেকের দ্বিমত রয়েছে।

২। স্ব-নির্ভর কর্মসূচী শুরু করার পূর্বে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এর পরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল।

৩। এই কর্মসূচীতে ভূমিহীন কৃষকদের জন্য কোন সঠিক পথ দেখানো হয়নি।

৪। এই আন্দোলনের মাধ্যমে কো-অপারেটিভ ফার্মিং সিষ্টেম চালু করলে ভূমিহীনদের উপকার হবে।

৫। গ্রাম উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তা অপর্যাপ্ত বলে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নে অসুবিধা এবং বাধার সৃষ্টি হয়।

৬। আই, আর, ডি, পি কর্তৃক চালু সমবায় সংগঠনই গ্রাম উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত সংগঠন।

৭। গ্রাম উন্নয়নের কাজে জড়িত লোকদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব এবং সাংগঠনিক সমস্যা রয়েছে।

৮। গ্রামে টাউটদের প্রভাব বিস্তার।

৯। গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে একতা এবং সহযোগিতার অভাব রয়েছে।

১০। স্ব-নির্ভর কর্মসূচী বাস্তবায়নে গ্রামের সাধারণ লোকদের সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে।

১১। স্ব-নির্ভর কর্মসূচীকে গ্রামীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি মডেল স্বরূপ বিবেচনা করা যেতে পারে।

১২। এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হলে উপযুক্ত সংগঠনের প্রয়োজন রয়েছে।

১৩। এই আন্দোলনকে বাস্তবায়ন করতে হলে প্রশাসনিক কাঠামো এবং সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কেডার সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও উপ-পরিষদ নিয়ে কাজ করা যেতে পারে।

১৪। জেলা, মহকুমা ও থানা পর্য্যায়ের বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার।

১৫। স্ব-নির্ভর বলতে যাদেরকে লক্ষ্য করা হয়েছে, এই কর্মসূচী সত্যিকার ভাবে এখনও তাদেরকে স্ব-নির্ভর করছেনা।

অন্যাগতবৃন্দের মতামত :

জনাব এ, কে, এম, আহসান :

বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য জনাব এ, কে, এম, আহসান বলেন যে, স্ব-নির্ভর কর্মসূচী দেশব্যাপী সরকারী কর্মচারী ও জনসাধারণকে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রেখেছে। সততা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার মাধ্যমে এই কর্মসূচীকে সার্থক করে তোলাই হবে সকলের প্রধান দায়িত্ব।

ডঃ মোঃ ইউনুস :

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ মোঃ ইউনুস বলেন :

(ক) স্ব-নির্ভর আন্দোলন আত্মনির্ভর হওয়ার একটা পথ স্বরূপ। এতে কোন দ্বি-মত নেই।

(খ) গ্রামকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। এই আন্দোলন একটা শিক্ষা স্বরূপও বটে।

(গ) এই আন্দোলন ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠবে। তাই রাতারাতি কোন কিছু আশা করা যাবে না।

(ঘ) এই আন্দোলনই জানতে সাহায্য করেছে যে, গ্রামের জনসাধারণ ছাড়া অন্যের দ্বারা গ্রাম উন্নয়ন প্ল্যান তৈরী হওয়া উচিত নয়। কারণ যাদের কাজ তারা যদি না করে, না বুঝে, সহযোগিতা না করে তা হলে গ্রাম উন্নয়ন সম্ভব নয়।

ডঃ মহিউদ্দিন আলমগীর :

দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ মহিউদ্দিন আলমগীর বলেন :

(ক) উন্নয়নের সম্ভাবনাকে যদি বাস্তবায়িত করতে হয় এবং গণজীবনে যদি পরিবর্তন আনতে হয়, তাহলে বহুদিনের পুরানো প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং সংগঠন সৃষ্টি করা দরকার।

(খ) স্ব-নির্ভর আন্দোলনকে সামগ্রিক আন্দোলনরূপে দেখা দরকার। নচেৎ সফলতা অর্জন করা যাবেনা।

(গ) বর্তমান সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিবেশে স্ব-নির্ভর আন্দোলন সম্ভব নয় অথচ এই আন্দোলনকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু আশা করাও ভুল হবে।

(ঘ) সমাজসেবী না হলে, চেতনাবোধ বা আদর্শবোধ না জাগলে, মবিলাইজড না হলে—এ আন্দোলন সফল হবে না।

(ঙ) ভূমিহীনদের নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য চেতনাবোধ জাগাতে হবে কিন্তু বর্তমান সমবায় সংগঠনে তা সম্ভবপর হবে না।

শ্রী দেবব্রত দত্ত গুপ্ত :

একাডেমীর উপ-পরিচালক (মূল্যায়ন) শ্রী দেবব্রত দত্ত গুপ্ত বলেন যে, স্ব-নির্ভর একটি আন্দোলন, এটা কোন কর্মসূচী নয়। স্ব-নির্ভরের মূলমন্ত্র হলো :

(ক) ভিখারীর হাতকে কর্মীর হাতিয়ারে পরিণত করা ;

(খ) 'যা চাই' বা 'যা নাই' তারজন্য অপেক্ষা না করে 'যা আছে' 'তাই নিয়ে' কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া ;

(গ) প্রতি ইঞ্চি জমি ও প্রতিটি কর্মক্ষম মানুষকে উৎপাদনশীল কাজে লাগানো ;

(ঘ) 'সমালোচনা নয়, বরং আত্মসমালোচনা এবং মুখে কথা নয়, বরং হাতে হাতে কথা কও'—এই পদ্ধতি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ;

(ঙ) সমাজের সবচাইতে নিম্নস্তরের মানুষকে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করা এবং তাদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়া।

তিনি বলেন, উপরোক্ত মূলমন্ত্রকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব শুধু জনগণের নয়। জনগণের উদ্যোগ এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু সরকারী কর্মচারী এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে সততার সাথে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে এবং নেতা, নীতি, আদর্শ ও সংগঠন এই চারটির ভিত্তিতে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তিনি আর ও বলেন যে, আমাদের সততার অভাব রয়েছে কিন্তু সম্পদ ও অর্থের অভাব নেহ। তাই ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করে গ্রামবাসীদেরকে সত্যিকার ভাবে ভালবাসার মন নিয়ে যাদ কাজে এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এই আন্দোলনে সফলতা লাভ করা সম্ভবপর হবে।

তিনি বলেন, স্ব-নির্ভর একটি পরীক্ষামূলক আন্দোলন। এতে ভুল হবার সম্ভাবনা আছে তবে উপরের স্তরের ও নীচের স্তরের লোকদের মধ্যে এতদিন যোগাযোগের যে অভাব ছিল বর্তমানে এই আন্দোলনের মাধ্যমে তার অনেকটাই দূরীভূত হয়েছে। বর্তমানে গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সৎ এবং নিঃস্বার্থবান কর্মী তৈরী করে গ্রামে নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। তবেই স্ব-নির্ভর কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে এবং জাতি পরনির্ভরতার গ্লানি থেকে মুক্ত হবে।

জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ :

বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজ-এর ভিজিটিং স্কলার জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন :

ক) দেশের উদ্ধৃত্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হচ্ছেনা। সম্পদ একদিকে যেমনি বাইরে চলে যাচ্ছে তেমনি সম্পদের অপচয় হচ্ছে এবং উৎপাদন শিল্পে অব্যবহৃত হচ্ছে। স্ব-নির্ভর আন্দোলনকে সফল করতে হলে এই অপচয় ও পাচার বন্ধ করতে হবে।

খ) দেশে বিরাজমান অনেক দিনের পুরানো ও ঘুনেধরা প্রশাসন ব্যবস্থাকে বদলাতে হবে।

ডঃ মুজিবুর রহমান খান :

ইউনিসেফ-এর পুষ্টি বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ মুজিবুর রহমান খান বলেন যে, স্ব-নির্ভর আন্দোলনকে সফল করতে হলে গণচেতনার বিকাশ হতে হবে এবং এজন্য গ্রামের ঘুমিয়ে থাকা মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বিশেষকরে, যুবকদেরকেই এজন্য এগিয়ে আসতে হবে।

ডঃ শেখ মোকশেদ আলী :

বেসামরিক কর্মচারী প্রশিক্ষণ একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ শেখ মোকশেদ আলী বলেন যে,

Library,
Civil Officers' Training
Academy, Dacca.

দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি এবং চিন্তাবিদদেরকে একাজে এগিয়ে আসতে হবে এবং তাঁদের দেশের সমস্যা বিশ্লেষণে এবং সমাধানের পথ দেখানোর সুযোগ দিতে হবে।

অধিবেশনের সভাপতি :

সভাপতির ভাষণে জনাব মাহবুব আলম চাষী বলেন :

ক) স্ব-নির্ভর আন্দোলনের পথে হয়তো ভুল হয়েছে, অনেক বাধা পড়েছে, কিন্তু এই আন্দোলনের লক্ষ্য ভুল হয়নি।

খ) এই আন্দোলনের ফলে দেশের বুদ্ধিজীবি, জনসাধারণ, সরকারী কর্মচারী—সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে কাজ করার উৎসাহ পাচ্ছেন।

গ) স্ব-নির্ভর কর্মসূচী একটি কমিটির মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং বাঙ্গালী জাতি স্ব-নির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাবে, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ষষ্ঠ অধিবেশন

বিষয়বস্তু : পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মসূচী।

এই অধিবেশনের সভানেত্রী ছিলেন বেসামরিক কর্মচারী প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণ সংযোজিকা মিসেস আমিনা চৌধুরী। অধিবেশনের শুরুতে জেলা-ভিত্তিক চারটি গ্রুপ তাদের সাড়ে তিন মাস কালের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মসূচীর উপর পৃথক পৃথক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত প্রতিবেদন ও এই সম্পর্কে আলোচিত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হল :

পরিবার পরিকল্পনা :

উদ্দেশ্য :

বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করে সুখী পরিবার গড়ে তোলা ও দেশের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

বাস্তবায়ন ব্যবস্থা :

এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে থানা, জেলা ও বিভাগে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মচারী রয়েছেন। সম্প্রতিকালে এই কর্মসূচীর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রতি ইউনিয়নে ৩ জন মহিলা কর্মী ও ১জন পুরুষ কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে ১৩০টি থানায় এই কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীরা এই কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তাছাড়া প্রচার অভিযানের জন্য চলচ্চিত্র, বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, পোষ্টার, সঙ্গীত প্রভৃতি মাধ্যমগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে।

অগ্রগতি :

দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগণ এখন এই কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন এবং জন্ম নিরোধক দ্রব্যাদি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে ভ্যাসেকটমী ও লাইগেশান-এর জন্যও অনেকে এগিয়ে আসছেন।

সমস্যা :

১। একই কর্মসূচীতে কার্যরত বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মীদের মধ্যে অসহযোগিতার মনোভাব রয়েছে। এটা কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ।

২। পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের মাসিক ভাতা খুবই কম এবং কর্মীর সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত।

৩। কর্মীদের গ্রাম পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাব রয়েছে।

৪। গ্রামে মহিলা ডাক্তার না থাকায় বন্ধ্যাকরণ কার্যে অসুবিধা হচ্ছে।

৫। মফস্বলে ক্লিনিকের যেমনি সুব্যবস্থা নেই তেমনি শল্যজনিত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদির অভাব রয়েছে।

৬। যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের উপর পর্য্যবেক্ষণ করা হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ঔষধ ব্যবহারের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পরামর্শ নেয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে বা আদৌ পরামর্শ পাওয়া যায় না।

৭। জন্ম নিরোধক দ্রব্যাদি প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়।

৮। জন্ম নিরোধক দ্রব্যাদির কালোবাজারী অবাধে চলে।

৯। জন্ম নিয়ন্ত্রনের পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মীদের জ্ঞান খুবই সীমিত।

১০। অনভিজ্ঞ হস্তে প্লাষ্টিক কয়েলের সংযোজনের ফলে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব ঘটে।

১১। পরিবার পরিকল্পনা অফিসারগণ থানা এলাকার বাইরে থাকেন এবং যথার্থভাবে দায়িত্ব পালন করেন না।

১২। কর্মীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা ও কাজের প্রতি আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৩। জন্ম নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের পর ব্যবহারকারীগণ প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলেন না। ফলে এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় যা জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

১৪। জনগণের মনে ধর্মীয় গোঁড়ামীর দরুন এখনও জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রচারাভিযান চালানো হয়।

১৫। সহজে গ্রহণযোগ্য জন্ম নিরোধক দ্রব্যাদির যেমনি অভাব রয়েছে তেমনি জনগণের মধ্যে এর ব্যবহারবিধি সম্পর্কেও জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

কয়েকটি সুপারিশ :

১। বিভিন্ন পর্য্যায়ের কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।

২। কাজে অনুপ্রেরণা দানের জন্য কর্মীদের ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

৩। কর্মীগণ যাতে বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শনের সুযোগ পান সে ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। জনগণ যাতে সহজে জন্ম নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, ক্লিনিক ও ডাক্তারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫। পর্য্যবেক্ষণ ও পরামর্শ প্রাপ্তিকে সহজলভ্য করে তোলা একান্ত আবশ্যক।

৬। নিম্ন পর্য্যায়ের কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে এবং বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা ইত্যাদিতে দেশের বিভিন্ন স্থানের কর্মীদের সম ও সক্রিয় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, গত ২৬শে জানুয়ারী থেকে ৩১শে জানুয়ারী '৭৬ ইং সরকার দেশব্যাপী একটি পরিবার পরিকল্পনা প্রচার অভিযান সপ্তাহ পালন করেন। কিন্তু নানা কারণে এই অভিযান আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কারণগুলো পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

পল্লীস্বাস্থ্য কেন্দ্র :

পল্লীস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর অবস্থা বর্তমানে খুব সন্তোষজনক নয়। রোগ নিরসনের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ পল্লীস্বাস্থ্য কেন্দ্রে বহু সংখ্যক লোকের সমাগম হলেও তারা প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও সাহায্য পায় না। এর কারণও বহুবিধ। যেমন : ডাক্তারের অভাব, ঔষধের অভাব, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব ইত্যাদি। অনেক কেন্দ্রে কমপাউণ্ডারকেই ডাক্তারের কাজ সমাপ্ত করতে হয়। তাছাড়া কমপাউণ্ডারকে গড়ে প্রায় ১ লাখ লোকের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি নজর দিতে হয়। এমতাবস্থায় পল্লীস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো যে কোন্ পর্য্যায়ে আছে, তা সহজেই অনুমেয়।

কেন্দ্রগুলোর আর একটি সমস্যা হচ্ছে মহিলা ডাক্তার বা মহিলা বিশেষজ্ঞের অভাব। ফলে মহিলা রোগীনীরা চিকিৎসার সামান্যতম সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।

এই অবস্থার নিরসনকল্পে ঔষধপত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করণ এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার না হলেও অন্তত: কাজ চালানো উপযোগী মহিলা ও পুরুষ ডাক্তার একান্ত আবশ্যক।

জনস্বাস্থ্য :

প্রতি থানাতে একজন করে থানা স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও হিসাব রক্ষক রয়েছেন। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ প্রতিরোধ ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করাই জনস্বাস্থ্য বিভাগ তথা স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের প্রধান কাজ। বর্তমানে এই বিভাগ নানা সমস্যায় জর্জরিত।

সমস্যাগুলো নিম্নরূপ :

১। জন্ম-মৃত্যুর হিসাব সঠিকভাবে রক্ষা করা হয়না।

২। বিভাগীয় কর্মচারীদের কদাচিৎ গ্রামে দেখা যায়।

৩। বর্তমানে খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হয় না।

৪। কলেরা বসন্ত প্রতিরোধের জন্য সময়মত টিকা-ইনজেকশান দেয়া হয় না।

৫। পর্য্যাপ্ত সংখ্যক নলকূপ কোথাও নেই। যেগুলো আছে তারও প্রায় অধিকাংশই মেরামতের অভাবে অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

৬। অজ্ঞতার অভাবে জনগণ যেমনি সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি ও নিয়ম-কানুন মেনে চলেনা তেমনি এই বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও লাভ করে না।

উল্লেখ্য যে, অত্র বিভাগের এইসব সমস্যার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে এই বিভাগের কর্মচারীগণ বর্তমানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছেন।

শিক্ষা কর্মসূচী :

কয়েকটি সমস্যা :

১। ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষকের হার কম।

২। শিক্ষকগণ সময়মত ও রীতিমত স্কুলে আসেননা অথবা আসলেও শিক্ষাদানে ততটা মনযোগী হন না।

৩। অনেক শিক্ষকই শিক্ষাদানকে পেশা নয় বরং ব্যবসা হিসাবে নিয়ে থাকেন।

৪। শিক্ষকদের প্রতি মাসের বেতন আনতে থানা শিক্ষা অফিসারের দপ্তরে যেতে হয় এবং এই অজুহাতে তাদের অনেকেই প্রতি মাসে গড়ে ২।৩ দিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন।

৫। অনেকাংশে শিক্ষকগণ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকেন।

৬। বেসরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের অনেকাংশেই নিয়মিত বেতন পাননা। ফলে শিক্ষাদানে তারা মনোযোগী হতে পারেন না।

৭। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা রীতিমত স্কুলে আসেনা অথবা তাদের অভিভাবকরা স্কুলে পাঠান না।

৮। স্কুলে বসার ও খেলাধূলার সুযোগ-সুবিধা অনেকাংশেই অপর্য্যাপ্ত কিংবা কোথায়ও কোথায়ও তা মোটেও নেই।

৯। থানা শিক্ষা অফিসার প্রাথমিক স্কুলের তদারকী ঠিকমত করেন না। তাদের অনেকেই বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকেন।

১০। অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের পন্থা ত্রুটিপূর্ণ ও স্বজনপ্রীতি মূলক।

কয়েকটি সুপারিশ :

এই সকল সমস্যার সমাধানকল্পে তদারকী ব্যবস্থা আরও জোরদার করা আবশ্যক। প্রয়োজনবোধে অন্যত্র বদলীর ব্যবস্থা থাকা অথবা নিজ এলাকার পরিবর্তে অন্য এলাকায় শিক্ষকদের নিয়োগ করা প্রয়োজন। এছাড়া স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের বর্তমান পদ্ধতিরও পরিবর্তন আবশ্যক।

স্কুল ঘরের মেরামত, ছাত্রদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চ এবং খেলার মাঠের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। স্কুলের পাঠ্যসূচী ব্যবহার-ভিত্তিক হওয়া উচিত এবং ছাত্ররা যাতে কৃষি বিষয়ে সহজে জানতে ও বুঝতে পারে সে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে, সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা এক্ষেত্রে আরও বৃদ্ধি পাওয়া দরকার।

সভানেত্রী :

সভানেত্রীর ভাষণে মিসেস আমিনা চৌধুরী বলেন যে, পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে মেয়ে পুরুষ উভয়ের প্রতি সম গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তাছাড়া এমন ব্যবস্থা ও বিষয়সূচী তৈরী করতে হবে যাতে পূর্ব হতেই সকলে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বুঝতে ও জানতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রচারণার বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে ঠিকই কিন্তু এগুলো সামগ্রিকভাবে জনগণের কাজে আসে না।

আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণই অশিক্ষিত। পরিবার পরিকল্পনার কাজের সুবিধার জন্য অধিক কর্মী নিয়োগ ও প্রচার মাধ্যমগুলোকে তাই আরও জোরদার এবং অর্থবহ করে তোলা আবশ্যক। তাছাড়া সেমিনার ও প্রশিক্ষণে যে সমস্ত কর্মী ও সংগঠক অংশ নেন তারা কতজন গ্রামে যান অথবা এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তারা কিরকম কাজ করেন সেই সম্পর্কে আরও তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রুপ—এক

রংপুর, দিনাজপুর ও পাবনা জেলার পল্লী পুর্ত কর্মসূচী সম্পর্কে সমন্বিত প্রতিবেদন।

উদ্দেশ্য :

পল্লী পুর্ত কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য পল্লীর বেকার জনশক্তিকে পল্লী এলাকায় কৃষি-ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকল্প মাফিক কাজে লাগানো এবং সার্বিক পল্লী উন্নয়নে গ্রামের জনসাধারণের অংশগ্রহণের প্রত্যক্ষ সুযোগ সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন রাস্তা, খাল, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ ও মেরামতের কাজ এই কর্মসূচীর আওতাভুক্ত।

পরিকল্পনা প্রণয়ন :

জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বরাদ্ধ পাওয়ার পর থানা পরিষদের সভায় মহকুমা প্রশাসক থানা উন্নয়ন কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যানগণকে ইউনিয়ন ও থানা-ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য অনুরোধ করেন। থানা উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা এলাকার যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা এবং উৎপাদনমুখী কৃষি ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে জরুরী ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তারপর তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। কর্তৃপক্ষ নির্দ্ধারিত শর্তগুলো পরীক্ষাপূর্বক যথাসময়ে প্রকল্পগুলোতে অনুমোদন দান করেন এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করেন।

বাস্তবায়ন :

ইউনিয়ন-ভিত্তিক ছোট প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সমাজকর্মী ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে ইউনিয়ন প্রজেক্ট কমিটি গঠিত হয় এবং একের অধিক ইউনিয়নে বিস্তৃত বড় প্রকল্প-গুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব থানা প্রজেক্ট কমিটির উপর ন্যস্ত থাকে। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানগণ এর সদস্য।

পাকা রাস্তা এবং কালভার্ট নির্মাণের কাজ সাধারণতঃ ঠিকাদারী ব্যবস্থায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রজেক্ট কমিটি স্থানীয় জনগণের সহায়তায় প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করেন। কাজের অগ্রগতি পরিকল্পনা মাফিক তদারকের জন্য থানা কারিগরী বিশেষজ্ঞগণ প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করে থাকেন।

সাফল্য :

পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর সাফল্যের মাপকাঠিতে নিম্নোক্ত ফলাফল লক্ষ্য করা যায় :—

১। গ্রামের বেকার জনগণ সাময়িকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করেছে এবং বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও দরিদ্রশ্রেণী বেশী উপকৃত হয়েছে।

২। রাস্তা, কালভার্ট, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ ও মেরামতের ফলে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থায় উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফলে কৃষকেরা কৃষিজাত দ্রব্যাদি অল্প খরচে ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ লাভ করছে।

৩। গ্রাম্য এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে বাজার ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে এবং কৃষকেরা কৃষিজাত পণ্যের কিছুটা ন্যায্য মূল্যে লাভ করার সুযোগ পেয়েছে।

৪। বাঁধ নির্মাণ ও নালা খননের ফলে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং কৃষিযোগ্য আবাদী জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল শস্যের আবাদ করা সম্ভব হয়েছে।

৫। এই কর্মসূচীতে পল্লীর জনগণ জাতি গঠনমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করার সুযোগ পেয়েছে।

সমস্যা :

পল্লী পূর্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। অধিকাংশ সমস্যাই পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কয়েকটি প্রধান সমস্যা নিম্নরূপ :—

১। পল্লীর জনগণ সহযোগিতা করতে চায় না। অনেক সময় রাস্তা তৈরী, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে জনগণ জমি কাটতে দেয় না।

২। কারিগরী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকের অভাবে অনেক সময় সাধারণ লোক দ্বারা পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজ আংশিক বাস্তবায়নের পর নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং পরিশেষে কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

৩। অনেক থানায় সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারী না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

৪। জনগণের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় না। ফলে বরাদ্দকৃত টাকার অপব্যবহারের সুযোগ হয়ে থাকে এবং প্রজেক্ট কমিটির সদস্যদের অনেকে এ সুযোগ সৃষ্টি করে থাকেন।

৫। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের সময় তদারকী ব্যবস্থার অভাবে শ্রমিকেরা এলোমেলোভাবে কাজ করে থাকে।

৬। অনেক সময় উদ্যোগী ও বেকার শ্রমিকেরা প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পায়না।

৭। ইউনিয়ন পর্য্যায়ে প্রকল্পগুলো প্রস্তুত করার সময় কোন গুরুত্ব বিচার করা হয়না এবং প্রজেক্ট কমিটিও রীতিসিদ্ধভাবে গঠিত হয়না। ফলে অধিকাংশ প্রকল্প অসমাপ্ত থাকে।

৮। প্রকল্পের বরাদ্দ অনেক সময় নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পরে পাওয়া যায়। ফলে অসময়ে বিশেষ করে বর্ষাকালে প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হয়।

৯। জনগণ ও প্রজেক্ট কমিটির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে অনেকক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

গ্রুপ-দুই

বরিশাল জেলার পল্লী পূর্ত কর্মসূচী সম্পর্কে সমন্বিত প্রতিবেদন

পটভূমি :

১৯৬১ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সম্প্রসারিত পি, এল, ৪৮০ র অধীনে পল্লী পূর্ত কর্মসূচী নামে এক বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। এর লক্ষ্য ছিল পল্লীর জনসাধারণকে বেকারত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া। পল্লী অঞ্চলে রাস্তাঘাট ও নর্দমার একটি সুষ্ঠু কাঠামো গড়ে তোলা এবং স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও জোরদার করা। ১৯৬১—৬২ সালে কুমিল্লায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী পরীক্ষামূলকভাবে এক লক্ষ টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি কর্মসূচী হাতে নেন। এর অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলশ্রুতিতে ১৯৬২—৬৩ সাল থেকে সমগ্র দেশে অনুরূপ কর্মসূচী চালু করার এক বিরাট পরিকল্পনা নেয়া হয়। তখন থেকে অদ্যাবধি পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর অধীনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন :

থানা পরিষদ সমূহে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর টাকা বরাদ্দ হয়ে থাকে। প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদ সমূহকে থানা উন্নয়ন কমিটির সুপারভাইজারের সহায়তায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলা হয়। সেগুলো থানা উন্নয়ন কমিটির সভায় পুংখানুপুংখভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জেলা অনুমোদন কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে পাঠানো হয়। জেলা প্রশাসক অথবা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে এবং জেলা পর্য্যায়ের সকল প্রকৌশলীর উপস্থিতিতে প্রকল্পগুলোর বাস্তবতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত অনুমোদন দান করা হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়নের সমস্যাবলী :

১। জনসংখ্যার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করা হয় ফলে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনের দিকে বেশী দৃষ্টি দেয়া হয় না।

২। পরিকল্পনা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অনুমানের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়।

৩। পরিকল্পনা প্রণয়নে জনসাধারণের কোন মতামত গ্রহণ করা হয় না।

৪। পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে চুড়ান্ত অনুমোদন পর্য্যন্ত অত্যন্ত দীর্ঘ সময় নেয়া হয়।

৫। চুড়ান্ত অনুমোদনের সময় কোন কোন ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি :

এই কর্মসূচীর অধীনে মাটি কাটার কাজের জন্য স্থানীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে কাজ শুরু হয় এবং নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করে ঠিকাদারদের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন হয়। মহকুমা প্রশাসক একাধিক কিস্তিতে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) কে প্রকল্পের অর্থ প্রদান করেন এবং সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানকে অথবা ঠিকাদারকে প্রথম কিস্তিতে অগ্রিম টাকা প্রদান করেন। কাজের অগ্রগতির ভিত্তিতে পরবর্তী পর্য্যায়ে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) অগ্রিম টাকা প্রদান করেন।

সাফল্য :

এই কর্মসূচীর অধীনে পল্লী এলাকায় রাস্তাঘাট, সেতু ও কালভার্ট তৈরী এবং খাল খননের ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পল্লীর জনসাধারণকে গঠনমূলক কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসনের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। কাগজে কলমে এই কর্মসূচীর যে সাফল্য দেখানো হয় বাস্তবক্ষেত্রে তা দেখা যায়না। কারণ সাফল্য নির্ধারনের কোন সঠিক পরি-সংখ্যান হয়না।

সমস্যা :

১। প্রকল্প বাস্তবায়নে সুষ্ঠু তদারকী ব্যবস্থা নেই।

২। নির্মাণ কাজে ঠিকাদার নিয়োগে কোন কোন ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব হয় এবং ঠিকাদারদের কাজ সন্তোষজনক হয় না।

৩। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে সময়মত টাকা দেয়া হয় না। ফলে কাজের অগ্রগতি বিলম্বিত হয়।

৪। রাস্তা নির্মাণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়না।

৫। কাজের সঠিক পরিমাপ নেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

বিবিধ সমস্যা :

১। বর্তমানে পল্লী পুর্ত কর্মসূচীতে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ অত্যন্ত কম। ফলে এ কর্মসূচীর অধীনে তেমন কোন কাজ চলছে না।

২। প্রকৃত পরিমাণ যাচাই, সঠিক হিসাব-রক্ষণ পদ্ধতি ও তদারকী ব্যবস্থা না থাকায় যথেষ্ট অর্থের অপচয় হয়ে থাকে।

৩। কাজের সময়সীমা নির্দিষ্ট না থাকায় কাজ অসমাপ্ত অথবা অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়।

কয়েকটি সুপারিশ :

১। পল্লীর যোগাযোগ ব্যবস্থা, বেকারত্ব দূরীকরণ ইত্যাদির জন্য পল্লী পুর্ত কর্মসূচীতে অধিক অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন।

২। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার।

৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া উচিত।

৪। প্রকল্প তদারকী ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সুপারভাইজারদের উপর ছেড়ে না দিয়ে মাঝে মাঝে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রকল্পগুলো সরেজমিনে তদন্ত করে দেখার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

গ্রুপ—তিন

নোয়াখালী, কুমিল্লা ও সিলেট জেলার পল্লী পুর্ত কর্মসূচী সম্পর্কে সমন্বিত প্রতিবেদন

পরিকল্পনা :

১। প্রশিক্ষণরত অফিসারবৃন্দ উপরোক্ত জেলা সমুহের বিভিন্ন থানায় লক্ষ্য করেছেন যে, পল্লী পুর্ত কর্মসূচীর পরিকল্পনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সমন্বয়ে গ্রহণ করা হয়। ফলে সাধারণ মানুষের চেয়ে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকেই বেশী নজর দেয়া হয়। সাধারণ মানুষ খুব একটা এর উপকার পায়না। তা ছাড়া এই পরিকল্পনার কাজ এমন সময়ে শুরু করা হয় যখন বর্ষাকাল এসে যায়। ফলে কাজ শেষ করা যায় না। সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন হাওর এলাকায় এ ধরণের অসুবিধা বেশী লক্ষ্য করা যায়।

২। কুমিল্লা জেলার হাজীগঞ্জ থানায় এই কর্মসূচীর অধীনে ৬৯৫ ফুট একটি পাকা রাস্তা তৈরী করতে খরচ হয়েছে ১৯ হাজার টাকা। রাস্তাটি ৮ ফুট প্রশস্ত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা হয়নি। এছাড়া রাস্তার দু'পার্শ্বে অনেক গর্ত। ফলে দু'পার্শ্বের ইট খুলে গর্তে পড়েছে। অচিরেই রাস্তাটি ভেঙ্গে যেতে পারে। রাস্তাটি নির্মাণের ফলে সাধারণ মানুষের খুব একটা উপকার হবে বলে মনে হয় না। কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজেদের সুযোগ-সুবিধার দিকে নজর রেখেই রাস্তাটি নির্মাণ করেছেন।

৩। পরিকল্পনা যে ভাবে নেয়া উচিত তা ঠিকভাবে নেয়া হয় না। সার্কেল অফিসারদের (উন্নয়ন) সাথে যাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ তাদের পরিকল্পনাই আগে অনুমোদন লাভ করে। সার্কেল অফিসারগণ (উন্নয়ন) অফিসে বসেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মাঠে গিয়ে তার উপকারিতার দিকে খেয়াল করা হয় না।

৪। সার্কেল অফিসারের (উন্নয়ন) অফিসে যে সব কারিগরী কর্মচারী রয়েছেন তারাই সাধারণতঃ পরিকল্পনা তৈরী করেন যদিও এ ব্যাপারে তারা মোটেই পারদর্শী নন।

মতামত :

১। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ড-ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। এ ব্যাপারে সমাজ কর্মী, কৃষি সমবায় সদস্য, যুব কর্মী ও শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা দরকার। এরা ওয়ার্ড-ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা থানা অনুমোদন কর্তৃপক্ষকে দেবেন। সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার হাওর এলাকায় উন্নয়নের ব্যাপারে আলাদাভাবে আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

২। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার দিকে নজর না রেখে সমষ্টিগত সুযোগ-সুবিধার দিকে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

৩। অক্টোবর মাসের মধ্যে কর্মসূচীর আর্থিক বরাদ্দ করা দরকার। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস থেকে অবশ্যই মাটি কাটার কাজ শুরু করাতে হবে। এছাড়া একটি কর্মসূচীর জন্য প্রতি বছর ভেঙ্গে ভেঙ্গে টাকা বরাদ্দ না করে এক সাথে সব টাকা বরাদ্দ করা দরকার যাতে করে কাজের সুবিধা হয়।

৪। ইউনিয়ন পর্য্যায়ে অভিজ্ঞ পরিকল্পনা বিশারদ থাকা প্রয়োজন যারা পরিকল্পনা বাস্তব-ভিত্তিক করতে পারবেন।

৫। পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে পেশ করার আগে সুষ্ঠুভাবে সভা ডেকে কমিটির সবার মতামত নেয়া উচিত।

বাস্তবায়ন :

১। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে যদিও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তথাপি অনেক সময় দেখা যায় যে, পরিকল্পনা গ্রহণ করার অনেক পরে তা বাস্তবায়ন করার কাজ শুরু হয়। ফলে কাজের সমন্বয় ঘটে না।

২। অনেক সময়ই দেখা যায় যে, সুপারভাইজার মাঠে না গিয়ে ঘরে বসে কর্মসূচীর অগ্রগতি হিসেব করেন। সুপারভাইজারদের কোন ভ্রমণ ভাতা ও মার্গি ভাতা দেয়া হয় না বলে তারা নিয়মিত মাঠে যেতে পারেন না বলে অভিযোগ করেন। এ ছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ প্রায় এক সাথে সব শুরু করার ফলে এবং সুপারভাইজারদের সংখ্যা স্বল্প হওয়ায় তাদের পক্ষে সবগুলো প্রকল্প দেখতে যাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে না। প্রজেক্ট কমিটির সদস্যদের রিপোর্টের উপর তাদের নির্ভর করতে হয়। তারা বিশেষ সুবিধার বিনিময়ে রিপোর্ট দেন বলে অভিযোগে প্রকাশ।

৩। স্থানীয় বাস্তবায়ন কমিটিতে যারা থাকেন তারা প্রায়ই গ্রাম্য নেতৃবৃন্দ। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের অসুবিধার কথা বলতে পারে না। গ্রামের নেতৃবৃন্দ সাধারণতঃ নিজেদের দলীয় লোকদের এই কমিটিতে রাখেন। ফলে অন্য দলের লোক এ কাজে সহযোগিতা করেন না।

৪। লক্ষ্য করা গেছে যে, পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর কাজ শুরু হয় ফেব্রুয়ারী মাস থেকে। অপর দিকে বোরো মৌসুম শুরু হয় মার্চ মাস থেকে। ফলে শ্রমিক সঙ্কট দেখা দেয়। বোরো রোপণ করার কাজে শ্রমিকদের যে মজুরী দেয়া হয় মাটি কাটায় তারা তার চেয়ে কম মজুরী পায়। ফলে শ্রমিক পাওয়া যায় না। সুনামগঞ্জ এলাকায় এ ধরনের সঙ্কট বেশী লক্ষ্য করা গেছে।

৫। এই কর্মসূচীর জন্য দরপত্র ডাকা ও ঠিকাদারদের কাজ দেয়ার ব্যাপারে একচ্ছত্র দায়িত্ব পালন করেন সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) ও তার অফিসের কতিপয় ব্যক্তিবর্গ। দরপত্রের প্রচার ঠিকমত হয় না। ফলে নির্ধারিত কয়েকজন ঠিকাদার দর দেন এবং সার্কেল অফিসারদের ইচ্ছামত ঠিকাদারদের কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়ে থাকে।

৬। অনেক সময় দেখা যায় যে, উন্নয়ন প্রকল্পের এ সব কাজের টাকা স্কুল, কলেজ অথবা মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য দিয়ে দেয়া হয়। বিনিময়ে হয়ত ছাত্ররা সামান্য কাজ করে। ফলে যাদের সুবিধার জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয় তারা তার সুযোগ পায় না।

সুপারিশ :

১। পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর পরই তা বাস্তবায়নের দিকে বিশেষ নজর দেয়া দরকার।

২। থানায় কারিগরী কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাদের নিয়মিত হারে ভ্রমণ ভাতা ও মার্গি ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। গ্রামের সব শ্রেণীর লোকদের মধ্য থেকে স্থানীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য নির্বাচন করা দরকার যাতে উন্নয়ন প্রকল্পের এ সব কাজে সকল শ্রেণীর লোকদের অংশগ্রহণ সম্ভব হয়।

৪। এ কর্মসূচীর কাজ শুরু করা উচিত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস থেকে যাতে শ্রমিক সঙ্কট দেখা না দেয়। এ সময় শ্রমিকরা সাধারণতঃ বেকার বসে থাকে।

৫। টেণ্ডার কমিটিতে থানা পর্যায়ের কয়েকজন অফিসারকে রাখা দরকার। দরপত্র ডাকার আগে ভালভাবে তা প্রচার হওয়া প্রয়োজন যাতে করে ভাল ঠিকাদাররা কাজ নিতে পারেন।

৬। সরকার যে উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচীর জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন তা যাতে সফল হয় সে দিকে নজর দেয়া দরকার।

সাফল্য ঃ

পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর আওতায় যে সমস্ত কাজ শেষ হয়েছে তার সবগুলো উদ্দেশ্য যদিও সার্থক হয়নি তবুও এর ফলে গ্রামীন এলাকায় বেশ খানিকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। রাস্তাঘাটের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তার পুরো টাকার সদ্ব্যবহার না করা হলেও কিছুটা কাজ হয়েছে। এ সব কাজের মাধ্যমে বেকার সমস্যার বেশ কিছুটা সমাধান হয়েছে কিন্তু গ্রাম্য নেতৃত্ব সৃষ্টির কাজে খুব একটা সহায়তা করতে পারেনি। জমিতে পানি সেচ প্রকল্পের কাজের ক্ষেত্রেও এর ফলে খানিকটা সুবিধা পাওয়া গেছে।

গ্রুপ-চার

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার পল্লী পূর্ত কর্মসূচী সম্পর্কে সমন্বিত প্রতিবেদন।

পরিকল্পনা :

পল্লী উন্নয়নের সকল কর্মসূচী তাত্ত্বিক দিক হতে গ্রাম থেকে শুরু হয়। কিন্তু প্রশিক্ষার্থীগণ লক্ষ্য করেছেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ এ প্রকল্পগুলোর প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তিকরণ পর্য্যন্ত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রায়শঃ লক্ষ্য করা যায় যে, প্রকল্প গ্রহণে যেমন রাস্তাঘাট, কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গই বিশেষ স্থান দখল করেন। উপরোক্ত অসুবিধাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে :

ক। গ্রাম পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে যেন তাদের মধ্যে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

খ। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব নীতি সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সমস্যা :

১। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায় স্থানীয় নেতা দ্বারা গঠিত প্রজেক্ট কমিটির প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে প্রকল্পগুলো বাস্তব রূপ নেয়।

২। দেরীতে অর্থ অনুমোদন করার ফলে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পগুলো বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে না ফলে বর্ষার প্রারম্ভে প্রকল্পগুলো অর্ধ সমাপ্ত থেকে যায়।

৩। 'মাষ্টার রোলে' যা লিখা থাকে আসলে তা সত্য নয়। অনেক সময় কর্মীদের ন্যায্য পাওনাও দেয়া হয় না।

গ্রুপ-এক

রংপুর, দিনাজপুর ও পাবনা জেলার কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সম্পর্কে সমন্বিত প্রতিবেদন।

উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা :

বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক বেকার জনগণের কর্ম সংস্থানের জন্য আন্তর্জাতিক খাদ্য ত্রাণ সংস্থা কর্তৃক এ ধরনের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ সব প্রকল্পের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রনালয়। থানা, মহকুমা বা জেলা পর্য্যায়ে কোন প্রকল্পকে এ ধরনের কর্মসূচীর আওতায় আনার উদ্দেশ্যে আলাদা আলাদাভাবে স্কীম উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের কিছু কিছু জায়গাতে এ ধরনের প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ওয়াপদার বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকৌশলী বিভাগ এবং এর তত্ত্বাবধানে আছেন যৌথ-ভাবে থানা পর্য্যায়ে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) ও সুপারভাইজার। মহকুমা পর্য্যায়ে মহকুমা প্রশাসক ও মহকুমা প্রকৌশলী এবং জেলা পর্য্যায়ে জেলা প্রশাসক স্বয়ং ও জেলা প্রকৌশলী। পরবর্তী কালে থানা, মহকুমা ও জেলা পর্য্যায় থেকে স্ব স্ব স্কীম সরাসরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অনু-মোদনের জন্য পাঠানো হয়। স্কীমগুলো ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদিত হওয়ার পর স্কীমের গুরুত্ব অনুযায়ী গম বরাদ্দ করা হয়। এ সব গম সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), মহকুমা প্রশাসক কিংবা জেলা প্রশাসকের অধীনে সরাসরি ন্যস্ত করা হয়।

বাস্তবায়ন :

গম প্রাপ্তির পর যে ইউনিয়নে/স্থানে কাজ করা হবে সে অঞ্চলের চেয়ারম্যান কিংবা স্থানীয় সমাজ কর্মীদের সমন্বয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। প্রয়োজন বোধে একই প্রকল্পের জন্য একাধিক বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। কমিটির কাজের পরিধি অনুযায়ী গম বণ্টন করা হয়। কাজ শুরু হওয়ার পর শ্রমিকদের মধ্যে সর্দার নিয়োগের মাধ্যমে 'মাষ্টার রোল' পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ সব 'মাষ্টার রোল' অনুযায়ী সেগুলোর সুষ্ঠু পরীক্ষা করেন সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) কিংবা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণ এবং কোথাও কোথাও ওয়াপদার সেকশন অফিসার এই কাজ করেন।

সাফল্য :

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আগে সমগ্র দেশব্যাপী যেখানে অভাব ও বেকারত্ব বিরাজ করছিল, সেখানে এ কর্মসূচীর মাধ্যমে বিপুল বেকার জনগণকে কাজের সুযোগ দেয়া সম্ভব হয়েছে। কাজের অভাবে যারা ভিক্ষাবৃত্তি বা সমাজ-গর্হিত কাজে লিপ্ত ছিল তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করায় বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে এবং জনগণের মধ্যে কর্ম উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। এ কর্মসূচীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ করে সেচ কার্যের সাহায্যে অনাবাদি জমিকে আবাদী জমিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে।

সমস্যা :

এ প্রকল্প বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলো প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে :

১। **প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা হল, যে সব এলাকা নিয়ে এ প্রকল্প নেয়া হয়েছে সে** সব জমির ক্ষতিপূরণ এখনও পরিশোধিত না হওয়ার দরুন জমির মালিকগণ বাধার সৃষ্টি করছেন এবং এর ফলে প্রকল্পের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে।

২। গম বণ্টনে শ্রমিকদের মধ্যে যে 'মাষ্টার রোল' পদ্ধতি অনুসরন করা হচ্ছে সেগুলো যথাযথভাবে পরীক্ষিত না হওয়ার দরুন অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের ফলে বহু শ্রমিক তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৩। কিছু কিছু জায়গায় গমের নিম্নমানের দরুন শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

৪। গম বণ্টনে কারচুপি বা দুর্নীতির অভিযোগও অনেক জায়গা থেকে পাওয়া যায়।

৫। গম রাখার জায়গার অভাবে নির্দিষ্ট দিনে গম বণ্টন সম্ভবপর না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা কাজ করতে অসম্মতি জানায়। এ ছাড়া পরিবহন বা নিরাপত্তার অভাবেও কাজে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।

৬। প্রকল্প প্রণয়নে ত্রুটিজনিত কারণে বাস্তবায়নে সমস্যার উদ্ভব হয়। অনেক সময় কাজের পরিমাণ এবং অনুমোদিত গমের মধ্যে অসঙ্গতি থাকে।

গ্রুপ-দুই

বরিশাল জেলার কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।

পটভূমি :

১৯৬০ সাল থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আধিক্যহেতু ত্রাণ কার্য্যের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে এবং বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী সংস্থা সমুহের দ্বারা এক দশকের অধিক এ ভাবে সাহায্য দানের ফলে জনমনে ভিক্ষার মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে। এর প্রতিকার হিসাবে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন :

ত্রাণ ও পূনর্বাসন মন্ত্রণালয় মহকুমা প্রশাসকের মাধ্যমে থানা থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনা সংগ্রহ করেন। বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে পরিকল্পনা সংগ্রহ করে থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় এগুলোর বাস্তবতা যাচাই করে আগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সুপারিশ করে মহকুমা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির নিকট পাঠান হয়। মহকুমা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে ত্রাণ ও পূনর্বাসন মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন। পরিকল্পনা প্রণয়নে থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা অথবা তার অনুপস্থিতিতে থানা উন্নয়ন কমিটির সুপারভাইজার সক্রিয় সহযোগীতা করেন।

প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি :

থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্পের অবস্থান সাপেক্ষে স্থানীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়িত করেন। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) কাজের সার্বিক তদারকীর দয়িত্বে থাকেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা অথবা তার অনুপস্থিতিতে থানা উন্নয়ন কমিটির সুপারভাইজার সার্বক্ষণিক তদারকীতে নিযুক্ত থাকেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল প্রকার হিসাব রক্ষণ, পরিমাপ গ্রহণ ও সমাবেশ তালিকা প্রস্তুতের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা অথবা সুপারভাইজার দায়ী থাকেন।

সাফল্য :

১। জন সাধারণের মন থেকে ভিক্ষার মনোভাব দুর হয়ে কাজের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হতে চলছে।

২। এ কর্মসূচী পল্লীর মৌসুমী বেকারত্ব দুর করতে সহায়তা করছে।

৩। এ কর্মসূচীর অধীন খাল-খনন ও বেড়ি-বাঁধ নির্মাণের ফলে বন্যা ও পানি নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে কৃষি উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক হচ্ছে।

৪। অন্যান্য কর্মসূচীর তুলনায় উক্ত কর্মসূচীতে সম্পদের অপচয় কম হয়।

৫। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে মুদ্রাস্ফীতি রোধে যথেষ্ট সহায়ক হচ্ছে।

৬। এ কর্মসূচীতে 'কেয়ার' প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা থাকায় গমের অপচয় ও অপব্যবহার কম হয়।

সমস্যা ও সমাধান :

১। পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ সময় নেয়া হয় তা কমিয়ে আনা দরকার।

২। অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কাজের সঠিক পরিমাপ নেয়া হয় না এবং এ জন্য কাজ ব্যহত হয়। এ ব্যাপারে কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

৩। প্রকল্পের প্রণয়ন বর্ষাকালে করা হয় ফলে পানি এবং কাদা মাটির মধ্যে কাজের সঠিক পরিমাপ নেয়া সম্ভব হয় না।

৪। যে সকল থানায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আছেন তাদের কেহ কেহ কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন। ফলে তাদের দ্বারা কাজের অগ্রগতি নিরূপণ করা যায় না।

৫। পরিবহন খরচ সময়মত দেয়া হয় না ফলে গমের জন্য মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। নিয়মিত পরিবহন খরচ দেয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন।

৬। গমের দাম খোলা বাজারে কম থাকায় শ্রমিকদের মজুরী হার সন্তোষজনক নয়, মজুরী হার প্রতি ৭০ ঘনফুট মাটির কাজের জন্য ৩ সেরের পরিবর্তে ৫ সের করা দরকার।

৭। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার মধ্যে পদমর্যাদাগত দ্বন্দ্ব কাজের অগ্রগতিতে বাধা স্বরূপ। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রতিবিধান থাকা আবশ্যক।

৮। গম সরবরাহের নির্দেশ সময়মত দেয়া হয় না ফলে কাজের বাস্তবায়ন দীর্ঘসূত্রতায় পর্যবসিত হয়। যাতে এটা না হয় সে জন্য সরকারের কড়া নির্দেশ থাকা উচিত।

৯। বিভিন্ন প্রকল্পে যাদের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই, ফলে তাদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

গ্রুপ-তিন

নোয়াখালী, কুমিল্লা ও সিলেট জেলার কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।

পরিকল্পনা :

ক। সাধারণতঃ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের দ্বারা প্রণীত হয়ে থাকে। এদের অধিকাংশই অনভিজ্ঞ। তাই পরিকল্পনা অধিক ক্ষেত্রেই বাস্তবমুখী হয় না। দেখা যায় খাল খনন এবং পুনঃখননের জন্য প্রভূত জমির প্রয়োজন হয় যার অধিকাংশই আবাদী জমি। এর ফলে আবাদী জমির পরিমাণ কমে আসে। খাল খনন এবং পুনঃখননের পরিবর্তে ক্ষেত্র বিশেষে গভীর নলকূপ এবং অগভীর নলকূপ বসিয়ে পানি সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

খ। বর্তমানে প্রচলিত মজুরীর হারের তুলনায় মাথাপিছু দৈনিক বরাদ্দকৃত গম অপ্রতুল এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তদুপরি অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকগণ কাজের বিনিময়ে গম নিতে অসন্তোষ প্রকাশ করে।

গ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাল খনন, পুনঃখনন এবং রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি আইনগতভাবে এবং জমির মালিককে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করে অধিগ্রহণ করা হয় না। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য জমির মালিক নিঃস্ব এবং বিপন্ন হয়ে পড়ে। তদুপরি উক্ত কারণে কাজ চলাকালীন অবস্থায় বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

ঘ। উক্ত কর্মসূচীর আওতাভুক্ত অধিকাংশ খাল থেকেই পানি সেচের সুযোগ খুবই সীমিত এবং কোথাও কোথাও অসম্ভব। অধিকাংশ খালই পানি নিষ্কাশন উপযোগী মাত্র।

ঙ। অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন এলাকাভুক্ত একই প্রকল্পের মধ্যে সমঝোতার অভাব পরিলক্ষিত হয় যার ফলে কাজের সুষ্ঠু সমাধান বাধাপ্রাপ্ত হয়।

চ। বহু ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা গ্রহণের সময় অর্থনৈতিক এবং কারিগরীদিক সমূহ বিশদভাবে বিচার-বিবেচনা করা হয় না।

ছ। অনেক থানাতেই উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নকল্পে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি নির্বাহের জন্য যথোপযুক্ত তহবিলের সংস্থান নেই।

জ। রাস্তা নির্মাণের সময় উদ্ভূত আনুষঙ্গিক সমস্যাদি কোন কোন ক্ষেত্রে বিচার-বিবেচনা করা হয় না। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর বহুবিধ সমস্যা দেখা দেয়।

ঝ। গম ও ধান সাময়িক মজুদের জন্য গুদামের অভাব দেখা যায়।

প্রকল্প বাস্তবায়ন :

ক। কাজ সময়মত শুরু এবং সমাধা অনেক ক্ষেত্রেই হয় না।

খ। কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়মিত কাজের তত্ত্বাবধান হয় না। সার্কেল অফিসারের (উন্নয়ন) এ কাজ নিয়মিত তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন। অন্যথায় থানাভুক্ত অন্য কোন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে তত্ত্বাবধানজনিত কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা যেতে পারে।

গ। উর্দ্ধতন কর্মকর্তার আকাঙ্খিত তত্ত্বাবধান ফলপ্রসূ হবে।

ঘ। অনেক থানাতেই প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এখন পর্য্যন্ত কাজে যোগদান করেন নাই। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে, এছাড়া উক্ত কর্মকর্তার কাজ-কর্মের সুযোগ সুবিধাদিও অপ্রতুল।

ঙ। ১০০ টনের অধিক বরাদ্দকৃত গমের প্রকল্প বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও থানা উন্নয়ন কমিটি যুগ্মভাবে বাস্তবায়িত করেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে অনেক সময়ই বাস্তবায়নজনিত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই একক দায়িত্বের মাধ্যমেই কাজের সুষ্ঠু সমাধান সহজ হবে।

চ। কাজের জন্য বরাদ্দকৃত গমের চেয়ে শ্রমিকদেরকে বিলিকৃত গমের মান কোন কোন থানায় অধিকতর খারাপ।

ছ। কোন কোন থানায় প্রকল্প বাস্তবায়নের পর উহার পরিমাপ সঠিকভাবে নেয়া হয় না অথচ উপযুক্ত পরিমাপ ও কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই উক্ত কাজ ফলপ্রসূ হবে।

জ। স্থানীয় জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য জনগণকে আরও অধিকভাবে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

সাফল্য :

ক। এ কর্মসূচীর অধিকাংশ কাজই সংস্কারমূলক।

খ। স্বল্প আকারে হলেও উক্ত উন্নয়নমূলক কাজ গ্রামীন অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

গ। এ কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীন বেকার সমস্যা সাময়িক এবং মোটামুটিভাবে কিছুটা লাঘব করার চেষ্টা চলছে।

সমস্যা :

ক। কোথাও কোথাও কাজ চলাকালীন অবস্থায় জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে আপত্তিহেতু কাজ বিঘ্নিত হয়।

খ। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে যথার্থ কর্মীর চেয়ে স্বার্থান্বেষী লোকের অংশগ্রহণই অধিক হারে দেখা যায়।

গ। কোথাও কোথাও গম বিলি তালিকায় কারচুপি পরিলক্ষিত হয়।

ঘ। মূল ফাণ্ডের বিশেষ অংশ আত্মসাৎ হয়ে যাওয়ার দরুন কোন কোন কাজ পরিকল্পনানুযায়ী সমাপ্ত হয় না।

গ্রুপ-চার

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সম্পর্কে প্রতিবেদন।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সমস্যা :

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি থানায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু আছে। এ কর্মসূচীর মধ্যে আছে খাল খনন ও বাঁধ নির্মাণ, পরিত্যক্ত খাল পুন:খনন ও রাস্তাঘাট পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি। প্রকল্পগুলোর প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত যে সমস্যা সমুহ প্রনিধানযোগ্য সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো :

১। প্রকল্প গ্রহণের সময় থেকে প্রকল্পের জন্য অর্থ অনুমোদন পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল সময় ব্যয়িত হয়। ফলে আর্থিক বছরে প্রকল্পগুলো বাস্তবরূপ লাভ করে না।

২। কাজের এষ্টিমেটগুলো সব সময়ে ঠিক হয় না। খাল খনন ও অন্যান্য কাজের জন্য যে পরিমাপ গ্রহণ করা হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কল্পনা প্রসূত। কারণ কর্মক্ষেত্রে গিয়ে এষ্টেমিটগুলো গ্রহণ করা হয় না।

৩। শ্রমের বাজার মূল্যের তুলনায় শ্রমিকদেরকে দেয় মূল্য নিতান্তই নগন্য। ফলে সাধারণ লোক কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে না। তিন সের গমের পরিবর্তে ৭০ ঘনফুট মাটি কাটা সত্যিই কষ্ট সাধ্য।

৪। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গমের নিম্নমানজনিত কারণ কাজের অগ্রগতিকে ব্যহত করে।

৫। পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিবহনের অসুবিধার জন্য থানা সদর দফতর হতে প্রকল্প বাস্তবায়ন স্থল পর্য্যন্ত গম পরিবহন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এ অতিরিক্ত ব্যয় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

৬। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যে, খাল খনন কাজে কোন বিশেষ পরিকল্পনা থাকে না। খননকৃত খালের সঙ্গে মূল পানির উৎস যেন কোন সময়েই বিচ্ছিন্ন না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার।

৭। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর জন্য প্রতি থানায় পূর্বাহ্নেই একটি সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা থাকা উচিত।

গ্রুপ-এক

রংপুর, দিনাজপুর ও পাবনা জেলার থানা সেচ কর্মসূচী বিষয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত সমন্বিত প্রতিবেদন।

উদ্দেশ্য :

বাংলাদেশের যেসব এলাকায় শীতের শেষে পানির অভাবে কৃষি কাজ ব্যহত হয় কিন্তু খাল কেটে পানি আনা যেতে পারে এবং যা থেকে পাওয়ার পাম্পের মাধ্যমে পানি জমিতে দেয়ার ব্যবস্থা করা যায় সে সমস্ত এলাকা থানা সেচ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরিকল্পনা :

থানা উন্নয়ন কমিটির সভায় কমিটির সদস্যগণ ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ নিজ নিজ এলাকার সেচ কর্মসূচীর খসড়া পেশ করেন। অতঃপর থানা সেচ কর্মসূচীর ওভারসিয়ার উক্ত কর্মসূচীগুলোর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখেন এবং তার নির্বাচিত প্রকল্পগুলো সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)-এর নিকট পেশ করেন। সার্কেল অফিসার থানা উন্নয়ন কমিটির সভায় নির্বাচিত প্রকল্প গুলো প্রাথমিকভাবে অনুমোদন করেন। পরে উক্ত প্রকল্পগুলো জেলা অনুমোদন কর্তৃপক্ষের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। অতঃপর জেলা অনুমোদন কর্তৃপক্ষ প্রকল্পগুলোর কারিগরী, অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা ও পানির উৎস-এই তিন বিষয় পরীক্ষার পর নির্বাচিত প্রকল্পগুলোর চূড়ান্ত অনুমোদন দান করেন।

কয়েকজন কৃষকের সমন্বয়ে একটি সেচ গ্রুপ গঠন করা হয়। ১ কিউসেক পাওয়ার পাম্পের জন্য কমপক্ষে ২০ একর জমি ও ২ কিউসেক পাম্পের জন্য কমপক্ষে ৪০ একর জমির সমন্বয়ে সেচ গ্রুপ গঠনের পর সেগুলো থানা সেচ কমিটির নিকট পেশ করা হয়। থানা সেচ কমিটি এর অর্থনৈতিক, কারিগরী সম্ভাব্যতা ও পানির উৎস পরীক্ষা করে দেখেন। থানা সেচ কমিটি কর্তৃক প্রকল্পগুলো বাছাই করার পর জেলা অনুমোদন কর্তৃপক্ষের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়।

নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাম্পগুলো বিতরণ করা হয়।

১। ভাড়া পরিশোধকৃত গ্রুপ।

২। নূতন গ্রুপ।

৩। ভাড়া অপরিশোধকৃত গ্রুপ।

বাস্তবায়ন :

চূড়ান্তভাবে প্রকল্প অনুমোদিত হওয়ার পর সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য টেণ্ডার আহ্বান অথবা প্রজেক্ট কমিটির মাধ্যমে কাজের ব্যবস্থা করেন। টেণ্ডার-এর মাধ্যমে কাজ হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহকুমা প্রশাসক টেণ্ডার আহ্বান করেন। পরে টেণ্ডার বাছাইয়ের পর নির্বাচিত টেণ্ডারদাতাকে কাজ শুরু করার নির্দেশ দেয়া হয়। প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সি,ও (উন্নয়ন) প্রয়োজনমত বরাদ্দ করেন। কাজ তদারকীর জন্য সি, ও (উন্নয়ন) ও সেচ কর্মসূচীর ওভারসিয়ার মাঝে মাঝে কাজের অগ্রগতি তদারক করেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করেন।

কাজের নির্দিষ্ট অগ্রগতি হওয়ার পর ধাপে ধাপে অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। প্রজেক্ট কমিটির মাধ্যমে কাজ হলে প্রতি কিস্তিতে ৪০০০·০০ টাকার বেশী দেয়া হয় না এবং কাজের নির্ধারিত অগ্রগতির পর পরবর্তী কিস্তির অর্থ দেয়া হয়।

পাম্প বরাদ্দ হওয়ার পর পাম্পের জামানতের ৮০০·০০ টাকা জমা দেয়ার পর গ্রুপ ম্যানেজারের কাছে পাম্প ভাড়া হিসেবে এক মৌসুমের জন্য দেয়া হয়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ চলতি মৌসুম থেকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। গ্রুপ ম্যানেজারগণ পাম্পগুলো চালানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পাম্প চালানোর জন্য ডিজেল প্রতি গ্যালন ৯·৫০ টাকা হিসেবে গ্রুপ ম্যানেজারগণ থানা কেন্দ্র থেকে ক্রয় করেন।

এ সমস্ত খরচের জন্য ম্যানেজারগণ গ্রুপ-এর সদস্যদের নিকট থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে টাকা আদায় করেন।

সমস্যা :

১। বড় ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। প্রতি কিস্তিতে ৪০০০·০০ টাকা দেয়ার ফলে কাজটি শেষ হতে বিলম্ব হয়। বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে কিস্তির মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।

২। থানা সেচ কর্মসূচীর প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এর ফলে কাজের বিলম্ব ঘটে। প্রজেক্ট কমিটিগুলোতে প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন লোকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে খাল খননের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় না।

৩। কোন কোন এলাকার পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার ফলে চালু খালগুলো শুকিয়ে গেছে। এই খালগুলোর পুনঃখনন প্রয়োজন।

৪। অতঃপর আসে পাম্প চালকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব যার ফলে পাম্পগুলো দক্ষ চালকের অভাবে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। পূর্বে পাম্প চালকদের কৃষি উন্নয়ন

সংস্থা থেকে নিয়োগ করা হত ফলে পাম্পগুলো দক্ষ চালক দ্বারা পরিচালিত হত। কিন্তু বর্তমানে এর অভাবে পাম্প গ্রুপের মধ্যে একজনকে চালক নিয়োগ করা হয় অথচ তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না।

৫। পাম্প মেকানিকগণ পাম্প নষ্ট হলে ম্যানেজারদের নিকট থেকে বিভিন্ন উপায়ে অর্থ আদায় করে থাকে।

৬। পাম্পগুলো মাঠে বিনা যত্নে খোলা আকাশের নীচে ফেলে রাখা হয়।

৭। বর্তমান মৌসুমে রাসায়নিক সার নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে কিন্তু সকল প্রকার কীটনাশক ঔষধের অভাবে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ পোকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

৮। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের দায়িত্ব যেমন, কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন ফসল লাইনে বপন করা, সুষম সার ব্যবহার, বীজ শোধন পদ্ধতি এখনও তেমন বিস্তার লাভ করেনি। কেবলমাত্র কিছু উচ্চ ফলনশীন ধানের বেলায় লাইনে বপন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া অন্যান্য উন্নত পদ্ধতির প্রচলন নেই বললেই চলে।

সাফল্য :

শক্তিচালিত পাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন থানায় খাদ্যোৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বোরো মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ একমাত্র শক্তিচালিত পাম্পের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। ফলে অনেক ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের বেকারত্ব সাময়িকভাবে দুরীভূত হয়েছে।

গ্রুপ—দুই

বরিশাল জেলার থানা সেচ কর্মসূচী সম্পর্কে প্রতিবেদন।

পটভূমি :

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ উন্নয়ন, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি থানা সেচ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়া চাষোপযোগী পতিত জমি পুনরুদ্ধার ও কৃষি সম্প্রসারনের উপর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি সেচ পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য।

পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ

সরকারের সীমিত ব্যয় ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্যই নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো থানা সেচ পরিকল্পনার আওতাধীন।

ক। কমপক্ষে ২০ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত, ছোট ছোট নদী, খাল ইত্যাদি খনন ও সংস্কার, স্লুইজ গেইট ও অন্যান্য পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি।

খ। খাল খনন বা বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে চাষোপযোগী পতিত জমি পুনরুদ্ধার।

প্রকল্পের অগ্রাধিকার :

পূর্বের যে সমস্ত প্রকল্প এখনো সমাপ্ত হয়নি সেগুলো অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে। যে সকল প্রকল্পের সন্নিকটে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাম্প চালানোর জন্য পাওয়া যাবে সেসব প্রকল্প অগ্রাধিকার পাবে।

উক্ত অগ্রাধিকারের কথা স্মরণ রেখে থানা উন্নয়ন কমিটি ইউনিয়ন পরিষদগুলোর সাথে আলোচনা করে নিজ নিজ এলাকার জন্য সেচ প্রকল্প প্রণয়ন করে থানা সেচ কর্মী দলের সাহায্যে এর সম্ভাব্যতা বিচার করে অগ্রাধিকার ভিত্তিক চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলা অনুমোদন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাবেন। জেলা অনুমোদন কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের কারিগরীদিক বিবেচনা করে চূড়ান্ত অনুমোদন দান করবেন এবং স্থানীয় শাসন ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ে পাঠাবেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি :

স্থানীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ কর্মসূচীর অধীনে ২৫,০০০ টাকার অধিক ব্যয় বরাদ্দ বিশিষ্ট অনুমোদিত পাকা কাজের প্রকল্প সমূহ প্রতিযেগিতামূলক দরপত্র আহ্বান করে ঠিকাদারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

সাফল্য :

এ কর্মসূচীর অধীনে বিভিন্ন খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির ফলে সেচ ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হওয়ায় কৃষি উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

সমস্যা :

১। পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে অনুমোদন পর্যন্ত দীর্ঘ ৫ থেকে ৬ মাস সময় অতিবাহিত হয়।

২। বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে, কারিগরী সম্ভাব্যতা বিবেচনা না করে এবং কাজ পূর্ব পরিমাপ সঠিকভাবে না নিয়ে পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

৩। প্রকল্প অনুমোদন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন কোন ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য কাজ অসমাপ্ত বা অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়। অথচ বরাদ্দকৃত টাকার ব্যয় ঠিকই দেখানো হয়।

৪। কোন কোন ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের বিশেষ একটা অংশ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পেয়ে থাকেন এবং তার ফলে কাজের তদারকীর ব্যাপারে তারা উদাসীন থাকেন।

কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহ :

পাওয়ার পাম্প :

বাংলাদেশ কৃষি বিভাগ ১৯৫০-৫১ সালে যান্ত্রিক চাষাবাদ ও পাওয়ার পাম্পের সাহায্যে একটি সেচ কর্মসূচী আরম্ভ করে। ১৯৬১-৬২ সালে কুমিল্লায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী পরীক্ষা মূলকভাবে নিজস্ব ধারায় অনুরূপ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে।

১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে সমগ্র দেশব্যাপী এই কর্মসূচী সম্প্রসারিত হয়। থানার বরাদ্দ অনুসারে সেচ দলগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাম্প বরাদ্দ করা হয়ে থাকে।

সমস্যা :

১। সেচ দলের ম্যানেজার ও আদর্শ কৃষকদিগকে সর্বক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। ফলে অদক্ষ হাতে পাম্প চালানোর জন্য সহজে সেগুলো অকেজো হয়ে যায়।

২। পাম্পের সেচ ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করা হয় না।

৩। অনেক কারিগর নিয়মিত পাম্পের তদারকী করে না এবং পাম্পে কোন গোলযোগ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট সেচ দলের নিকট পারিশ্রমিক দাবী করে।

৪। জ্বালানী ও তৈলে কোন কোন ক্ষেত্রে ভেজাল মেশানো হয় ও মাপে কম দেয়া হয় এবং খুচরা যন্ত্রপাতি চাহিদামত পাওয়া যায় না।

৫। পাওয়ার পাম্প নির্দিষ্ট সময়ে ফেরৎ না দিয়ে অযত্নে ও অবহেলায় ফেলে রাখা হয়।

সার ও বীজ :

থানায় সার ও বীজ সরবরাহের দায়িত্ব থানা পরিদর্শকের। তিনি চাহিদা যাচাই করে এগুলো আনার জন্য বার্ষিক বরাদ্দ চেয়ে পাঠান। প্রতি ইউনিয়নে ৯ জন ডিলারের মাধ্যমে সার বিক্রী করা হয়। বীজ সরাসরি থানা পরিদর্শক বন্টন করে থাকেন।

সমস্যা :

১। থানায় সার সংরক্ষণের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ সার নষ্ট হয়ে যায়।

২। কোন কোন ডিলার সারের অধিক মূল্য নেয়।

৩। বীজের প্রয়োজনীয় সরবরাহ করা হয় না এবং সময়মত বীজ পাওয়া যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাতন বীজ সরবরাহের ফলে অঙ্কুরোদগম হয় না।

৪। বীজের দাম খোলা বাজারের দামের তুলনায় বেশী হওয়ায় জনসাধারণের বীজ সংগ্রহে আগ্রহ থাকে না।

কীটনাশক ঔষধ ও স্প্রেমেশিন :

কীটনাশক ঔষধ সরবরাহের দায়িত্ব থানা উদ্ভিদ সংরক্ষণ সহকারীর। তিনি ডিলারের মাধ্যমে ঔষধ সরবরাহ করেন। তার মাধ্যমে থানায় স্প্রেমেশিন বিক্রী করা হয়।

সমস্যা :

কীটনাশক ঔষধের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকেরা এগুলো ব্যবহারে নিরুৎসাহ বোধ করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঔষধে ভেজাল পাওয়া যায়, ফলে কীট ধ্বংস সম্ভব হয় না। গরীব কৃষকদের স্প্রেমেশিনের ক্রয় ক্ষমতা না থাকায় তারা অনেক সময় ঔষধ ব্যবহারে বঞ্চিত হয়।

সুপারিশ :

থানা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের মধ্যে সহযোগিতা, কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহ কৃষি উন্নয়নে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে।

গ্রুপ-তিন

নোয়াখালী, কুমিল্লা ও সিলেট জেলার থানা সেচ কর্মসূচীর উপর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (কৃষি সম্প্রসারণ, সেবা ও সরবরাহ ইত্যাদি)।

পরিকল্পনা :

নীতিগতভাবে যে কোন প্রকল্প গ্রহণ করার পর নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর দৃষ্টি রেখে অনুমোদন করা উচিত। যথা :—

ক) প্রকল্পের গুণাগুণ বিচার ;

খ) সম্ভাব্যতা যথাযথভাবে যাচাই ;

গ) যথাসময়ে প্রকল্প তৈরী ও পেশ করা।

প্রথমতঃ থানা সেচ টিম কোন প্রকল্প অনুমোদনকালে খুব কমই আলোচনায় মিলিত হয়। বিশেষ করে মাটি কাটার কাজের সঙ্গে জড়িত প্রকল্পগুলো অনুমোদনের সময় থানা সেচ টিমের অন্যান্য সদস্য যেমন, থানা সেচ কর্মকর্তা, থানা কৃষি কর্মকর্তা ও থানা সমবায় কর্মকর্তা-এদের মতামত যাচাই করার জন্য কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় না। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) নিজেই এসব প্রকল্প অনুমোদন করেন এবং তার অধীনস্থ কর্মচারী ছাড়া তদারকী কাজ সম্পন্ন করেন। এসব প্রকল্প অনুমোদনের সময় প্রকল্পের গুণাগুণ আদৌ বিবেচনা করা হয় না বরং প্রত্যেক ইউনিয়নই যাতে একাজে অংশ লাভ করে সেদিকে বেশী নজর দেয়া হয়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় খুব কম জমিই সেচের আওতায় আসে। বর্ষাকালে যখন সেচের জমিগুলো পানির নীচে থাকে তখনই সাধারণতঃ থানা সেচ প্রকল্পগুলোর নাম পেশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানদেরকে জানানো হয়। অনেক সময় থানা অনুমোদন কর্তৃপক্ষ সভায় বসেই চেয়ারম্যানদের নিকট থেকে প্রকল্পগুলোর প্রস্তাব সংগ্রহ করে। সুতরাং প্রয়োজনবোধ করলেও এ সমস্ত প্রকল্পের গুণাগুণ যাচাই করা সম্ভব হয় না।

বাস্তবায়ন :

জেলা অনুমোদন কর্তৃপক্ষ চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর সেচ প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়। কিন্তু সময়মত তহবিল সংস্থানের জন্য কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনেক সময় কাজ শেষ হওয়ার

(মাটির কাজ) আগেই বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং ঐ সমস্ত অর্ধসমাপ্ত কাজ বৃষ্টিপাতের ফলে নষ্ট হয়ে যায়। কখনও কখনও ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইনগত বিপত্তির ফলে কাজ মাঝ পথে বন্ধ হয়ে থাকে। সেচের বেলায় ত্রুটিযুক্ত পাম্প কৃষকদের নিকট সরবরাহ করা হয়। এ সমস্ত পাম্পে প্রায়ই যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা যায়। বিকল হওয়া যন্ত্রাংশের জন্য অনেক ক্ষেত্রে কৃষকদের নিকট থেকে অত্যাধিক মূল্যও আদায় করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তিচালিত পাম্প পানি সেচের পরিবর্তে মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়।

সেচ গ্রুপগুলো নিজ সদস্যদের নিয়ে নিয়মমত সভা অনুষ্ঠান না করে শুধুমাত্র কাগজপত্র রেখেই কাজ চালাতে দেখা যায়। নির্দ্ধারিত সময়ে পাম্প ফেরৎ না দেয়ায় বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

যেহেতু প্রতিটি সেচ প্রকল্পের সঙ্গে পানির উৎস, পাম্প স্থাপন করার জায়গা ইত্যাদির ম্যাপ থাকেনা, সেহেতু অধিক সংখ্যক পাম্প একই স্থানে স্থাপনের অনুমোদন করায় পানির প্রকট অভাব দেখা যায়।

সাফল্য :

ক) এই ব্যবস্থায় ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ) যৌথ প্রচেষ্টায় এই স্কীম চালু করার ফলে দেশব্যাপী সমবায় আন্দোলন জোরদার হয়েছে।

ত্রুটি :

১। যে জমির উপর বাঁধ নির্মাণ কিংবা খাল খনন করা হয় তা অধিগ্রহণ করা অথবা স্বেচ্ছায় দান করার কোন ব্যবস্থা নেই।

২। যে সমস্ত খাল খনন বা পুনঃখনন করা হয় তার অনেকগুলোতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের কোন ব্যবস্থা নেই। এ সমস্ত খাল শুধুমাত্র পানি নিষ্কাশনের কাজেই ব্যবহৃত হতে পারে। বাঁধ নির্মাণের কাজ যথোপযুক্ত মজবুত না হওয়ায় দু'এক বছরের মধ্যেই এসব বাঁধ ভূমি ধ্বস বা ভূমিক্ষয়জনিত কারণে নষ্ট হয়ে যায়। বেড়ীবাঁধে স্লুইস গেটের কোন ব্যবস্থা নেই।

৩। কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তিচালিত পাম্পের জন্য নির্ধারিত জমিগুলো ভালভাবে জরিপ না করেই পাম্প সরবরাহ করা হয় এবং স্কীমগুলো বর্ষাকালে অনুমোদন করা হয় যখন জমি পানির নীচে থাকে।

৪। কোন কোন ক্ষেত্রে বেনামী ব্যবস্থায় সেচ গ্রুপ গঠিত হয়ে পাম্প গ্রহণ করে। ক্ষুদ্র কৃষকদের এই কর্মসূচীর প্রতি হতাশা ও অনীহা লক্ষ্য করা গেছে।

৫। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দু'একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির স্বার্থে ও চাপে স্কীম অনুমোদিত হতে দেখা যায়।

৬। কৃষি উপকরণ বিতরণকারী বিভাগ ও সংস্থা সমূহে সংযোগ ও সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তারা একে অপরকে দোষারূপ করেই দায়িত্ব পালন শেষ করছে। তাই কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল সরকারী আধা সরকারী বিভাগের কেন্দ্রীভূত প্রশাসন প্রয়োজন। কোন কোন স্থানে সরকারী কর্মকর্তাদের (কৃষি বিভাগীয়) অত্যন্ত অনিয়মিত উপস্থিতির কারণে কৃষকরা অসুবিধা ভোগ করে।

৭। কৃষি সম্পর্কিত সকল বিভাগ সমূহের পুনর্গঠন প্রয়োজন। সমস্ত মেরামতী, জ্বালানী এবং পাম্প চালক ও মেকানিকদের ব্যয়ভার সরকারের বহন করা উচিত। কৃষকেরা নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে যথাসময়ে নিয়মত পাম্প ব্যবহারের সুবিধা পেতে চায়।

৮। ভূমি সংস্কার অত্যাবশ্যক—অন্যথায় ধনী কৃষকরাই শুধুমাত্র (সংখ্যায় যারা অত্যন্ত কম) উপকৃত হবে। সার ও কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব বিশেষ করে সিলেট জেলার কোন কোন স্থানে রাসায়নিক সার সম্বন্ধে ভুল ধারণা কৃষি সম্প্রসারণ কাজ বিঘ্নিত করছে। থানা সেচ কর্মসূচীর প্রশিক্ষণ কোর্স সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে পাম্পের ব্যবহার, পরিমিত সার ও কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া উচিত।

৯। পানি সংরক্ষণের জন্য সিলেট জেলার হাওর সমূহের মুখে প্রতি বছর বাঁধ দেয়া হয় এবং বন্যার পানি নিষ্কাশনের জন্য সেই বাঁধ আবার প্রতি বছর কেটেও দেয়া হয়। এজন্য প্রতি বছর সরকারী টাকা যথেষ্ট ব্যয় করতে হয়। তাই এ সমস্ত স্থানে স্থায়ী কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিশেষ দরকার।

সুপারিশ :

১। প্রকল্পগুলো যাতে সরাসরিভাবে কৃষকদের নিকট থেকে আসতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া উচিত।

২। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রকল্প পেশ করার পর যথাযথভাবে সেগুলোর গুণাগুণ যাচাই করে দেখার ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এছাড়া যদি কোন প্রকল্পের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনুমোদনের পরও সন্দেহ দেখা দেয় তা'হলে থানা অনুমোদন কর্তৃপক্ষের সেটা বাতিল বা স্থান পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকা উচিত।

৩। ফসল পাকার পর সরেজমিনে তদন্ত করে লক্ষ্যমাত্রা কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করে দেখার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এটা অত্যন্ত জরুরী এ জন্য যে, জাতীয় অর্থ ও সম্পদের ব্যবহার কতটুকু হচ্ছে তা জানা সম্ভবপর হবে।

৪। পাম্প শুধুমাত্র ভাড়া নিয়ে কৃষকদের মধ্যে প্রকল্পের ভিত্তিতে বিতরণ করা উচিত। পাম্পের মেরামত, চালনা, জ্বালানী ইত্যাদির ব্যবস্থা কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের দায়িত্বে থাকা উচিত।

গ্রুপ-চার

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার থানা সেচ কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে প্রতিবেদন।

১। এই অঞ্চলের বিভিন্ন সেচ প্রকল্পগুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য ব্যয়িত অর্থ ক্ষুদ্র প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ অপেক্ষা কম। এই ধরনের অসঙ্গত বৈষম্য প্রনিধানযোগ্যএবং কর্তৃপক্ষের এই ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

২। সেচ প্রকল্পের অধীনে নালা বা ড্রেন খনন করার সময় প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকল্পটির আপাততঃ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায় কিন্তু প্রকল্পের গভীরতা এবং স্থায়ীত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় না। খননকৃত মাটি প্রায় ক্ষেত্রেই নালা বা ড্রেনের পার্শ্বেই স্তুপিকৃত করে রাখা হয়। অনিবার্য্য ফলশ্রুতিস্বরূপ ঐ মাটি পুনরায় খালের তলদেশে জমা হয়ে খালের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে। এইরূপ খননলব্ধ মাটি রাস্তা নির্মাণ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাজে লাগান যেতে পারে।

৩। প্রকল্প প্রণয়নের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের জন্য যে দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হয় এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ বিলম্বিত হয়। সমুদ্র উপকুল এলাকায় এই ধরনের বিলম্বের ফলে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতির কারণ ঘটে। কারণ ঐ অঞ্চলে চৈত্র মাসের অব্যবহিত পরেই লোনা পানির জন্য প্রকল্প খননের কাজ বিঘ্নিত হয়। বহু ক্ষেত্রে অবশ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার ফলেও এইরূপ অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

৪। মাটির প্রকল্পগুলো স্বাভাবিক কারণেই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সুতরাং মাটির কাজের সঙ্গে সঙ্গে পাকা ড্রেন, স্লুইস গেইট, ক্রস ড্যাম প্রভৃতি নির্মাণের দিকেও দৃষ্টি দেয়া দরকার।

৫। প্রতি একর জমির সেচ ব্যয় বাবদ স্কীম ম্যানেজারগণ কৃষকদের নিকট থেকে বহু ক্ষেত্রেই নির্ধারিত হারের অনেক বেশী অর্থ আদায় করে থাকেন, ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকগণের এই প্রকল্পের প্রতি অশ্রদ্ধাভাবও বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্কীম ম্যানেজারগণের এইরূপ হীনমন্যতার জন্য বহু ক্ষেত্রে প্রকল্পের সাফল্য বিঘ্নিত হচ্ছে।

৬। শক্তিচালিত পাম্পের খুচরা যন্ত্রাংশ সঠিক সময়ে সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা বিশেষ প্রয়োজন। অন্যথায় বহু ক্ষেত্রেই পাম্পগুলো দীর্ঘদিন অকেজো হয়ে পড়ে থাকায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

৭। শক্তিচালিত পাম্পের পূর্ণ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় না। পাম্পগুলোর কর্মক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর প্রতিশেধক ব্যবস্থাস্বরূপ ক্ষেত্র বিশেষে ছোট পাম্পের প্রচলন এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধি ঘটান যেতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাতেই এই সমস্যা সর্বাধিক প্রকট।

৮। যে ক্ষেত্রে কৃষি সমবায় সমিতির অস্তিত্ব বর্তমান সে স্থলে ঐ সমিতির মাধ্যমেই পাম্পগুলো বিতরন করা বাঞ্চনীয় এবং ঐ সমিতির সদস্যগণের মধ্য থেকেই স্কীম ম্যানেজার নির্বাচন করলে সমবায়ের প্রতি তথা সেচ প্রকল্পের প্রতি কৃষকগণের আগ্রহ সঙ্গত কারণেই বৃদ্ধি পাবে।

৯। আলোচ্য জেলা সমূহে যে সকল স্থানে একত্রে অধিক পরিমাণ জমির অস্তিত্ব বর্তমান সে ক্ষেত্রে গভীর নলকূপ প্রকল্প চালু করলে বিশেষ সুফল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

গ্রুপ-এক

রংপুর, দিনাজপুর ও পাবনা জেলার সমবায় (আই, আর, ডি, পি/টি, সি, সি, এ ও বহুমুখী) কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।

উদ্দেশ্য :

একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনকল্পে যে সংগঠন করা হয় তাকেই সমবায় বলা হয়।

পরিকল্পনা :

প্রাথমিকভাবে ইউনিয়ন পর্য্যায়ে বহুমুখী সমবায় সমিতি এবং গ্রাম ভিত্তিতে কৃষি সমবায় সমিতি গঠিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে এই সমবায়কে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য "সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী" (আই, আর, ডি, পি) নামে একটি বহুমুখী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্ম হয়। সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করাই এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। বর্তমানে আই, আর, ডি, পি'র কার্য্যক্রম মূলত: কৃষির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বাস্তবায়ন :

প্রাথমিক সমিতি অর্থাৎ কৃষি সমবায় সমিতিগুলো কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ কর্জ নিয়ে থাকে এবং সমবায় সদস্যদের মধ্যে তা বন্টন করে। কেন্দ্রীয় সমিতিগুলো তিনটি স্তরে বিভক্ত যথা : (ক) ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি ও কৃষি সমবায় সমিতি বা প্রাথমিক সমবায় সমিতি, (খ) মাধ্যমিক সমবায় সমিতি তথা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং (গ) জাতীয় সমবায় ব্যাঙ্ক।

আই, আর, ডি, পি'র বাস্তবায়ন :

এই প্রতিষ্ঠানের জন্মের পর এটি দুই পর্য্যায়ে কাজ করছে। প্রাথমিক সমিতিগুলো গ্রাম ভিত্তিক এবং থানা পর্য্যায়ে এগুলোর ফেডারেশন হিসাবে টি, সি, সি, এ কাজ করেছে। টি, সি, সি, এ সরাসরি সোনালী ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে প্রাথমিক সমিতিগুলোকে কর্জ দিয়ে থাকে।

সাফল্য :

ক। সমবায় সমিতি উহার যৌথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন, বন্টন ও বাজারজাতকরনের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

খ। সমবায় সমিতি গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে নেতৃত্ব ও ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলে।

গ। সমবায় সমিতি স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে যৌথ পুঁজি গঠনে এবং আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নে সাহায্য করে থাকে।

ঘ। প্রাথমিক সমবায় সমিতির ম্যানেজার ও আদর্শ কৃষকগণ প্রতি সপ্তাহে থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রে এবং টি, সি, সি, এ অঙ্গনে সমবেত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

সমস্যা :

ক। কৃষি সমবায় সমিতিগুলো তাদের নিজস্ব দায়িত্ব পালন করছে না। ঋণ পরিশোধের পরিবর্তে ঋণ গ্রহণে যেহেতু বেশী আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় সেজন্য কৃষকদেরকে উপযুক্ত সময়ে ঋণ পরিশোধের তাগাদা দিতে হবে। উপর্যুপরি ঋণ পরিশোধের তাগাদা না দেয়ায় তারা নতুন ঋণ গ্রহণ করে পূর্বের ঋণের কথা ভুলে যায়।

খ। পুরাতন সমিতিগুলো শুধু ঋণ দেয়ার ভূমিকাই পালন করছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে সমবায়ের সত্যিকার উদ্দেশ্যকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে।

গ। সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী ও পুরাতন সমবায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমবায়কে দিন দিন অপ্রিয় করে তুলছে। অতএব, এ দু'টিকে একত্রীকরণ করে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত।

ঘ। সমবায়ের হিসাব-নিকাশ যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হয় না।

ঙ। থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির বাস্তব কোন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নেই।

চ। ভূমিহীন কৃষকদেরকে কর্জ দেয়ার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা বা নীতিমালা নেই।

গ্রুপ-দুই

বরিশাল জেলার সমবায় (আই, আর, ডি, পি,টি, সি, সি, এ ও বহুমুখী) কার্য্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।

(ক) বহুমুখী সমবায় সমিতি।

উদ্দেশ্য ঃ

১। সমস্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন।

২। সমিতিতে নিজস্ব মূলধন গড়ে তোলা।

৩। স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করে উন্নয়নমুলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

কার্য্যাবলী :

পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সমিতির চেয়ারম্যান ও ম্যানেজার সদস্যদের পক্ষ থেকে থানা সমবায় কর্মকর্তার মাধ্যমে সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করে বিভিন্ন উৎপাদমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন।

সাফল্য ঃ

মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী লোক এতে লাভবান হয়েছে। সামগ্রিক জনগণ তথা গরীব কৃষকের আর্থিক কোন লাভ হয়নি।

সমস্যা :

১। এই সকল সমিতিতে সমস্বার্থ রক্ষা করা হয়নি।

২। ঋণের টাকার যথাযথ ব্যবহার হয় না এবং সমিতির সকল কার্য্যাবলী সুষ্ঠভাবে তদারকী করার ব্যবস্থা নেই।

৩। ঋণ গ্রহণে অনেক আনুষ্ঠানিকতা বর্তমান থাকায় সাধারণ লোকের ঋণ গ্রহণে অসুবিধা হয়।

৪। ভূমিহীনদের ঋণ দানের কোন ব্যবস্থা নেই।

৫। অনেক ক্ষেত্রে বেনামে বা ভূয়া সদস্যদের নামে ঋণ গ্রহণ করা হয়। ফলে সেগুলো অনাদায়ী থেকে যায়।

৬। ঋণের পরিমাণ অপর্য্যাপ্ত থাকায় উৎপাদনমুখী পরিকল্পনা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দেয়।

সমাধান :

ঋণ দানের পুর্বে এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পুর্ণ তদন্ত করতে হবে এবং উক্ত ঋণের যথাযথ ব্যবহার হয় কিনা তা' দেখতে হবে।

(খ) থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী।

উদ্দেশ্য :

১। দ্বি-স্তর বিশিষ্ট কুমিল্লা সমবায় সমিতি গড়ে তোলা।

২। পুরাতন সমবায় সমিতিগুলোকে পুর্ণগঠিত করে সমন্বিত করা।

৩। কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি :

১। প্রতি গ্রামে একটি করে কৃষি সমবায় সমিতি গড়ে তোলা।

২। কৃষি উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। সমিতির ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদিগকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও মূলধন গঠনে সহায়তা করা।

৪। থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি প্রাথমিক সমিতিগুলোর ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে।

৫। থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি দ্বি-মুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

সমস্যা :

১। সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীতে ভূমিহীনদের জন্য কোন স্থান বা ঋণের ব্যবস্থা নেই।

২। কৃষি সমবায় সমিতি ছাড়া এ যাবত অন্য কোন সমিতি গঠিত হয়নি।

৩। প্রশিক্ষণ এবং কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহের ব্যাপারে থানা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।

৪। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), প্রজেক্ট অফিসার ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যানদের মধ্যে মর্য্যাদা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের জন্য কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

৫। গণতান্ত্রিকীকরণের ফলে থানা কেন্দ্রীয় সমিতির ম্যানেজারগণ ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। প্রাথমিক সমিতিগুলোতে ক্ষুদ্র চাষীর পরিবর্তে বড় চাষীরাই নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

সমাধান :

(ক) উল্লেখিত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তদারকী ব্যবস্থা জোরদার করা দরকার।

(খ) থানা পর্য্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগীতা আরো জোরদার করা উচিত।

(গ) প্রজেক্ট অফিসার ও টি, সি, সি, এ'র চেয়ারম্যানদের মধ্যেকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও পদমর্যাদাগত প্রশ্নের আশু মীমাংসা হওয়া দরকার।

গ্রুপ-তিন

নোয়াখালী, কুমিল্লা ও সিলেট জেলার সমবায় (আই, আর, ডি, পি/ টি, সি, সি, এ ও বহুমুখী) কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, সাফল্য ও সমস্যা :

১। আই, আর, ডি, পি'র দায়িত্ব টি, সি, সি, এ-কে উন্নত করা। কিন্তু পুরোপুরিভাবে তা হচ্ছে না। সমবায় পদ্ধতির প্রসারের চেয়ে আই, আর, ডি, পি বর্তমানে ব্যবসা করার দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়েছে। থানা প্রকল্প অফিসার ও টি, সি, সি, এ'র মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছে। ফলে কাজের সমন্বয় বিঘ্নিত হচ্ছে।

২। একই ধরনের সমবায়ের কাজ দু'টি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা করা হচ্ছে। ফলে জনগণ সমবায়ের অর্থ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। থানা সমবায় অফিসার ও থানা প্রকল্প অফিসার অনেক ক্ষেত্রেই একে অপরের বিরুদ্ধে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। ফলে এই পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের জন্য সমবায়ের কাজে ব্যাঘাত ঘটছে।

৩। ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতিগুলো এখন স্তিমিত প্রায়, যদিও বহুদিন থেকে এগুলো দেশে সমবায় পদ্ধতি প্রসারে সহায়তা করে এসেছে। বর্তমানে এই সমবায় সমিতি-গুলোতে প্রচুর পরিমাণ বকেয়া ঋণ পড়ে আছে। এই ঋণগুলো ৫/১০ বছর আগে দেয়া হয়েছে। উক্ত ঋণ আদায়ের জন্য মহকুমা পর্য্যায়ে সমবায় অফিসারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার। তাছাড়া কৃষকরা যাতে সময়মত কর্জ পায় সেদিকেও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

৪। কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানার ১৫৬টি গ্রামে ৩৩০টি কৃষি সমবায় সমিতি রয়েছে। সমবায়ের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামে একটি করে কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করার কথা। বড় গ্রাম হলে দু'টো সমিতি গঠন করা যায়। কিন্তু এই থানায় দেখা যায়, প্রতিটি গ্রামেই প্রায় দু'টো করে সমিতি গঠিত হয়েছে।

৫। সিলেট জেলার আজমিরীগঞ্জ থানায় আলু ও গম চাষের জন্য আই, আর, ডি, পি থেকে কৃষি ঋণ দেয়া হয়েছে। অথচ এই থানায় কোন আলু ও গম চাষ করা হয়নি।

৬। টি, সি, সি, এ একটি বেসরকারী সমবায় সংস্থা, একে সাহায্য করে আই, আর, ডি, পি/ টি. সি, সি, এ যেহেতু বেসরকারী লোকদের নিয়ে গঠিত সেহেতু সরকারী কোন

সিদ্ধান্ত তারা না মানলে কিছু করার থাকেনা। অনেক থানাতে আই, আর, ডি, পি অফিস ষ্টাফের চেয়ে টি, সি, সি, এ'র ষ্টাফের সংখ্যা বেশী। অনেক ক্ষেত্রে এ দু'টো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতা লক্ষ্য করা গেছে।

৭। আদর্শ কৃষক ও ম্যানেজারদের প্রতি সপ্তাহে টি, টি, ডি, সি'তে যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, তা প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। তারা কেন্দ্রে এসে প্রশিক্ষণ ভাতা নিয়ে চলে যান অথচ কিছুই প্রশিক্ষণ নেন না। যারা প্রশিক্ষণ দেন তারা যদিও সবাই থানা পর্য্যায়ের অফিসার কিন্তু এদের প্রশিক্ষণের ভাষ্য ও পদ্ধতি মোটেই সন্তোষজনক নয়। ফলে অনেকেই প্রশিক্ষণে উৎসাহ পান না। প্রশিক্ষণ ক্লাসে উপস্থিতির হার খুবই নগন্য।

৮। পাওয়ার পাম্প ও ঋণ গ্রহণের জন্য রাতারাতি অনেকে কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করেন। অথচ এর উদ্দেশ্য কি শুধু তাই?

৯। গরীব কৃষকদের নিকট বকেয়া ঋণ আদায়ের ব্যাপারেই বেশী তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। অবস্থাপন্ন কৃষকদের ঋণ আদায়ে বেশী চাপ দেয়া হয় না। অথচ তাদের কাছেই বেশী টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে।

সুপারিশ:

১। আই, আর, ডি, পি এবং টি, সি, সি, এ'র মধ্যে ভাল সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার। প্রকল্প অফিসার এবং টি, সি, সি, এ'র চেয়ারম্যানদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

২। আই, আর, ডি, পি এবং সমবায় বিভাগকে একত্রিত করা আপাততঃ সম্ভব নয়। কারণ সমবায় বিভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে লাখ লাখ টাকা কর্জ নিয়ে বকেয়া ফেলে রেখেছে। এ অবস্থায় ঋণ আদায় না করে দু'টো সমবায়কে এক করা সম্ভব নয়। তবে ভবিষ্যতে এ দু'টো প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। যেসব থানায় আই, আর, ডি, পি রয়েছে সেখানে অন্য রকম সমবায় না থাকাই ভাল।

৩। টি, সি, সি, এ'র চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টরবৃন্দের অনেকেই সত্যকার অর্থে কৃষক প্রতিনিধি নয়। ফলে সাধারণ কৃষকদের কথা বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষক সমবায়ীদের দিকে তারা মোটেই সুদৃষ্টি রাখেন না। এছাড়া বোর্ড অব ডিরেক্টরস ও চেয়ারম্যান সবাই বেসরকারী ব্যক্তি হওয়ায় ঋণ আদায় ও সমন্বয়ের অসুবিধা হয়। এজন্য টি, সি, সি, এ'র ডিরেক্টর বোর্ডের কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক সদস্য সরকারী অফিসারদের মধ্যে থেকে নেয়া

উচিত। এতে করে কাজের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ফিরে আসতে পারে এবং সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দও কাজে উৎসাহ পাবেন।

৪। কৃষি ঋণ যেন শুধু কৃষি ফসল আবাদের জন্যই দেয়া হয় এবং তা যাতে ঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত।

৫। সমবায়ের নিয়ম-কানুন ঠিকমত যাতে মেনে চলা হয়, সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

৬। আদর্শ কৃষক ও ম্যানেজাররা যাতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কৃষকদের একটা নির্দিষ্ট কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া উচিত। কোর্সটি যাতে কৃষকরা এক নাগাড়ে শেষ করতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। থানা পর্য্যায়ের অফিসারদের ইউনিয়নে গিয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ক্লাশ নিয়ে আসলে ভাল হবে এবং তাতে উৎসাহ ও উপস্থিতির হার দু'টোই বৃদ্ধি পাবে।

৭। সমবায়ের সার্বিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভূমি সংস্কার একান্ত প্রয়োজন।

প্রকল্প বাস্তবায়ন :

১। সার্বিক পল্লী উন্নয়নের যে উদ্দেশ্য নিয়ে আই, আর, ডি, পি'র জন্ম তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। আই, আর, ডি, পি সমবায় বর্তমানে সার্বিক পল্লী উন্নয়নের চেয়ে ঋণ দেয়া এবং তা আদায় করা নিয়েই বেশী ব্যাপৃত। ঋণ নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে কৃষি সমবায় সমিতির কর্মকর্তারা কৃষি কাজে তা ব্যবহার না করে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা করে মুনাফা লুটছেন এবং ব্যবসায়ই এখন তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২। টি, সি, সি, এ এবং কৃষি সমবায় সমিতির সদস্য কৃষকদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হওয়ার কথা। কিন্তু আসলে তা হচ্ছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা এর কর্মকর্তা হচ্ছেন। ফলে সমিতির নামে ঋণ নিয়ে তা নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিতরণ করে তারা ব্যবসা করেন এবং তাই টাকা আদায় করার দিকে গুরুত্ব দেন না। চাঁদপুরে এ ধরনের প্রায় ৯ লাখ টাকার ঋণ বকেয়া পড়ে আছে।

৩। সমবায় বিভাগ এবং আই, আর, ডি, পি প্রদত্ত ঋণের সুদের পরিমাণ এক নয়। আই, আর, ডি, পি সুদের হার বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মহাজনদের কাছ থেকে কর্জ নেয়াই এখন অনেকে সুবিধা মনে করেন।

৪। গ্রাম্য হিসাব রক্ষক ও সহকারী পরিদর্শকদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল নয়। ফলে এই দু'জনের মধ্যে কাজের সমন্বয় ঘটে না।

সুপারিশ :

১। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আই, আর, ডি, পি'র জন্ম, তা যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া দরকার। নচেৎ আই, আর, ডি, পি ধীরে ধীরে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। ব্যবসায় এবং ঋণ দেয়া ও আদায়ের দিকে বেশী গুরুত্ব না দিয়ে সার্বিক পল্লী উন্নয়নের দিকে আই, আর, ডি, পি'র বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত। টি, সি, সি, এ এবং কৃষি সমবায় সমিতির সদস্যরা যাতে ব্যক্তিগত মুনাফা লুটতে না পারেন সেদিকেও দৃষ্টি দেয়া দরকার।

২। সত্যিকার কৃষক এবং মধ্যবিত্ত ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে থেকে যাতে সমবায় সমিতির কর্মকর্তা নির্বাচিত হতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। এ ব্যাপারে সরকারী নির্দেশ থাকা উচিত।

৩। আই, আর, ডি, পি প্রদত্ত ঋণের সুদের পরিমাণ কমানো দরকার। দীর্ঘমেয়াদী কিছু কিছু ঋণও চালু করা প্রয়োজন।

৪। গ্রাম্য হিসাব রক্ষক ও সহকারী পরিদর্শক এদু'টি পদকে একত্রিত করে একই ব্যক্তির উপর দায়িত্ব দিলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

সাফল্য :

এই তিন জেলায় সমবায় পদ্ধতি মোটেও উন্নত নয়। কৃষকদের খুব কম সংখ্যকই সমবায়ের সদস্য। আই, আর, ডি, পি সার্বিক পল্লী উন্নয়নে খুব একটা সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেনি। তবে কৃষি উন্নয়নে খানিকটা সাহায্য করেছে। কৃষকরা ঋণ পেয়ে অনেক সময় উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে পারছে। সমবায় বিভাগ বর্তমানে বকেয়া ঋণ আদায় করতেই বেশী সময় ব্যয় করছে। তারা পল্লী উন্নয়নের কাজে বেশী করে আগ্রহী হওয়া দরকার। ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র চাষীদের সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করার বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। গ্রাম এলাকায় সমবায় সদস্যদের সমন্বয়ে বেশ কিছু পুঁজি গঠন করা সম্ভব হয়েছে। গ্রামীন নেতৃত্বের সুষ্ঠু বিকাশ না হলেও সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম সমূহের অন্ততঃ সাধারণ গ্রামীন সংগঠন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। আই, আর, ডি, পি এবং বহুমুখী সমবায় কৃষকদের মধ্যে যে কৃষি ঋণ দেয়া হয় তাতে সমিতির সদস্য বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষকরা মহাজনদের শোষণ থেকে কিছুটা রেহাই পেয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয়ে যে সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে তাতে তারা নিজেদের অবস্থা ও অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়েছে, কিছুটা পুঁজি গঠন সম্ভব হয়েছে এবং তারা সংগঠিত হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ারও একটা সুযোগ পেয়েছে।

থানা পর্য্যায়ে সমবায়

সমস্যাবলী :

১। থানায় থানায় সমবায়ের কার্য্যকালাপ নৈরাশ্যব্যঞ্জক ।

২। প্রতি ইউনিয়নে সমবায়ের কর্মচারী নেই বললেই চলে ।

৩। থানা সমবায় অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাগজ-পত্রে সমবায়ের এমন সব কাজ প্রদর্শন করেন যার বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই ।

৪। অধিক ক্ষেত্রে সমবায় গঠনের পর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য সমবায় কর্মকর্তাকে টাকার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশেষ হারে সেলামী বা উৎকোচ দিতে হয়।

৫। বর্তমান সমবায় কার্য্যকলাপ জনসাধারণকে সমবায়মূখী করছেনা বরং সমবায়কে সরকারের কাছ থেকে টাকা গ্রহণ করার একটা বিশেষ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৬। সরকারী পর্য্যায়ে সমবায়কে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও কার্য্যতঃ থানা পর্য্যায়ে সমবায়কে একটা নগন্য বিভাগ হিসাবে গণ্য করা হয় ।

সুপারিশ :

১। গ্রাম পর্য্যায়ে সমবায় কার্য্যকলাপ বাধ্যতামূলকভাবে চালু করার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ।

২। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে সমবায় একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে প্রচলিত করার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৩। অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ উৎপাদনমূখী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রামীন সুষ্ঠু নেতৃত্ব ও সরকারী 'রেজিমেন্টেশনের' সার্থক সমন্বয়ের প্রয়োজন । এ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করতে হলে ও গ্রামে গ্রামে সংগঠনমুলক তৎপরতা সৃষ্টির জন্য সমবায়কে একটা উপযুক্ত ও অপরিহার্য্য মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন ।

গ্রুপ-চার

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সমবায় (আই, আর, ডি, পি/টি, সি, সি, এ ও বহুমুখী) কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।

(ক) থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি:

চট্টগ্রাম জেলার প্রায় সকল থানায় থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি রয়েছে অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন থানায় এর অস্তিত্ব নেই। চট্টগ্রাম জেলার প্রতিটি থানাতেই টি, সি, সি, এ এর কর্মপদ্ধতি এক রকম। রাঙ্গুনিয়া, রামু ও আনোয়ারা থানা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় পরিচালিত হয়। টি, সি, সি, এ কৃষি সমবায় সমিতিগুলোকে ঋণ দান করে এবং থানাতে সামগ্রিকভাবে সার সরবরাহ করে। এছাড়া টি, সি, সি, এ আদর্শ কৃষক ও ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীও পরিচালনা করে। আদর্শ ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ হলেও বাস্তবে টি, সি, সি, এ গুলো তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ,

১। কৃষি সমবায় সমিতিগুলো কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিগুলোর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজন-প্রীতির অভিযোগ আনছে ফলে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিতে সদস্য সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

২। প্রতিটি টি, সি, সি, এ তে অর্থের অপব্যবহার হচ্ছে এবং হিসাবপত্র সঠিকভাবে রাখা হচ্ছে না। বার্ষিক সাধারণ সভাগুলো প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হচ্ছেনা এবং কোন টি, সি, সি, এ পূর্ণাঙ্গ হিসাবপত্র দেখাতে পারেনি।

৩। টি, সি, সি, এ গুলোতে বার্ষিক অডিট সঠিকভাবে হচ্ছে না।

৪। প্রায় অধিকাংশ সমিতিই সার বন্টনের ব্যাপারে কারচুরি করছে এবং পূর্ণ মৌসুমে সার কৃষকদের মধ্যে বিতরণ না করে বাইরে বিক্রি করে দিচ্ছে।

৫। স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজনদের যে সমস্ত ঋণ দেয়া হচ্ছে তা যথাসময়ে আদায় করা হচ্ছে না।

৬। টি, সি, সি, এ তে কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রভাব বংশানুক্রমিকভাবে চলছে।

৭। কার্যকলাপে টি, সি, সি, এ বর্তমানে কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থ-প্রণোদিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে পড়েছে ফলে কৃষি সমবায় সমিতির সদস্যগণ নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করছেন।

৮। কেন্দ্রীয় সমিতিগুলো নিজস্ব মূলধন সৃষ্টির দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করায় এই সমিতি গুলোর ঋণের বোঝা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সার উত্তোলনের সময় সমিতিগুলো নানা প্রকার আর্থিক সঙ্কটের মুখে পতিত হচ্ছে। তবে টি, সি, সি, এ'র পক্ষ থেকে যে সমস্ত বক্তব্য রাখা হচ্ছে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রনিধানযোগ্য বক্তব্য হল, সার পরিবহনের ক্ষেত্রে স্বল্প পরিবহন ভাতা প্রদান। কৃষি বিভাগ টেণ্ডারের মাধ্যমে সার পরিবহনের জন্য মণ প্রতি ০.০১ টাকা হারে পরিবহন খরচ নির্দ্দিষ্ট করে দেয়াতে সার সময়মত উঠানো হয়না। এর ফলে ঠিকাদারগণ সার কালোবাজারে বিক্রয় করতে উৎসাহ পাচ্ছে।

(খ) সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীঃ

চট্টগ্রাম জেলার তিনটি থানায় এই কর্মসূচী চালু রয়েছে। যথা, রাঙ্গুনিয়া, আনোয়ারা ও রামু সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর কার্য্যকলাপ ভাল। তবে এইগুলো পরিচালনার মত যোগ্য ব্যক্তির অভাব রয়েছে। আরও অধিক যোগ্য লোক দ্বারা এইগুলি পরিচালনা করা উচিত। তাছাড়া এ সমস্ত সমিতির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত নিম্নমানের এবং কোন থানাতেই কর্মচারী-দের যথাযোগ্য আবাসস্থল নেই।

এই কর্মসূচীর আওতায় পরিচালিত টি, সি, সি, এ গুলো অধিক দক্ষতা ও সুষ্ঠুতার সাথে কাজ করছে।

(গ) বহুমুখী সমবায় সমিতিঃ

সব থানাতে বহুমুখী সমবায় সমিতি নেই তবে যে দু'একটি থানায় এইসব সমিতি আছে সেগুলোও বন্ধ। এর মূল কারণ হচ্ছে অযোগ্যতা, দুর্নীতি ও সততার অভাব।

গ্রুপ—এক

রংপুর, দিনাজপুর ও পাবনা জেলার স্ব-নির্ভর কর্মশিবির ও কর্মসূচী সম্পর্কে সমন্বিত প্রতিবেদন।

ভূমিকাঃ

রংপুর, দিনাজপুর এবং পাবনা জেলার বিভিন্ন থানায় প্রশিক্ষণরত ৭৫ জন কর্মপূর্ব শিক্ষানবীশ অফিসার বিভাগীয় জেলা এবং মহকুমা পর্য্যায়ের স্ব-নির্ভর কর্মশিবিরের এবং গ্রাম, ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ের স্ব-নির্ভর কমিটির বিভিন্ন সভায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও অনুসন্ধিৎসু মনোবৃত্তি নিয়ে পরীক্ষা মুলক কর্মসুচী স্ব-নির্ভর-এর ক্রিয়াকলাপ ও গণমনে এর প্রভাবকে পরিমাপ করার নিমিত্তে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা নিম্নে জেলা ভিত্তিক নিয়মে উপস্থাপিত করা হল।

বিভাগীয় স্ব-নির্ভর কর্ম শিবির রংপুর ঃ

সার্বিক আলোচনা ঃ রূপালী রংপুর কোতয়ালীর অধীনে তামপাট ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত আজিজউল্লা গ্রামে গত ১৫ই মার্চ থেকে ১৭ই মার্চ, ১৯৭৬ পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী এক বিভাগীয় স্ব-নির্ভর কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হয়। এর মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতার ডাকে সে এলাকার এবং বৃহত্তরভাবে সারা দেশের ছিন্নমূল মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তোলা যার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি হিসাবে স্ব-নির্ভর কর্মীরা আত্মবলে বলীয়ান হয়ে সুচিন্তিত প্রচেষ্টার ভিত্তিতে মাটি ও মানুষের মধ্যে একটা সফল সহযোগীতার সেতুবন্ধন রচনা করতে পারে। উক্ত স্ব-নির্ভর কর্মশিবিরটি আজিজউল্লা গ্রামের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গ্রামের স্বেচ্ছাসেবক দলের সুনিপুন প্রচেষ্টায় ধনী, গরীব, উঁচু, নীচু, শিক্ষিত, অশিক্ষিত ব্যক্তিদের এক সঙ্গে রাত্রিযাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করে অভ্যাগতদের জন্য নগদ মূল্যে সাধারণ খাবারের ব্যবস্থা করে। আজিজউল্লা গ্রাম স্ব-নির্ভর কমিটি চেয়ারম্যান এবং সে গ্রামের একজন প্রবীন কৃষক শাহ মুহম্মদ আবুবকর এই কর্মশিবিরের উদ্বোধন করেন।

উক্ত স্ব-নির্ভর কর্মশিবিরটি চলাকালে গ্রামবাসীরা অকপট চিত্তে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে উপস্থিত সরকারী কর্মচারীদেরকে নানাবিধ প্রশ্ন করেছেন—এমন কি কোন কোন বিষয়ে অভিযোগ করে প্রতিকারও চেয়েছেন। জেলার সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মচারীবৃন্দ গ্রাম-বাসীদের সমস্যা ও অভিযোগের প্রেক্ষিতে নিজেদের বক্তব্য রেখেছেন যার গতি প্রবাহ দেখে মনে হয়েছে যে, নিজেদের স্ব-নির্ভর করে গড়ে তোলার যথার্থ পথ এরা খুঁজতে শুরু করে দিয়েছেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয় সমূহ ও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ :

ক) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদপ্তরের উদ্যোগে এই স্ব-নির্ভর কর্ম শিবিরে একটি বন্ধ্যাকরন কেন্দ্র খোলা হয় এবং উক্ত শিবির চলাকালে সর্বমোট এই কেন্দ্রে ১৬টি অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে পাঁচটির উপরে ভেসেকটমী হয়েছে যার পরিণতি হিসেবে সে এলাকার জনগণ ভেসেকটমীর দিকে বা পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরও আকৃষ্ট হয়েছে।

খ) গ্রামের চাষীরা তাদের সমস্যা নিয়ে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সংঙ্গে সরাসরি আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে এবং সমস্যাবলীর ত্বরিত সমাধান পেয়ে ও সমাধানের আশ্বাস পেয়ে নবচেতনা লাভ করেছে।

গ) নিরক্ষরতা দূরীকরণ, উচ্চফলনশীল শস্যের আবাদ ও স্থানীয় সম্পদ দ্বারা প্রতিটি মানুষের মধ্যে স্ব-নির্ভর মনোভাব এনে প্রগতির পথ প্রশস্তকরণ, পরিবার পরিকল্পনার প্রতি সকল মানুষকে উৎসাহিত করা, সমবায় সমিতি গঠন, গ্রামের মজাপুকুরগুলো সংস্কার করে মাছের চাষ নিশ্চিতকরণ কর্মশিবির চলাকালে এগুলো বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে যা কৃষকদের মনে সুতীক্ষ্ণ দাগ কাটতে পেরেছে এবং কৃষকদের মধ্যে আশার ইংগিতসহ এক অনুকুল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে।

বিভাগীয় স্ব-নির্ভর কর্মশিবির, দিনাজপুর :

সার্বিক আলোচনা : দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বিরল থানার কাজীপাড়া গ্রামে গত ২০শে মার্চ ১৯৭৬ ইং পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী যে বিভাগীয় স্ব-নির্ভর কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হয় তাতে বিভাগীয় প্রতিনিধি সমেত জেলা ও থানা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী উপস্থিত থেকে কৃষকদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করে তাদের প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছেন।

দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে ছিল গভীর নলকূপ এলাকায় বীজতলা তৈরী, স্বাস্থ্য পরিদর্শকের নেতৃত্বে ব্যাপক টীকা ও ইনজেকশান প্রদান, পরিবার পরিকল্পনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, পুকুর পরিষ্কার ও মাছের পোনা ছাড়া, রাস্তা ঘাট মেরামত করা প্রভৃতি প্রকল্প বাস্তবায়ন। প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারী কর্মচারীবৃন্দ প্রত্যক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন যাতে কৃষকদেরকেও যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা গেছে এবং স্ব-নির্ভরতার তাৎপর্য মোটামুটি ভাবে উপলব্ধি করতে সকলেই সক্ষম হয়েছেন বলে মনে হয়েছে।

লক্ষ্যনীয় দিক ও উল্লেখযোগ্য বিষয় সমূহ ঃ

ক) এই কর্মশিবিরে অভ্যাগতরা কুপন ভিত্তিক সাধারণ খাবার খেয়েছিলেন।

খ) উক্ত স্ব-নির্ভর কর্মশিবিরে কোন বন্ধ্যাকরন কেন্দ্র না থাকায় প্রায় ১৬ জন ব্যক্তিকে বন্ধ্যাকরনে সম্মত করিয়েও তা করা সম্ভব হয়নি। ফলে পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে এই কর্মশিবির প্রত্যক্ষ অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

গ) ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য যৌথ খামার, হাঁস মুরগী প্রতিপালনের ব্যবস্থা, গ্রামের মজাপুকুরগুলোর সংস্কার সাধন করে মাছ চাষের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং গ্রাম বৈদ্যুতিকরনের মাধ্যমে উন্নতমানের চাষাবাদের ব্যবস্থা প্রভৃতি কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ঘ) যুবক ও মহিলাদের জন্য যে সমিতিগুলো রয়েছে এদের সভ্যদের কর্ম শিবিরে এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে দেখা গেছে যা অত্যন্ত আশাপ্রদ ও লক্ষ্যনীয় বিষয়।

বিভাগীয় স্ব-নির্ভর কর্মশিবির, পাবনা ঃ

সার্বিক আলোচনা ঃ

আত্মনির্ভর পাবনার ঈশ্বরদী থানার সরাইকান্দি গ্রামে গত ১১ই এপ্রিল, ১৯৭৬ ইং থেকে ১২ই এপ্রিল, ১৯৭৬ পর্যন্ত দুইদিন ব্যাপী যেই স্ব-নির্ভর কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হয় তার দৈনিক কার্যক্রম এবং বাস্তব কাজের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান থাকতে দেখা গেছে।

জেলা এবং থানা পর্যায়ের সকল সরকারী কর্মচারীবৃন্দ উক্ত কর্ম শিবিরে উপস্থিত হয়ে ছিলেন বটে, তবে তা অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য এবং পর্য্যায়ক্রমে। দিবসের কর্মসূচীর অন্তর্গত কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিন্তু তা সরকারী কর্মচারীদের অংশ গ্রহণ, আন্তরিকতা এবং কর্মপ্রচেষ্টায় নয় বরং কৃষকদের সক্রিয় এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা।

লক্ষ্যণীয় দিক ও উল্লেখযোগ্য বিষয় সমূহ ঃ

ক) অভ্যাগতদের খাবার ব্যবস্থা কুপন ভিত্তিক হওয়ার বিধান থাকা সত্বেও বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীগণ প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করে নিজ নিজ ব্যবস্থায় উন্নত মানের খাবার খেয়েছে। অথচ কর্মশিবিরে প্রস্তুত বহু খাদ্য সামগ্রী নষ্ট হয়েছে এবং যার পচনক্রিয়া শুরু হওয়ায় তা কতগুলো গৃহপালিত প্রাণীর আহারের সংস্থান হয়েছে।

খ) সরকারী কর্মচারীদের প্রায় সবাইকে যথেচ্ছভাবে গাড়ী ব্যবহার করতে দেখা গেছে যা স্ব-নির্ভর কর্মশিবিরের উদ্দেশ্য ও আদর্শকে বহুলাংশে ম্লান করে গণমনে এ কর্মসূচী সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

গ) যাদের জন্যে এই কর্মশিবির তাদের নয় বরং যাদের জন্য নয় তাদেরকেই সবচেয়ে বেশী উক্ত স্ব-নির্ভর কর্মশিবিরে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। এর কারণ সম্ভবত কর্মশিবির অনুষ্ঠানের পূর্বশর্ত সমূহ প্রতিপালনজনিত অভাব অথবা অনুষ্ঠানের চাকচিক্যতা দুই-ই হতে পারে।

ঘ) উক্ত স্ব-নির্ভর কর্মশিবিরের 'দৈনিক কার্যক্রম' এবং প্রকৃত কাজের মধ্যে যথেষ্ট বেমিল পরিলক্ষিত হয়েছে যার জন্যে গণমনে স্ব-নির্ভর কর্মসূচী সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রাম, ইউনিয়ন এবং থানা পর্য্যায়ের স্ব-নির্ভর কমিটির মিটিং প্রসংগে :

থানায় প্রশিক্ষণকালে বাস্তব অবিজ্ঞতার আলোকে লক্ষ্য করা গেছে, সরকারী কর্মচারী-গণ স্ব-নির্ভর কর্মসূচী বাস্তবায়নের অর্থ করেছেন শুধুমাত্র স্ব-নির্ভর কর্মশিবির অনুষ্ঠান করা কিন্তু কর্মশিবিরের আয়োজন করে স্ব-নির্ভরতার মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দিয়ে এই কর্মসূচীতে জনগণের আগ্রহ সৃষ্টির পথ খুলতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। কর্মশিবির অনুষ্ঠান না করেই কাজে হাত দিতে হবে বা কর্মশিবির অনুষ্ঠানেই যে স্ব-নির্ভর কর্মসূচীর পরম ও চরম স্বার্থকতা লুক্কায়িত, তা তারা হয় বুঝতে পারছেন না নচেৎ বুঝতে চাইছেন না। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে তথাকথিত জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর ন্যায় গতানুগতিক ভাবে স্ব-নির্ভর কমিটি রয়েছে কিন্তু কমিটির কার্য্যকারীতার চিহ্ন নেই। উন্নয়ন-মূলক কাজের জন্যে সরকারী বরাদ্দকৃত অর্থের অংক কষে সার্কেল অফিসারদের যে সময়টুকু অতিবাহিত হচ্ছে তার শতাংশের একাংশও যদি স্ব-নির্ভর কর্মসূচীর ব্যাখ্যা ও তার বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে কাটান হতো তবে এই বাস্তব ধর্মী জাতীয় কর্মসূচী আরও অনেক বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে পারতো।

স্ব-নির্ভর গ্রাম বলে চিহ্নিত গ্রামগুলোর স্ব-নির্ভর কমিটির দু'একটি মিটিং যাও হয়েছে তাতে গ্রামীন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি বরং গাল-গল্পের মাধ্যমেই তা ইউনিয়ন পরিষদের কক্ষে আবর্তিত হয়েছে। গ্রামীন সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য গ্রামেরই কোন এক ময়দানে আলোচনা সভার প্রস্তাব করলে সেখানে চেয়ার-টেবিল নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবেনা এই অজুহাত দেখিয়ে কর্মকর্তা বলে চিহ্নিত কতিপয় অপকর্মকর্তা তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

থানার বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তার অহমিকা সম্পন্ন আচার আচরণের জন্য বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কোন ব্যবস্থা নেই যার জন্যে স্ব-নির্ভরতা সমেত অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কার্য্যে আশানুরূপ ফল লাভ হচ্ছে না।

ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তারা স্ব-নির্ভর কর্মসূচীর বাস্তবায়নের চেয়ে থানা উন্নয়নকমিটিতে পাশ করানো স্কিমের কাজ করিয়েই বেশী আনন্দ পাচ্ছেন এবং সেই আনন্দের স্বাধ এতই বেশী যে, স্ব-নির্ভরতার কথা ভাবতেও তাদের সময় হয়না।

গ) যাদের জন্যে এই কর্মশিবির তাদের নয় বরং যাদের জন্য নয় তাদেরকেই সবচেয়ে বেশী উক্ত স্ব-নির্ভর কর্মশিবিরে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। এর কারণ সম্ভবত কর্মশিবির অনুষ্ঠানের পূর্বশর্ত সমূহ প্রতিপালনজনিত অভাব অথবা অনুষ্ঠানের চাকচিক্যতা দুই-ই হতে পারে।

ঘ) উক্ত স্ব-নির্ভর কর্মশিবিরের 'দৈনিক কার্যক্রম' এবং প্রকৃত কাজের মধ্যে যথেষ্ট বেমিল পরিলক্ষিত হয়েছে যার জন্যে গণমনে স্ব-নির্ভর কর্মসূচী সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রাম, ইউনিয়ন এবং থানা পর্যায়ের স্ব-নির্ভর কমিটির মিটিং প্রসংগে :

থানায় প্রশিক্ষণকালে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে লক্ষ্য করা গেছে, সরকারী কর্মচারী-গণ স্ব-নির্ভর কর্মসূচী বাস্তবায়নের অর্থ করেছেন শুধুমাত্র স্ব-নির্ভর কর্মশিবির অনুষ্ঠান করা কিন্তু কর্মশিবিরের আয়োজন করে স্ব-নির্ভরতার মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দিয়ে এই কর্মসূচীতে জনগণের আগ্রহ সৃষ্টির পথ খুলতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। কর্মশিবির অনুষ্ঠান না করেই কাজে হাত দিতে হবে বা কর্মশিবির অনুষ্ঠানেই যে স্ব-নির্ভর কর্মসূচীর পরম ও চরম স্বার্থকতা লুক্কায়িত, তা তারা হয় বুঝতে পারছেন না নচেৎ বুঝতে চাইছেন না। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে তথাকথিত জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর ন্যায় গতানুগতিক ভাবে স্ব-নির্ভর কমিটি রয়েছে কিন্তু কমিটির কার্য্যকারীতার চিহ্ন নেই। উন্নয়ন-মূলক কাজের জন্যে সরকারী বরাদ্দকৃত অর্থের অংক কষে সার্কেল অফিসারদের যে সময়টুকু অতিবাহিত হচ্ছে তার শতাংশের একাংশও যদি স্ব-নির্ভর কর্মসূচীর ব্যাখ্যা ও তার বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে কাটান হতো তবে এই বাস্তব ধর্মী জাতীয় কর্মসূচী আরও অনেক বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে পারতো।

স্ব-নির্ভর গ্রাম বলে চিহ্নিত গ্রামগুলোর স্ব-নির্ভর কমিটির দু'একটি মিটিং যাও হয়েছে তাতে গ্রামীন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি বরং গাল গল্পের মাধ্যমেই তা ইউনিয়ন পরিষদের কক্ষে আবর্তিত হয়েছে। গ্রামীন সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য গ্রামেরই কোন এক ময়দানে আলোচনা সভার প্রস্তাব করলে সেখানে চেয়ার-টেবিল নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবেনা এই অজুহাত দেখিয়ে কর্মকর্তা বলে চিহ্নিত কতিপয় অপকর্মকর্তা তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

থানার বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তার অহমিকা সম্পন্ন আচার আচরণের জন্য বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কোন ব্যবস্থা নেই যার জন্যে স্ব-নির্ভরতা সমেত অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কার্য্যে আশানুরূপ ফল লাভ হচ্ছে না।

ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তারা স্ব-নির্ভর কর্মসূচীর বাস্তবায়নের চেয়ে থানা উন্নয়নকমিটিতে পাশ করানো স্কিমের কাজ করিয়েই বেশী আনন্দ পাচ্ছেন এবং সেই আনন্দের স্বাধ এতই বেশী যে, স্ব-নির্ভরতার কথা ভাবতেও তাদের সময় হয়না।

গ্রুপ-দুই

বরিশাল জেলার স্বনির্ভর কর্মসূচী ও কর্মশিবির সম্পর্কে প্রতিবেদন।

পটভূমি :

দীর্ঘদিন যাবৎ এ দেশের জনসাধারণ ক্ষুধা ও দারিদ্রের শিকার হয়ে আসছে। আত্ম সচেনতা ও আত্ম-মর্যাদার ভাব জন মানসে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে স্বনির্ভর হওয়ার প্রচেষ্ঠা চলেছে। তন্মধ্যে ১৯৬১ সালে কুমিল্লায় সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী, ১৯৬৭ সালে রাংগুনিয়ায় "ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর" হাতে রূপান্তরের কর্মসূচী, ১৯৭৩ সালে রংপুরের বাতাসন দুর্গাপুরের স্বনির্ভর কর্মসূচী এবং ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রামে জেলা ভিত্তিক কর্মসূচী "সোনালী শ" উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৪ এর প্রলয়ংকরী বন্যার পর 'কুমিল্লা সবুজ' নামে যে বন্যা উত্তর পূর্ণগঠন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয় তার সাফল্যক্রমে এ কর্মসূচী সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকার এখানে জাতীয় পর্য্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

উদ্দেশ্য :

১) নিজস্ব সম্পদের সুষ্ঠু সদব্যবহার করে, পরমুখা পেক্ষী না হয়ে আত্মনির্ভর অর্থ-নীতি গড়ে তোলা।

২) পরিবারের আয় দিয়ে পরিবারের খরচ চালানোর ব্যবস্থা করা এবং ভিক্ষুকেরা হাতকে কর্মীর হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা।

৩) সর্বক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্য অর্জন করা।

নীতিমালা :

১) জাতীয় পর্য্যায় থেকে শুরু করে বিভাগীয়, জেলা, মহকুমা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্য্যায়ে স্বনির্ভর কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে স্বনির্ভর কর্মসূচীর উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা ও কর্ম, শিবির অনুষ্ঠান করা।

২) "একধাপ নীচে" নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কমিটির সংগে সংযোগ সাধন এবং নীচের স্তরের কাজের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর ব্যবস্থা করা।

৩) বিভাগীয়, জেলা ও মহকুমা পর্য্যায়ে স্বনির্ভর কর্মশিবির গঠন করে সরকারী কর্মকর্তা ও সাধারণ কৃষকদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও দূরত্বের ব্যবধান কমান।

সমস্যাবলী :

১। বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিশেষত: গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্য্যায়ে যে সকল স্বনির্ভর কমিটি গঠন

করা হয়েছে তাদের অনেক সদস্য নিজেরাই জানেন না যে, তারা উক্ত কমিটির সদস্য।

২। বিভিন্ন কমিটির নিয়মিত যে সকল সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা কোন কোন ক্ষেত্রে তা' আদৌ হয় না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অনিয়মিত হয়। সভায় খুব কম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকেন যা কিনা একর্মসূচীর প্রতি তাদের কম আগ্রহের পরিচয় বহন করে।

৩। বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তারা যে সমস্ত সাফল্যের প্রতিবেদন দেন তা' বাস্তবের সংগে অনেক ক্ষেত্রই মিল থাকে না।

৪। কর্মসূচী বাস্তবায়নে কোন সঠিক পথ নির্দেশ করা হয় না ফলে এর সাফল্য ব্যাহত হচ্ছে।

৫। কর্মশিবিরের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন না করে বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীরা তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মনোতুষ্টি বিধানে ব্যস্ত থাকেন।

৬। স্বনির্ভর কর্মশিবিরের জন্য কোন সরকারী অর্থ বরাদ্দ নেই, জনসাধারণও তেমন চাঁদা দেয় না অথচ বিপুল পরিমাণ অর্থ এ ব্যাপারে ব্যয় হতে দেখা যায়। তাই জনমনে জিজ্ঞাসা, এ অর্থ আসে কোথা থেকে?

৭। স্বনির্ভর কর্মশিবিরকে সরকারী কর্মকর্তাদের চিত্ত বিনোদনের একটি ব্যবস্থা বলে জন-সাধারণের ধারণা পাল্টাতে হলে সরকারী কর্মচারীদের প্রতি দিনের কাজ কর্মে জন-সাধারণের সংগে অধিকতর সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা দরকার।

সাফল্য :

একর্মসূচীর বহুলপ্রচারণার ফলে কৃষকদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন হয়ে আত্মসচেতনতা ও আত্ম-উপলব্ধির মনোভাব গড়ে উঠেছে এবং পূর্বের তুলনায় কর্মস্পৃহাও অনেক বেড়ে চলেছে।

গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা :

গ্রামের সীমিত সম্পদের সদব্যবহার ও স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে।

১। গ্রামের প্রতিটি পরিবার প্রধানদের নিয়ে একটি গ্রাম পরিষদ গঠন করে তার একটি কার্য-নির্বাহী কমিটি গঠন করা।

২। উক্ত পরিষদ গ্রামের কেন্দ্রীয় পরিষদ হিসেবে কাজ করবে এবং এর অধীনে বিভিন্ন কাজ যেমন: কৃষি, কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক পৃথক উপ-পরিষদ গঠন করে সেগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে।

৩। কেন্দ্রীয় পরিষদ থানা পর্য্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করবে এবং পরিষদের মাধ্যমে এগুলির সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৪। বিভিন্ন সমিতির ন্যায় কেন্দ্রীয় পরিষদের তহবিল গঠন করা হবে এবং সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় পরিষদ গ্রহণ করবে এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকবে উপ-পরিষদগুলির নিকট।

৫। প্রাথমিক পর্য্যায়ে একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী দ্বারা ও পরিষদের যাবতীয় সাংগঠনিক কাজ ও নীতিমালা প্রণয়ন করে পরিষদ গঠন এবং পরিষদ নির্বাহী সদসদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬। যাবতীয় হিসাব তদারক ও অডিটের জন্য কঠোর নিয়মাবলী বিধান রাখা দরকার।

গ্রুপ-তিন

কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেট জেলার স্ব-নির্ভর কর্মসূচী ও কার্য্যকলাপ সম্পর্কে প্রতিবেদন।

পরিকল্পনা :

স্ব-নির্ভর কর্মসূচীর পরিকল্পনা স্থানীয়ভাবে প্রণয়ন করার কথা। কিন্তু বিভিন্ন স্ব-নির্ভর ক্যাম্পের অভিজ্ঞতার আলোকে এটাই প্রতিয়মান হয়েছে যে, বেশীর ভাগ পরিকল্পনা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়। স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণীত হলে তার বাস্তবায়ন ফলপ্রসু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

স্থান নির্বাচন ঃ

স্থান নির্বাচন পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। স্থান নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে পরিকল্পনার ত্রুটি থাকে। যার ফলে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন ক্যাম্পের উল্লেখপূর্বক বলা যায়, স্থান নির্বাচনে স্ব-নির্ভরের জাতীয় নীতিমালা অনেকক্ষেত্রেই মানা হয়নি। গ্রামের লোকসংখ্যা, আয়তন, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্প আছে কিনা, স্থান নির্বাচনের আগে তা দেখা উচিত।

কিন্তু দেখা গেছে যে, স্থানীয় চেয়ারম্যানদের ইচ্ছানুযায়ীই বেশীর ভাগ ক্যাম্পের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য জাতীয় নীতিমালা মেনে ক্যাম্পের স্থান নির্ণীত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সিলেট জেলার কমলাগঞ্জ থানায় তিলকপুর গ্রামে চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্ব-নির্ভর ক্যাম্পের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

তহবিল গঠন :

স্ব-নির্ভর তথা ক্যাম্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন সূত্র থেকে তহবিল গঠন করা হয়। সাধারণতঃ ব্যবসায়ী, ধনবান ব্যক্তি, চেয়ারম্যান ও গ্রামের সাধারণ লোকদের থেকে চাঁদা আদায় করা হয়। জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের নিমিত্তে বেশ একটা মোটা অঙ্কের টাকা ব্যয় হয়ে থাকে। অনেক সময় গ্রামের কৃষকের উপর চাপ সৃষ্টি করেও টাকা আদায় করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নবীনগর থানার বাড়ীখোলা গ্রামে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পের কথা বলা যায়। চাঁদা অনাদায়ে কোন কোন কৃষকদের হালের গরু ও অন্যান্য আসবাবপত্র জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কর্মসূচী :

বিভিন্ন স্ব-নির্ভর ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে রাস্তাঘাট নির্মাণ, ধান রোপণ, কচুরী পানা পরিষ্কার, জঙ্গল পরিষ্কার, পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন উপকরনাদি সরবরাহ, গরু বাছুর ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান ও স্বাক্ষরতা অভিযান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাস্তবায়ন :

কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থার কর্মচারীবৃন্দ, স্থানীয় কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য জনগণ অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা থেকে এটাই প্রতিয়মান হয়েছে যে, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক না হলেও আশাব্যঞ্জক হয়নি। কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিমিত্তে গঠিত বিভিন্ন স্তরের কমিটির পর্য্যায়ক্রম সভা হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেছে যে, গ্রাম বা ইউনিয়ন পর্য্যায়ে উক্ত কমিটির তেমন কোন অস্তিত্ব নেই। থানা স্ব-নির্ভর কমিটির অস্তিত্ব থাকলেও এর তেমন কোন সভা হয়নি যেখানে কর্মসূচীর সফলতা ও বিফলতা আলোচিত হতে পারে।

কর্মসূচীর বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায় স্ব-নির্ভর ক্যাম্পের মধ্যেই। প্রায় প্রতিটি ক্যাম্পেই পরিবার পরিকল্পনার কাজ সন্তোষজনক ছিল এবং বেশীর ভাগ সক্ষম দম্পতির সাথে আলোচনা, মটিভেশন এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপকরণাদি সরবরাহ বেশ সন্তোষজনক ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থানার রামরাইল ইউনিয়নের বিজেশ্বর গ্রামে অনুষ্ঠিত স্ব-নির্ভর ক্যাম্পে ৪১০ জন সক্ষম দম্পতির মধ্যে ৩৮৫ জনকে মটিভেশন, ৫ জনকে ভেসেকটমী এবং ১৬ জনকে আই, ইউ, ডি করা হয়েছে। এ ছাড়া দুই দিনে ২১৬ জনকে কনডম এবং ২৪০ জনকে খাওয়ার বড়ি বিতরণ করা হয়েছে।

রাস্তাঘাট নির্মাণ, কচুরী পানা পরিষ্কার, জঙ্গল পরিষ্কার এবং অন্যান্য কর্মসূচীর প্রাথমিক কাজ ক্যাম্প অনুষ্ঠানের সময়ে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু তার অনুসরণ পুরোপুরি হয়নি।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জনগণকে ওয়াকেফহাল করা হয়েছে এবং সে উদ্দেশ্যে সিলেট জেলার তিলকপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে অভ্যাগতগণ ১৬টি পায়খানা তৈরী করেছেন।

প্রায় সকল ক্যাম্পেই চিত্তবিনোদনের নিমিত্তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল।

সমস্যা :

স্ব-নির্ভর কর্মসূচী প্রণয়ন তথা বাস্তবায়নে বহু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি সমস্যা উল্লেখ করা হল :—

১। স্ব-নির্ভর কর্মসূচী সম্বন্ধে জনগণের অধিকাংশই অজ্ঞ। স্ব-নির্ভর কি, এর উদ্দেশ্য কি, এর দ্বারা কি-ই বা কৃষকদের উপরকার হবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জনগণের নেই। কারো কারো ধারণা চেয়ারম্যানদের এটা একটা মেলা—কারো বা ধারণা এটা তাদের রাজনৈতিক প্রচারণা। এ সম্পর্কে সরাইল থানার বড়াইল কর্মশিবিরের কথা উল্লেখ করা যায়।

২। জনগণের একটি ভ্রান্ত ধারণা, সরকার বোধ হয় আদর্শ গ্রাম করবে এবং এ জন্য বহু টাকা পয়সা সাহায্য দিবে।

৩। পরিকল্পনা প্রণয়নে গ্রামবাসীর অনুভূত প্রয়োজন আদৌ বিবেচনা করা হয় না।

৪। গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্য্যায়ে স্ব-নির্ভর কমিটি না থাকায় থানার সাথে তাদের সমন্বয় হচ্ছে না।

৫। বিভাগীয় স্ব-নির্ভর ক্যাম্পে অধিকাংশ জেলা পর্য্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকেন না।

৬। বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীরা গাড়ী নিয়ে স্ব-নির্ভর ক্যাম্পে আসেন। ফলে বহু সরকারী অর্থের অপচয় হয়।

৭। স্ব-নির্ভর ক্যাম্পের কর্মসূচী আরম্ভ হয় সকাল ৮।৯ ঘটিকা থেকে। কিন্তু এ সময়ে সকল কৃষকই মাঠে থাকে। তাই তারা কর্ম শিবিরে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

৮। সর্বশেষে বলা যায়, আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে কর্ম শিবির অনুষ্ঠানের ফলে বহু টাকা পয়সার অপচয় হয়।

সম্ভাব্য সমাধান :

১। স্ব-নির্ভর ক্যাম্প অনুষ্ঠান বন্ধ করে, যে সমস্ত ক্যাম্প এ যাবৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সঠিক মূল্যায়ণ করা প্রয়োজন। মূল্যায়নের আলোকে পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত।

২। গ্রামীন কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রেণীর জনগণের মধ্যে স্ব-নির্ভরের উদ্দেশ্যবলী ও প্রয়োজনীয়তা ওয়াকিফহাল করা প্রয়োজন।

৩। স্থানীয় লোকজন যাতে নিজস্ব অনুভূত প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করতে পারে সে জন্য তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্বন্ধে থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

৪। স্ব-নির্ভর ক্যাম্প অনুষ্ঠানে অহেতুক আড়ম্বর বর্জন করে মিতব্যয়ী হওয়া উচিত।

৫। ভুমিহীন চাষী ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা দরকার। এ উদ্দেশ্যে সার্বিক গ্রামীন জরিপ কাজে হাত দেয়া যেতে পারে।

গ্রুপ-চার

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার স্ব-নির্ভর কর্মসূচী ও কার্য্যকলাপ সম্পর্কে প্রতিবেদন।

স্ব-নির্ভরতা একটি সুন্দর আদর্শ কিন্তু ভুল প্রয়োগের ফলে এই আদর্শ আজ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে যাচ্ছে। পটিয়া, মীরেরশ্বরাই, রাঙ্গামাটি, ফটিকছড়ি, বাঁশখালী ইত্যাদি ৪/৫ টি থানায় যে কয়টি স্ব-নির্ভর কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার প্রায়টিতে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয়নি। পটিয়াতে কৃষি দপ্তরের বিশেষ সচিব উপস্থিত ছিলেন বিধায় সেখানে সামান্য কাজ হয়েছে। তবে সেখানে প্রতিটি কাজের পেছনে স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রেরণার অভাব ছিল। বাঁশখালীতে প্রশিক্ষার্থী অফিসার নিজের উদ্যোগে স্ব-নির্ভর কর্মসূচী গ্রহণ করেন কিন্তু সেখানেও বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী ও জনসাধারনের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার মনোভাব খুবই কম ছিল। অন্যান্য থানায় যে সমস্ত স্ব-নির্ভর কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার অধিকাংশই ব্যর্থ হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত সমস্যাসমূহ চোখে পড়ছে তা নিম্নরূপ :—

১। কেউই বুঝতে পারছে না যে, স্ব-নির্ভর কর্মসূচী কি একটি বিপ্লব না প্রকল্প? এই কর্মসূচীর কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকায় এর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ অনেকক্ষেত্রেই অসম্ভব হতে চলেছে।

২। অংশগ্রহণকারী প্রায় সরকারী কর্মচারীগণই এটাকে একটি সরকারী আদেশ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং গ্রামবাসীগণও এটাকে উচ্চপদস্ত সরকারী কর্মচারীদের একটি 'পিকনিক' হিসেবে মনে করছে। ফলে এই কর্মসূচীর প্রতি সদিচ্ছা ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

৩। প্রায় সকল কর্মশিবিরেই কর্মসূচী মোতাবেক কাজ হয়নি।

৪। জনগণের মনে যেমন স্ব-নির্ভর কথাটা আজ বেশ সন্দেহ ও আশাভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারী কর্মচারীরাও তেমনি এটাকে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

৫। স্ব-নির্ভরতা আজ যে পথে পরিচালিত হচ্ছে সে কর্মপদ্ধতি পরিচালনার জন্য উচ্চপদস্থ থেকে নিম্নশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের টানাটানি না করে, সরকারী কাগজের অপব্যবহার এবং গ্যালন গ্যালন পেট্রোল নষ্ট না করে থানা পর্য্যায়ে সার্কেল অফিসারের (উন্নয়ন) মাধ্যমেও এটা করা সম্ভব।

৬। স্ব-নির্ভরতার পুরাতন রূপ 'সবুজ বিপ্লব' উন্নয়নের এক দশক আজও জনচেতনা থেকে মুছে যায়নি। ফলে এই কর্মসূচী সম্পর্কে জনগণ এখনও খুব আশাব্যঞ্জক নয়। জনগণকে এটা পাকিস্তান আমলের মৌলিক গণতন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

৭। প্রায় সকল কর্ম শিবিরেই লক্ষ্য করা গেছে যে, খাওয়া-দাওয়াটাই ছিল শিবিরের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই ব্যাপারে গ্রামের বিত্তবান ব্যক্তিগণ এবং চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের পকেট থেকেই টাকা দেয়া হয়েছে। গ্রামবাসীগণ স্ব-নির্ভর কাজের জন্য কোন চাঁদা দিতে আগ্রহী নয়।

৮। লক্ষ্য করা গেছে যে, সরকারী কর্মচারীগণ এবং জনসাধারণ—উভয়েই স্ব-নির্ভরতাকে একটি ব্যক্তি-কেন্দ্রীয় বা ব্যক্তি-আশ্রিত কর্মসূচী বলে মনে করেন।

এ কর্মসূচীর সার্থক বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :—

১। প্রতি বৎসর সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যে টাকা প্রদান করেন সে টাকা অত্যন্ত অল্প। বিভিন্ন ইউনিয়নে ঐ টাকা বিতরণ করার ফলে ইউনিয়নগুলো টাকার সদ্ব্যবহার করতে পারেনা। কিন্তু পক্ষান্তরে যদি প্রতি বৎসর প্রতি থানায় একটি করে স্ব-নির্ভর গ্রাম বাছাই করে সরকারী বরদ্দকৃত টাকা উক্ত গ্রাম উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যায়, তবে এই টাকার আরো অধিক সদ্ব্যবহার এবং গ্রামগুলোকে স্ব-নির্ভর করা সম্ভব হবে। এই ব্যাপারে সার্কেল অফিসারদের (উন্নয়ন) পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে এবং এ জন্য স্ব-নির্ভর কর্মসূচীর ন্যায় এত ব্যাপক প্রচারেরও প্রয়োজন নেই।

২। প্রতিটি গ্রামবাসী বীজ, সার, সেচ ইত্যাদির সহজ লভ্যতা প্রত্যাশা করে। স্ব-নির্ভরতার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এগুলোর আরো ব্যাপক সরবরাহ এবং চাষীদের কাছে সহজে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষকগণ বীজ, সার, সেচ ইত্যাদির ব্যবহার করতে চায়না। তাদের মনে তাই এ সম্পর্কে অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য উক্ত জেলায় আরো অধিক প্রচারাভিযান চালানো উচিত।

গ্রুপ—এক

রংপুর, দিনাজপুর ও পাবনা জেলার পরিবার পরিকল্পনা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদন।

উদ্দেশ্য :

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ও বিস্ফোরনমুখী জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করাই বর্তমান সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। কৃষি উন্নতির সঙ্গে সমতা রেখে কিভাবে জন্ম-শাসন বৈজ্ঞানিক উপায়ে করা সম্ভব সেটাই পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এতদউদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এর প্রচার চলছে।

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন :

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সরকারী পর্য্যায়ে নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এর মধ্যে চলচ্চিত্র, বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রচার, সঙ্গীত ইত্যাদিকে জোরদার করা হয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে সরকার থেকেই এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনাকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে থানা থেকে জেলা পর্য্যন্ত এই বিভাগে সরকারী কর্মচারী কার্য্যরত আছেন। কোন কোন জায়গায় পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক আছে। একথা অনস্বীকার্য্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন। অর্থাৎ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত যা ছিল বিজ্ঞাপনমাত্র বর্তমানে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব অনুধাবন করা হচ্ছে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই এর প্রতি আগ্রহী হয়েছেন।

সাফল্য :

পরিবার পরিকল্পনার সাফল্য ইদানীংকালে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর মধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকার থেকে জন্ম-নিরোধক যে সব বড়ি ও কনডম দেয়া হচ্ছে সেগুলোর প্রতি সবাই আগ্রহী হয়েছেন। অনেকক্ষেত্রে ভ্যাসেকটমী, লাইগেশান ইত্যাদির জন্য অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসছেন। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণের জন্য গ্রামের অশিক্ষিত জনগণও এখন জড়তামুক্ত হয়েছেন।

সমস্যাবলী :

ক। শিক্ষিতা মহিলা কর্মীর অভাব জন্ম-শাসনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে।

খ। গ্রাম্য সংগঠক/সংগঠিকাদের নিয়মিত বেতনের ব্যবস্থা না থাকায় কর্মীরা কাজে অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন না।

গ। মহিলা ডাক্তার না থাকায় বন্ধ্যাকরণে ইচ্ছুকদের বন্ধ্যাকরণ করা সম্ভব হচ্ছে না

ঘ। শল্যজনিত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের অভাবে পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

ঙ। ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়া বড়ি বা অন্যান্য ঔষধপত্র গ্রহণের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার ফলে অনেকে এর প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন না। প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাবে কর্মীরা গ্রামের প্রত্যান্তরে পরিবার পরিকল্পনার প্রচার সত্যিকার অর্থে পৌঁছাতে পারছেন না।

পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ

থানাতে যে পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো আছে সেখানে প্রতিদিন অসংখ্য আবাল বৃদ্ধ-বনিতা চিকিৎসার্থে এসে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, প্রায় প্রতিটি পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের অভাবে রোগীরা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। তথ্য নিয়ে জানা গেছে যে, সরকার কিংবা বিদেশী কোন সাহায্য সংস্থা থেকে এ সব কেন্দ্রের জন্য যে সব ঔষধ দেয়া হয় তার সিংহভাগই চলে যায় কালোবাজারে। এ ছাড়া অনেক হাসপাতালে যেখানে ডাক্তার নেই সেখানে কম্পাউণ্ডারই ভরসা। কোথাও বা নার্স নেই ইত্যাদি সমস্যা গ্রামের জনগণকে পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র সম্পর্কে আরো হতাশ করে তুলছে। বিশেষ করে মহিলা রোগীদের জন্য মহিলা ডাক্তার না থাকায় মহিলা রোগীণীরা প্রসবজনিত কিংবা মহিলা রোগের চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

স্যানিটেশন :

প্রতি থানাতে একজন করে থানা স্বাস্থ্য পরিদর্শক তথা জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রক্ষক আছেন। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রয়োগ প্রতিরোধ এবং সংক্রামক রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণই হচ্ছে তাদের প্রধান দায়িত্ব। বর্তমানে এ সমস্ত পরিদর্শকেরা থানা স্বাস্থ্য প্রশাসকের নিয়ন্ত্রনাধীনে কাজ করেন। তার অধীনে যে সমস্ত স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োজিত ছিলেন তারা বর্তমানে পরিবার কল্যাণ কর্মী হিসাবে থানা স্বাস্থ্য প্রশাসকের অধীনে অন্যান্য বিভাগে কার্য্যরত থাকায় পূর্বকার্য্য ব্যাহত হচ্ছে। নির্ধারিত কাগজপত্রের অভাবে ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় বর্তমানে জন্ম-মৃত্যুর কোন হিসাব রক্ষা করা হয়না। হাট-বাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য এবং ভেজাল খাদ্য পরিবেশনের জন্য কোনরূপ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না বা নিতে দেখা যায় না।

গ্রুপ-দুই

বরিশাল জেলার পরিবার পরিকল্পনা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদন।

পরিবার পরিকল্পনা :

উন্নয়নগামী দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি গুরুতর সমস্যা। বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে একজন সচিবের অধীনে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ সৃষ্টি করে ঐ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় রেখেছেন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও কল্যাণকামী পরিবার গড়ে তোলার জন্য বর্তমানে এক ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। দেশের ১৩০টি থানায় প্রতি ইউনিয়নে তিন জন করে মহিলা পরিবার কল্যাণ সহকারী ও একজন করে পুরুষ সহকারী নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া জনস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীরা সমন্বিতভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনটি বিভাগের কর্মকর্তারা একই কাজে নিয়োজিত থাকায় তারা নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারছেন না।

সমস্যা :

জনসাধারণের বেশীর ভাগ বর্তমানে সংস্কারমুক্ত হয়ে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করার পক্ষপাতী, কিন্তু হাতের কাছে তারা সব সময় জন্ম-নিরোধক দ্রব্যাদি পায় না। এজন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে জন্ম-নিরোধক দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা দরকার। যে সমস্ত নিরোধক দ্রব্যাদি ব্যবহারের ফলে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সেগুলোর জন্য কোন সুষ্ঠু চিকিৎসা ব্যবস্থা থানা পর্য্যায়ে নেই। ভেসেকটমী ও প্লাষ্টিক কয়েল ব্যবহারের ফলে যে সমস্ত উপসর্গ দেখা দেয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয় না।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সাফল্যের সঠিক মূল্যায়ণ দুরূহ কাজ। গত ২৬শে জানুয়ারী থেকে ৩১ শে জানুয়ারী '৭৬ইং পর্য্যন্ত দেশব্যাপী যে পরিবার পরিল্পনা সপ্তাহ পালন করা হয় তাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা শতকরা একশ' ভাগ দম্পতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছেন বলে দাবী করলেও বিভিন্ন প্রশিক্ষার্থীর পরিসংখ্যানে গড়ে শতকরা ৫৫ ভাগ সাক্ষাৎকার হয়েছে বলে দেখা যায়। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন কর্মকর্তারা কাগজে-কলমে যে হিসাবপত্র দেখান বাস্তবের সঙ্গে তার যথেষ্ট গরমিল রয়েছে।

এছাড়া অধিকাংশ থানায় লাইগেশনের ব্যবস্থা না থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্বেও অনেকে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক প্রচার অভিযান চালান হচ্ছে না। থানা পর্য্যায়ে বিভিন্ন ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ঔষধের অভাব থাকায় কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েল বসানোর পর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং এগুলোর সুচিকিৎসার কোন ব্যবস্থা থানা পর্য্যায়ে না থাকায় দু'একটি অকাল মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে যার ফলে জনমনে এর প্রতি আস্থাহীনতার ভাব গড়ে উঠছে। এ সকল ব্যাপারে সত্বর কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

জনস্বাস্থ্য :

থানার জনস্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষনের জন্য একজন জনস্বাস্থ্য পরিদর্শক ও তার অধীনে কয়েকজন কর্মী রয়েছেন। বর্তমানে তাদেরকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা কর্মসূচীর সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করে যেতে হচ্ছে ফলে তাদের মৌলিক কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। জন্ম মৃত্যুর হিসাব সংরক্ষণ তাদের কর্তব্য হলেও কোন থানায়ই সঠিক জন্ম-মৃত্যুর হিসাব থাকে না এবং গ্রাম পুলিশরা সঠিক তথ্য সরবরাহ করে না। খাদ্যে ভেজাল তদন্ত করে দেখার দায়িত্ব তারা ভুলেই গেছে। বসন্ত ও কলেরার জন্য নিয়মিত টিকা ও ইনজেক্শান দেয়া হয় না।

পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র :

পল্লী স্বাস্থ্য-কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা অত্যন্ত সুচিন্তিত ও ফলপ্রসূ বিষয় কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সকল থানায় এটা গড়ে উঠেনি। যে সব থানায় পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সবকটিতে এখন পর্য্যন্ত নির্মাণ কাজ অসম্পুর্ণ রয়ে গেছে। দু'জন ডাক্তারের স্থলে প্রত্যেকটিতেই একজন করে ডাক্তার রয়েছেন এবং প্রায় থানায় তিনিই একমাত্র এম, বি, বি, এস ডাক্তার যাকে গড়ে প্রায় ১ লক্ষ লোকের চিকিৎসা করতে হয়। পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঔষধ সরবরাহের পরিমাণ সন্তোষজনক হলেও সাধারণ লোক তার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিজস্ব লোক এ সকল ব্যাপারে অধিক সুবিধা ভোগ করে থাকে। পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীন যে সমস্ত শাখা কেন্দ্র আছে সে গুলোতে কোন ডাক্তার নেই। প্রতিটি ইউনিয়নে একজন ডাক্তার দিয়ে একটি শাখা কেন্দ্র খুললে জনসাধারণ উপকৃত হবে। এছাড়া ডাক্তারদের ব্যক্তিগত ব্যবসাও বন্ধ করে দেয়া উচিত।

গ্রুপ-তিন

নোয়াখালী কুমিল্লা ও সিলেট জেলার পরিবার পরিকল্পনা এবং জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীর উপর সমন্বিত প্রতিবেদন

কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেট জেলার বিভিন্ন থানায় জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বা অগ্রগতি সাধনে যে সকল বাধার সম্মুখীন হয়েছে সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হল।

পরিবার পরিকল্পনা :

১। সমন্বিত স্বাস্থ্য কর্মসূচীর অধীনে পরিবার কল্যাণ কর্মীগণ বিভিন্ন বিভাগের অধীন চাকুরীরত আছেন। ফলে অগ্রগতি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

২। প্রায় থানাতেই পরিবার পরিকল্পনা অফিসারগণ বিনা কাজে থানা এলাকার বাহিরে থাকেন।

৩। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের পর রোগীর উপর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা না থাকার ফলে অশিক্ষিত জনগণের মনে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে।

৪। পুরুষ ও মহিলা অর্গানাইজারদেরকে মাসিক স্বল্পভাতা দেয়ার ফলে তারা কাজে উৎসাহ দেখায় না।

৫। ওয়াজ ও মাহফিলে ও বিভিন্ন ধর্মীয় সভায় এর বিরুদ্ধাচরণ করা হয়।

৬। মফঃস্বলে এমনকি কোন থানা সদর দফতরেও পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক নেই।

৭। ডাক্তারের অভাব এতই তীব্র যে, এর উল্লেখ না করলেও চলে।

৮। সামান্য সংখ্যক যে সমস্ত গরীব পুরুষ বা মহিলা স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তারা দারিদ্রের চাপে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ছাড়াই কাজে যোগদান করে। ফলে বিপরিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে।

৯। জন্ম নিয়ন্ত্রণ দ্রব্যাদি ও সুষ্ঠ বিতরণের অভাব রয়েছে।

সাফল্য :

১। এই তিনটি জেলায় গত ২৬শে জানুয়ারী হতে ৩১শে জানুয়ারী '৭৬ ইং পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা প্রচার অভিযানে কেবল তথ্য সংগ্রহ ছাড়া অন্য কোন কাজ হয়নি।

২। যে সকল বড়ি বা কন্‌ডম্ বিলি করা হয়েছে তা অপর্যাপ্ত এবং অনিয়মিত। ফলে কার্যতঃ কোন কাজই হয়নি।

৩। এক কথায় পরিবার পরিকল্পনার শুধুমাত্র গুণগত পনিয়ন্ত্রণ হচ্ছে কিন্তু রিমাণগত নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাছে এর ফলাফল পৌঁছছেনা।

জনস্বাস্থ্য :

১। অধিকাংশ থানাতে সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরী হয়নি। যেখানে তৈরী হয়েছে সেখানেও ডাক্তার নার্স ও ঔষধের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

২। দাতব্য চিকিৎসালয়েরও একই অবস্থা বরং আরো করুণ অবস্থা বিরাজ করছে।

৩। স্বাস্থ্য পরিদর্শকের অফিসে সঠিকভাবে জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব রাখা হয়না। গ্রাম-পুলিশ ইহার তথ্য যথারিতি দেয় না।

৪। পর্যাপ্ত সংখ্যক নলকূপ কোথায়ও নেই। মাত্র ২৫% জন লোকের জন্য নলকূপের ব্যবস্থা আছে। গ্রামাঞ্চলে এখনও ডোবার পানি পান করতে দেখা যায়।

৫। প্রায় ৫০%টি নলকূপই অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে।

৬। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী বিভাগের কর্মচারীদেরকে কদাচিৎ গ্রামে দেখা যায়। তাদের কাছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ থাকে না। অকেজো নলকূপগুলিকে মেরামত করার প্রক্রিয়া খুব বেশী দীর্ঘ। এজন্য খুব বেশী সময় অতিবাহিত হয়।

৭। স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে ময়লা নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় না।

৮। ভেজাল দ্রব্য প্রতিরোধের ব্যাপারে স্বাস্থ্য পরিদর্শকেরা কোন ভূমিকা পালন করেন না।

গ্রুপ-চার

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।

পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, উক্ত এই দুই জেলায় পরিবার পরিকল্পনার কার্য্য-ক্রমের তেমন কোন সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়নি। প্রশিক্ষার্থী অফিসারবৃন্দ এ অঞ্চলে অবস্থান কালে পরিবার পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কোন কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করেন নাই। তবে গত ২৬ শে জানুয়ারী' ৭৬ইং থেকে ৩১ শে জানুয়ারী' ৭৬ইং পর্য্যন্ত দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে জনগণের মধ্যে কিছু কিছু প্রচার কার্য এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের কোন কোন থানায় এবং চট্টগ্রামের ২টি থানায় নামতঃ সাত-কানিয়া ও বাঁশখালীতে কোন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা নেই। অন্য থানার কর্মকর্তাগণ উক্ত দুই থানায় অস্থায়ী কর্মকর্তা হিসাবে বর্তমানে কার্য পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

প্রচার কর্মীদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সুতরাং স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তাদের দেয়া ব্যাখ্যা জনগণের মনে গভীর রেখাপাত ও প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আই, ইউ, ডি'র ব্যবহারজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া মহিলাগণের মনে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার করছে এবং অনভিজ্ঞ হস্তদ্বারা প্ল্যাষ্টিক কয়েলের সংযোজনের অনিবার্য্য ফল স্বরূপ প্ল্যাষ্টিক কয়েল গ্রহণ করা সত্বেও সন্তান জন্মের দৃষ্টান্ত ও শারীরিক নানা যন্ত্রনা লক্ষ্য করে মহিলাগণ প্লাষ্টিক কয়েলের অব্যর্থ কার্যকারীতার সম্মুখীন হয়েছেন।

পরিবার পরিকল্পনার বহিরাংগণ কর্মী এবং ম্যালেরিয়া স্বাস্থ্য সহকারীগণের পারস্পরিক অসহযোগীতা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বহু ক্ষেত্রেই কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট হয়ে উঠতে দেখা গেছে।

সুপারিশ।

১। যে সকল থানায় জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা নেই অনতিবিলম্বে ঐ সকল থানায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা প্রয়োজন।

২। জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির আধুনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্মীদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

৩। পরিবার পরিকল্পনা কার্য্যক্রমের সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক বিকাশের জন্য অধিকতর আন্তঃ বিভাগীয় সহযোগীতা এবং সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৪। পল্লী অঞ্চলের দম্পতিগণকে নিয়মিত ভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সমর্থ দম্পতিগণকে পরিবার পরিকল্পনার অত্যাবশ্যকীয়তা সম্পর্কে অধিকতর উৎসাহী করে তোলার জন্যও বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫। কালোবাজারে পরিবার পরিকল্পনা দ্রব্যাদি বিক্রি বন্ধ করতে হবে।

জনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা :

জনসংখ্যা ও আয়তনের তুলনায় পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসকের সংখ্যা এবং সরবরাহকৃত ঔষধের পরিমাণ অত্যন্ত অপর্য্যাপ্ত। বিশেষতঃ পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত চিকিৎসার উপকরনাদী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৌঁছায় না। প্রতিরোধক ব্যবস্থা স্বরূপ জনসংখ্যার সংগে সংগতি রেখে অধিক সংখ্যক স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে উপকেন্দ্র সমূহে স্থায়ী এবং নিয়মিত ভাবে ঔষধ-পত্র সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের পক্ষে দুর্মূল্যে ঔষধ-পত্র খোলা বাজার থেকে ক্রয় করা সাধ্যাতীত।

স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রগুলিতে সুষ্ঠু চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার বিশেষ জরুরী। চট্টগ্রাম জেলার মহিলাগণ অত্যন্ত রক্ষণশীল। অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সংগত কারণেই পুরুষ ডাক্তারগণের নিকট তাই তাদের গোপন রোগসমূহের বিষয় ব্যক্ত করতে তারা দ্বিধা এবং সংকোচ বোধ করে। এই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ কলপে স্বাস্থ্যউপকেন্দ্র গুলিতে মহিলা চিকিৎসক নিয়োগ করা বিশেষ প্রয়োজন।

উক্ত দুই জেলায় সেনিটারী ইনিসপেক্টরগণের কার্য্য আদৌ সন্তোষজনক নয়। তারা হোটেল রেষ্টুরেন্ট এবং অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রী বিক্রয়ের দোকান-পাট পরিদর্শন করেন না। এই ধরনের তদন্তের অভাবের ফলে অসাধু ব্যাবসায়ীগণ সুযোগের অপব্যবহার করে থাকেন। ফলে জন-স্বাস্থ্যের উপর অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে। থানা স্বাস্থ্য প্রশাসকগণও নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে ব্যবসা করার অধিকারী নন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাক্তারের অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত স্বাস্থ্য প্রশাসকগণকেও প্রশাসনিক কার্য্যাদির সংগে সংগে ব্যক্তিগত ভাবে রোগী দেখার কার্য্যে নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়।

শিক্ষা :

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার সাথে সাথে জ্ঞানের আলোক বর্তিকা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যদিও পৌঁছেছে তথাপি এই দু'জেলার সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রম মোটেও আশানুরূপ নয়। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সামগ্রিক শিক্ষাকার্য-ক্রমের ভিত্তি বলে গ্রহণ করা হলেও এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। শিক্ষক সংখ্যা ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট নয়। বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রীদের বসার সংকুলান হয়না। শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরনাধি বা টিচিং

এইড পর্য্যাপ্ত নয়। এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে খেলার মাঠের কথা দূরে থাক, বিদ্যালয়ের দরজা-জানালা পর্যন্ত নেই। সুস্থ দেহে সুস্থ মন বিরাজ করে। আর শিক্ষার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষটি হচ্ছে সুস্থ মানসিক অবস্থা। অধিকাংশ বিদ্যালয় সমূহে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের কোন ব্যবস্থা নেই। উপরন্তু প্রায় শিক্ষকই যথা সময়ে স্কুলে উপস্থিত থাকেন না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক স্থানীয়। তাই তারা নিজেদের পারিবারিক কাজকর্ম সেরে ইচ্ছামত দেরীতে স্কুলে আসেন এবং প্রয়োজন বোধে আবার সকাল সকাল স্কুল থেকে চলে যান। আবার কোন কোন শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনিকে মূল ব্যবসা বা চাকুরী হিসেবে নিয়েছেন। ফলে তারা স্কুলের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার উন্নতির প্রতি উদাসীন থাকেন। তারা মাসের শেষে বেতন নেয়ার জন্য স্কুলে অনুপস্থিত থেকে থানা শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তরে বেতনের বিল করতে যান। এই কাজে ২/৩ দিন তাদের অতিবাহিত হয় বিধায় ঐ কয়েক দিনের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে লেখা-পড়া প্রায় বন্ধ থাকে বলা চলে।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমও সন্তোষজনক নয়। গত মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রে দেখা গেছে যে, নকল প্রবণতা শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কিছু কিছু শিক্ষকও দুর্নীতি এবং অসাধু পন্থাকে উৎসাহিত করেন। নিজে নকল সরবরাহ করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ার দরুন কয়েকজন শিক্ষক পরীক্ষা কেন্দ্র থেকেও বহিষ্কৃত হয়েছেন। সরকারী কলেজগুলি ছাড়া বেসরকারী কলেজগুলির আর্থিক ও প্রশাসনিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। বেসরকারী কলেজগুলির ছাত্র সংখ্যা খুবই কম—তাই প্রায় মাসেই শিক্ষকদের বেতন দেয়া সম্ভব হয় না।

কতিপয় সুপারিশ ঃ

১। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অশেষ গুরুত্ব আরোপ করে উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা দরকার।

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদেরকে নিজ থানা থেকে অন্য থানায় কিংবা নিজ জেলা থেকে অন্য জেলায় চাকুরী করার জন্য নিয়োজিত করা যেতে পারে বা বদলী করা যেতে পারে।

৩। মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে অধিক সংখ্যক সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করা দরকার।

৪। কয়েকটি মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রকে একত্র করে সুবিধামত স্থানে বা বড় কোন কলেজে পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে।

৫। এক থানার দুইটির অধিক কলেজ স্থাপনের অনুমতি না দেয়াই বাঞ্ছনীয়।

গ্রুপ-এক

রংপুর, দিনাজপুর ও পাবনা জেলার থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং সাধারণ সমবায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।

পরিকল্পনা :

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্য্যাদি পরিচালনার জন্য এবং সরকারের দেয়া বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা জনগণের দ্বারপ্রান্তে সহজে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য থানা সদরকে একটি সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর হিসেবে গণ্য করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে আন্তঃবিভাগীয় কার্য্যক্রমে জনগণ ও থানা পর্য্যায়ের কর্মচারীদের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় ও সহযোগিতা সৃষ্টির জন্য টি, টি, ডি, সি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এক কথায়, টি, টি, ডি, সি থানার প্রাণ—কেন্দ্র এবং গ্রামীন অর্থ নৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান।

বাস্তবায়ন :

থানা পর্য্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। যেমন থানা উন্নয়ন কমিটি, থানা কৃষি উন্নয়ন কমিটি, থানা সেচ কমিটি, থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ইত্যাদি। গ্রাম পর্যায়ে যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিটির সমন্বয়ে প্রকল্পটির সার্থক রূপায়ন ঘটে থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেয়া ছাড়াও আনুসংগিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয় এবং কোন অসুবিধা দেখা দিলে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) সমন্বয় সভার মাধ্যমে তা দূর করার ব্যবস্থা করে থাকেন।

সফলতা :

ক) সরকারী সুযোগ ও নীতিমালাকে এর মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে,

খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামের সর্বস্তরের জনগণকে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন মানকে উন্নত করার কাজে এই প্রতিষ্ঠান সাহায্য করছে,

গ) গ্রামের সাধারণ মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবায় মনোভাব গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করেছে,

ঘ) সরকারী, বিভাগীয় কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্বকে কমিয়ে এনে সহযোগীতা ও নৈকট্য সৃষ্টির প্রয়াস এই প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে।

সমস্যা :

১। বাসস্থানের অভাব :—অধিকাংশ টি, টি, ডি, সি, তে সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থানের অভাবে সংশিষ্ট কর্মচারীরা তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে উৎসাহ পাচ্ছে না।

২। টি, টি, ডি, সি পরিচালনায় পদ-মর্য্যাদার প্রকার-ভেদের জন্য সমন্বয় সাধনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)-এর পদমর্য্যাদা থানার কোন কোন বিভাগীয় প্রধানদের থেকে নিম্নে থাকায় উন্নয়ন কমিটির সমন্বয় সাধনে তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন। এমতাবস্থায়, থানায় এমন একজন মুখ্য প্রশাসকের প্রয়োজন যার নেতৃত্ব ও পরিচালনায় সর্বস্তরের সমস্যার সমাধা সম্ভব হতে পারে।

৩। পরিশেষে, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য ইউনিয়ন পর্য্যায়ে সরকারী কর্মচারীদের কাজের যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটছে।

গ্রুপ-দুই

বরিশাল জেলার থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং সাধারণ সমন্বয় সম্পর্কে প্রতিবেদন।

পটভূমি :

১৯৬৩-৬৪ সালে পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝা গেল যে, পল্লী উন্নয়নে থানা পরিষদের গুরুত্ব অপরিসীম। থানা পরিষদ সমূহকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হলে থানা পর্য্যায়ে প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যেই থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

উদ্দেশ্য :

পল্লীর জনসাধারণের জন্য থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র একটি তথ্য কেন্দ্র এবং কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক পর্য্যায়ের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে এই থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র।

সাফল্য :

(১) থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রে কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ থানার সেচ প্রকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করছে।

(২) থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রে থানা পর্য্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তার একই চত্বরে অফিসের অবস্থান নিজেদের মধ্যে সমন্বয় ও উন্নয়ন কাজে যথেষ্ট সহায়ক হচ্ছে এবং জনসাধারণও একই স্থানে বিভিন্ন কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাচ্ছে।

(৩) থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে কৃষি উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা এবং আদর্শ কৃষক ও ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কৃষি উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

(৪) থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র প্রশাসনিক দিকের চেয়ে প্রশিক্ষণের দিকেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এটা পল্লীর জনসাধারণের জন্য খুবই উপকারী।

সমস্যাবলী :

(১) থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রে যে প্রশিক্ষণ কোর্স চালু থাকে তাতে থানা পর্য্যায়ের সকল কর্মকর্তারা নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেন না।

(২) বাখেরগঞ্জ জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা এ দুটি থানায় কোন থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র নেই।

(৩) প্রায় ৭৫% টি, টি, ডি, সি, তে কোন গুদাম নেই।

(৪) থানা পর্য্যায়ের কর্মকর্তারা নিয়মিত অফিসে হাজির হন না এবং প্রায় প্রত্যেকটি অফিসে বেলা ১টার পর কোন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকেন না।

(৫) মফঃস্বলের নাম করে অনেক কর্মকর্তা আত্মীয়-স্বজন কিম্বা নিজ বাড়ীতে প্রায় সপ্তাহতেই বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেন।

(৬) পরিবার পরিকল্পনা-সহ বিভিন্ন অফিস প্রায়ই বন্ধ থাকে।

(৭) বরিশাল জেলায় ৬টি থানায় সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) না থাকায় কাজের যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছে।

(৮) থানা পর্য্যায়ের কর্মকর্তাদের বাসভবন তৈরীর কাজ অনেকাংশে অসমাপ্ত রয়ে গেছে তাছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় এগুলি নিতান্তই অপর্য্যাপ্ত।

সাধারণ সমন্বয় :

থানা পর্য্যায়ে বিভিন্ন কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয়-এর যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন :—

(১) সার্কেল অফিসার (উন্নয়নের) সঙ্গে সমপর্য্যায়ের বেতন হারের অন্যান্য কর্মকর্তাদের ক্ষমতার ব্যবধান ও দ্বন্দ্ব থাকায় সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে।

(২) থানা পর্য্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তারা সমান সুযোগ-সুবিধা পান না। ফলে অনেকে মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগেন।

(৩) কৃষি উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নিজেদের প্রাধান্য, আধিপত্য এবং পদমর্য্যাদা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না রাখাতে নিজেদের মধ্যে কোন্দল দেখা যায় এবং সমন্বয়ের অভাবে কৃষি উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

সুপারিশ :

এ সকল সমস্যা দূরীকরনার্থে প্রতিটি থানায় একজন করে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রশাসক নিয়োগ অপরিহার্য। থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রের নিজস্ব জমি পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী খামার হিসাবে ব্যবহার করা উচিত এবং থানা পর্য্যায়ের কর্মকর্তারা যাতে হাতে-কলমে ম্যানেজার ও আদর্শ কৃষক-দিগকে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা দরকার।

গ্রুপ তিন

নোয়াখালী, কুমিল্লা ও সিলেট জেলার থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং সাধারণ সমন্বয় সম্পর্কে প্রতিবেদন।

পটভূমিকা ও উদ্দেশ্য :

গ্রাম উন্নয়ন তথা সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন জাতি গঠনমূলক সরকারী বিভাগের মধ্যে সমন্বিত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য্য। জাতি গঠনমূলক বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও যৌথ কার্য্যক্রম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া জাতি গঠনমূলক দপ্তর সমূহের এক জায়গায় অবস্থান এবং সরকারী কর্মকর্তাদের বাসস্থানের জন্য কেন্দ্রের কাছাকাছি আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়। আদর্শ কৃষক, পাম্পগ্রুপ ও সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ দান এবং সভা সমিতি অনুষ্ঠানের জন্য উক্ত কেন্দ্রে ১টি সভা কক্ষ তৈরী করা হয়। থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রের সমস্যাদি নিম্নে আলোচনা করা হল।

১। অধিকাংশ থানাতেই কেন্দ্রের ভবন নির্মিত হয়েছে কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক থানায় কোন ভবন এ পর্যন্ত নির্মিত হয়নি বা নির্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়নি।

২। জাতি গঠনমূলক সকল দপ্তর উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থান পায়নি। অনেকগুলো দপ্তর এই কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত।

৩। অনেক কেন্দ্রে 'টুইন কোয়ার্টার' নির্মিত না হওয়ায় এবং কোন কোন থানায় সকল কর্মকর্তাদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তারা অধিকাংশ সময়ই কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থান করেন। ফলে যথা সময়ে তারা দপ্তরে উপস্থিত হতে পারেন না এবং কাজ-কর্মও যথাযথ ভাবে সম্পাদন করতে পারেন না।

৪। বাসস্থান বরাদ্দের ব্যাপারে যে অগ্রাধিকার তালিকা রয়েছে সেটা অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় না।

৫। সম্মেলন কক্ষ অধিকাংশ থানায়ই গুদাম বা ত্রাণ-সামগ্রী রাখার গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ :

ক। ম্যানেজার, আদর্শ কৃষক, সমবায় কর্মী এবং অন্যান্যদের জন্য যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকার কথা, অধিকাংশ থানাতে তা নিয়মিত হচ্ছে না।

খ। পাওয়ার-পাম্পের চালক এবং পাম্প-গ্রুপের ম্যানেজারদের জন্য মাঝে-মাঝে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এতে যেমন সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ক্লাসে উপস্থিত থাকেন না তেমনি প্রশিক্ষার্থীরাও নিয়মিত প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন না।

গ। অনেকেই নিজের কাজ-কর্ম শেষ করে প্রশিক্ষণ ক্লাসে যোগদান করেন। কেউ কেউ প্রশিক্ষণ ভাতা গ্রহণের জন্যই শুধু কেন্দ্রে আসেন।

ঘ। প্রশিক্ষণ ক্লাসের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এর গড়িমসির জন্যই বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

সমন্বয় :

ক) যে সমস্ত কমিটিগুলোর মাধ্যমে সমন্বয় সাধিত হওয়ার কথা, সে সব কমিটিগুলোর সভা কদাচিৎ অনুষ্ঠিত হয়।

খ) বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা থানা পর্য্যায়ের সমন্বয়ের চেয়ে বিভাগীয় ঊর্ধতন কর্মকর্তার নির্দেশ পালনে অধিক তৎপর।

গ) যেহেতু সি, ও (উন্নয়ন) সমন্বয় কমিটিগুলোর প্রধান এবং তিনি ১ জন ৬ষ্ঠ গ্রেডের কর্মকর্তা সে জন্য থানা পর্য্যায়ে যে সব ৫ম গ্রেডের কর্মকর্তা রয়েছেন তাঁরা সি, ও (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বাধীন সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকতে অনীহা প্রকাশ করেন।

ঘ) থানায় পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজেকে থানার সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি বলে গণ্য করেন এবং থানা পর্য্যায়ে অন্যান্য কর্মকর্তার সংগে সহযোগিতা করা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। সম্প্রতি থানা প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করার ফলে থানার সংগে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এর কিছুটা সংযোগ সাধিত হয়েছে। তথাপি থানা পর্য্যায়ে থানার উপর কোন নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা না থাকায় অনেক সময় পুলিশের স্বেচ্ছাচারীতা প্রকট হয়ে উঠে।

ঙ) সর্বোপরি, সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) বিভিন্ন কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকার কারণে সমন্বয় কমিটি সমূহের সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

সাফল্য :

ক) থানা প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন কেন্দ্র বিভিন্ন জাতিগঠন মূলক কর্মকর্তাদের মধ্যে সহযোগিতা,

সমন্বয় এবং হৃদ্যতা গড়ে তোলার পথ উন্মোচন করেছে। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) যেহেতু কোন বিভাগ বিশেষের একক দায়িত্বে নিয়োজিত নয় এবং উন্নয়ন তৎপরতা সার্থক করে তোলার জন্য বিভিন্ন বিভাগের যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক, সে জন্য থানা প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন কেন্দ্রে একত্রে বসবাস এবং একই ভবনে দপ্তর প্রতিষ্ঠা হওয়ায় বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং সমন্বয়নের মনোভাব গড়ে উঠছে।

খ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের মধ্যে আন্তঃবিভাগীয় দ্বন্দ্বের অবসান হওয়ায় বিভিন্ন সমস্যা যৌথভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে।

গ) আনুষ্ঠানিক ভাবে সবসময় সভা অনুষ্ঠিত না হলেও কর্মকর্তারা বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে থাকেন।

কতিপয় সুপারিশ :

(১) থানা প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন কেন্দ্রের অর্ধসমাপ্ত এবং অসমাপ্ত ভবন গুলোর নির্মাণ কাজ অবিলম্বে সম্পন্ন করা দরকার।

(২) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সকল জাতি গঠনমূলক বিভাগের দপ্তরের স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করা এবং প্রত্যেক কর্মকর্তার জন্য বাসস্থান অর্থাৎ 'টুইন কোয়ার্টারের ' ব্যবস্থা করা দরকার।

(৩) সম্মেলন কক্ষ গুদাম ঘর হিসাবে ব্যবহার না করে সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন।

(৪) আদর্শ কৃষক, সমবায় কর্মী এবং সার ব্যবসায়ীদের এবং উন্নয়ন তৎপরতার সংগে জড়িত কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

(৫) প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষার্থীদের ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা আবশ্যক।

(৬) সমন্বয় তৎপরতা কার্যকরী ও জোরদার করার জন্য থানা পর্যায়ে একজন থানা ম্যাজিষ্ট্রেট (উন্নয়ন) নিয়োগ করা দরকার। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এর দায়িত্বভার লাঘব করার জন্য একজন অতিরিক্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা যেতে পারে।

(৭) থানা প্রশাসনকে পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবর্তনের পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করে থানা পর্যায়ে যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্ব দেয়া দরকার।

(৮) সর্বোপরি, থানা প্রশাসনকে মহকুমা প্রশাসনের লাইনে ঢেলে সাজানো দরকার।

গ্রুপ-চার

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং সাধারণ সমন্বয় সম্পর্কে প্রতিবেদন।

উদ্দেশ্য ঃ

থানা পর্য্যায়ের জাতি গঠনমূলক বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উন্নয়ন মূলক কার্যকলাপ তরান্বিত করার জন্য থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র গঠন করতঃ সমস্ত থানা পর্য্যায়ের অফিস-আদালত সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়।

সাফল্য ও সমস্যা :

(১) অল্প কয়েকটি দপ্তর ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমস্ত থানা পর্য্যায়ের অফিস সমুহ টি, টি, ডি, সি, তে স্থান পায়নি।

(২) টি, টি, ডি, সি, র আবাসিক সুবিধাও যথোপযুক্ত নয়।

(৩) প্রায় ক্ষেত্রেই টি, টি, ডি, সি'র হল ঘরটি খাদ্য গুদাম বা গম রাখার গুদাম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে মাসিক মিটিং সমুহ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে না।

(৪) অনেক স্থানে নির্মাণ পরিকল্পনা ও কার্য্যে গলদ থাকার দরুন দালানগুলিতে ফাঁটল ধরেছে।

(৫) স্থান বাছাই করার সময় কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি না দেওয়ায় এমন সকল স্থানে টি, টি, ডি, সি, নির্মাণ করা হয়েছে যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই কষ্ট দায়ক।

(৬) টি, টি, ডি, সি, র বিভিন্ন অফিসের ও বাসার ভাড়া নিয়মিত নয়। টি, টি, ডি, সি'র রক্ষণাবেক্ষণ ফাণ্ড যা আছে তা কেবল সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এর বাংলো মেরামতেই ব্যয় হয় অন্যান্য বাড়ী এবং অফিস মেরামত হয় না।

(৭) বিভিন্ন বিভাগের উপর থানা পর্য্যায়ে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এর নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত কম। ফলে সমন্বয় খুব কমই হয়।

(৮) যে সমস্ত স্থানে পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, থানা পশুপালন অফিসার এবং কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার রয়েছেন সেখানে বিশেষতঃ এই বিভাগগুলিতে ৫ম গ্রেডের অফিসার থাকায় থানা পর্য্যায়ের

সমন্বয় মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এক মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হন। কারণ তাঁকে সকল মিটিং-এ সভাপতিত্ব করতে হয় যা ৫ম গ্রেডের অফিসার-গণ সহজভাবে নিতে পারেন না।

সুপারিশ :

সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এর গ্রেডের উন্নতি করে তাঁর হাতে বিচার ক্ষমতা (সামান্য পরিমাণে) দেয়া হলে থানা পর্য্যায়ের সমন্বয় অধিকতর সহজ হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিশিষ্ট সমূহ

পরিশিষ্ট—ক

একাডেমীতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সরকারী প্রথম কর্ম কমিশন কর্তৃক নির্বাচিত কর্ম পুর্ব শিক্ষানবিস অফিসারদের নাম ও বাস্তব প্রশিক্ষণ স্থলের (থানার) তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	রোল নং	বাস্তব প্রশিক্ষণ স্থল (থানা ও জেলার নাম)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	অজয় কিশোর হোর	২৭৭	রামগড়, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	
২।	অসিম কুমার রায়	৪৪৮	নবীনগর, কুমিল্লা	
৩।	অনিল কুমার চক্রবর্ত্তী	৪৩০	ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	
৪।	অরুনাংশু সেন	২০১	বড়লেখা, সিলেট	
৫।	অমল কুমার দাস	২৪৬	কোতয়ালী, দিনাজপুর	
৬।	আ, খ, ম, আলতাফ হোসেন	৫৯১	পার্ব্বতীপুর, দিনাজপুর	
৭।	আ, ওয়া, শামসুজ্জোহা	১৪৪	সাখিয়া, পাবনা	
৮।	আবুজাফর	১৭৮	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	
৯।	আ, ম, ফজলুল ওয়াহাব	১৯১	লাল মনিরহাট, রংপুর	থানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসেন নি।
১০।	আবদুল্লাহ-আল-মামুন	২৫২	বরুড়া, কুমিল্লা	
১১।	আবু শহিদ আবদুল কাদির মাহমুদ	১১৯	কামাল গঞ্জ, সিলেট	
১২।	আমীর হোসেন	৪০৮	সুধারাম, নোয়াখালী	
১৩।	আ, কা, ম, ফজলুল হক	৬১৩	খানসামা, দিনাজপুর	
১৪।	আবু মুহঃ বদরুল হাসান	১৭৩	বাবুগঞ্জ, বাখেরগঞ্জ	
১৫।	আলী আহাম্মদ সরকার	৩৯৪	কসবা, কুমিল্লা	

১	২	৩	৪	৫
১৬।	আ, ব, ম, আসাদুর রহমান	৪৭৬	গোবিন্দগঞ্জ, রংপুর	
১৭।	আবদুল ওয়াহীদ	১৫০০	কুলাউড়া, সিলেট	
১৮।	আবদুল মঈম মোঃ আবদুল মতিন ভুঁইয়া	২৪১	চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা	
১৯।	আলী ইমাম মজুমদার	৩৮৭	চান্দিনা, কুমিল্লা	
২০।	আবু ফজল শামসুদ্দীন	২২৬	লাকসাম, কুমিল্লা	
২১।	আবু নকি রিজওয়ানুল হক	১৬৭	বাউফল, সিলেট	
২২।	আ, ফ, ম, এনামুল হক	৪৮৪	ছাগল নাইয়া, নোয়াখালী	
২৩।	আছাদুল হাকিম চৌধুরী	১২৯	কুতুবদিয়া, চট্টগ্রাম	
২৪।	আবু সালেহ শেখ ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী	২২১	দীঘিনালা, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	
২৫।	আবুল হাসানাত মোঃ শামসুল ইসলাম	২৩৪	পটিয়া, চট্টগ্রাম	
২৬।	ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী	১০৩৮	বেগম গঞ্জ, নোয়াখালী	
২৭।	ইফতেখার আহমদ	১০৩১	জৈন্তাপুর, সিলেট	
২৮।	ইফতেখার হোসেন আহমেদ	১০৩৪	নবীগঞ্জ, সিলেট	
২৯।	এনামুল হক	৮৬৭	হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	
৩০।	এ, জেড, এম, মনসুর হোসেন	৭০৬	স্বরূপ কাঠি, বাখেরগঞ্জ	
৩১।	এ, বি, এম, নজমুল হুদা	৪৭১	মূলাদী, বাখেরগঞ্জ	
৩২।	এ, কে, এম, সফিকুল ইসলাম	১৯৯	বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর	
৩৩।	এ, কে, এম, রুহুল আমীন	৬০৫	নীলচিঠি, বাখেরগঞ্জ	
৩৪।	এ, এস, জহির মোহাম্মদ	৬৬০	কোতয়ালী, বাখেরগঞ্জ	
৩৫।	এ, জেড, এম, শামসুজ্জামান খান	৭০১	রামু, চট্টগ্রাম	
৩৬।	এ, টি, এম, নজরুল ইসলাম	৬৯৪	রামগঞ্জ. নোয়াখালী	

১	২	৩	৪	৫
৩৭।	এ, টি, এম, জুলফিকার হায়দার চৌধুরী	৬৭৯	ফরিদগঞ্জ, কুমিল্লা	
৩৮।	এ, বি, এম, রেজাউল করিম	৪৫৭	নীলচিঠি, বাখেরগঞ্জ	
৩৯।	এ, এইচ, এম, কামরুল হাসান	৫০৩	কোতয়ালী, বাখেরগঞ্জ	
৪০।	এ, কে, এস, এম, হাসান	৬৩৪	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা	
৪১।	এ, কে, এম, বজলুল আজিজ	৫২৩	পিরোজপুর, বাখেরগঞ্জ	
৪২।	কালীপ্রতিম দত্ত চৌধুরী	১১৫২	বিয়ানী বাজার, সিলেট	
৪৩।	কে, এম, ফারুকুল ইসলাম	১০৯০	শাহজাদপুর, পাবনা	
৪৪।	কুমারেশ চন্দ্র সাহা	১২৬৩	হবিগঞ্জ, সিলেট	
৪৫।	কারী ওমর ফারুক	৪১১২	দৌলতখান, বাখেরগঞ্জ	
৪৬।	কেশব আচার্য্য	১১৮১	বালাগঞ্জ, সিলেট	
৪৭।	কাজী মনোয়ারুল হক	৪১১৮	ঈশ্বরদী, পাবনা	
৪৮।	কোবাদ হোসেন শেখ	১২৫১	সিরাজগঞ্জ, পাবনা	
৪৯।	খন্দকার মো: আলী হাছান	১২১৯	জলঢাকা, রংপুর	
৫০।	খন্দকার মনিরুজ্জামান	১২২২	উল্লাপারা, পাবনা	
৫১।	চিত্তরঞ্জন সরকার	৭৮৬	হাজীগঞ্জ, কুমিল্লা	
৫২।	ছন্দক লাল দেওয়ান	৭৮২	বাগাইছড়ি, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	
৫৩।	তপন কুমার দে	৪৭৪৫	কোতয়ালী, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	
৫৪।	তায়বুল হক	৪৭১২	পরশুরাম, নোয়াখালী	থানা বাস্তব প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসেননি।
৫৫।	তারাপদ পাল	৪৭১৬	ফেঁচুগঞ্জ, সিলেট	
৫৬।	দুলাল দে	৮৫৯	কোতয়ালী, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	
৫৭।	দুলাল চন্দ্র দাস	৮৫৬	চুনারুঘাট, সিলেট	থানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসেননি।
৫৮।	দীপক কান্তি দত্ত	৮৪১	পটিয়া, চট্টগ্রাম	
৫৯।	দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন	৮১৩	জামাল গঞ্জ, সিলেট	
৬০।	দিলিপ কুমার বড়ুয়া	৮৩৭	বান্দরবন, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	

১	২	৩	৪	৫
৬১।	দেব দত্ত খীসা	৮১৫	খাগড়াছড়ি, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	
৬২।	দীপেন্দ্র চন্দ্র পাল	৮৪৪	নাছির নগর, কুমিল্লা	
৬৩।	দীপক রঞ্জন দে	৮৫৩	ধিরাই, সিলেট	
৬৪।	নীল রতন দেবনাথ	৩৯৭৯	বোরহান উদ্দিন, বাখেরগঞ্জ	
৬৫।	নিরঞ্জন মণ্ডল	৩৯৬৩	বেলকুচি, পাবনা	
৬৬।	পূর্ণেন্দু বিকাশ মজুমদার	৪০৩৪	সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	
৬৭।	পুলিন বিহারী দেব	৪০৮৩	কানাইঘাট, সিলেট	
৬৮।	ফয়েজ আহমেদ	৮৯৬	ঈশ্বরদী, পাবনা	
৬৯।	ফয়জুল আম্বিয়া চৌধুরী	৮৮২	রাজনগর, সিলেট	
৭০।	ফারুক মোহাম্মদ ছিদ্দিকী	৮৮৩	বোয়ালখালী চট্টগ্রাম	
৭১।	বদরুল ইসলাম	৭৩১	বাঙ্গারামপুর, কুমিল্লা	
৭২।	বিনয় গোপাল চক্রবর্ত্তী	৭৪০	পীরগাছা, রংপুর	
৭৩।	বেনু গোপাল দে	৭৩৯	কাঠালিয়া, বাখেরগঞ্জ	
৭৪।	বশীর আহাম্মদ খন্দকার	৭৩৭	হিজলা, বাখেরগঞ্জ	
৭৫।	বেন্‌জীর আহমেদ	৭২৭	উজিরপুর, বাখেরগঞ্জ	
৭৬।	বিপিন কিশোর চাকমা	৭৬৬	কোতয়ালী, পর্বত চট্টগ্রাম	
৭৭।	মোঃ আবদুল জব্বার	২০২৭	মেহেদী গঞ্জ, বাখেরগঞ্জ	
৭৮।	মোঃ ফারুক শিকদার	১৮০৪	চরফ্যাশন, বাখেরগঞ্জ	
৭৯।	মোঃ নূরুল ইসলাম	১৭৯৪	রজাপুর, বাখেরগঞ্জ	
৮০।	মোঃ সারোয়ারুজ্জামান	১৪৩০	ভাণ্ডারিয়া, বাখেরগঞ্জ	থানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসেননি
৮১।	মোঃ আতিয়ার রহমান মোল্যা	১৩৯৮	নাজিরপুর, বাখেরগঞ্জ	
৮২।	মোঃ আবদুল লতিফ সরকার	৩২০৪	উলিপুর, রংপুর	
৮৩।	মোঃ সফিকুল ইসলাম	৩২১৭	বদরগঞ্জ, রংপুর	
৮৪।	মোঃ নজরুল ইসলাম	৩০৩৫	ডিমলা, রংপুর	
৮৫।	মুহাম্মদ আশেক হোসেন	২৪৭৫	গঙ্গাছড়া, রংপুর	

১	২	৩	৪	৫
৮৬।	মোঃ আবদুর রহিম তরফদার	২৮৭৮	কাজীপুর, পাবনা	
৮৭।	মোঃ আকরাম হোসেন	১৮০৮	চাটমোহর, পাবনা	
৮৮।	মোঃ মজিবুর রহমান	৩০৯৯	ফুলবাড়ী, দিনাজপুর	
৮৯।	মোঃ আমিন উদ্দিন	৩৫৯২	ফুলবাড়ী, রংপুর	
৯০।	মোঃ তফাজ্জল হোসেন	৩৪২৬	ফরিদপুর, পাবনা	
৯১।	মোঃ মোস্তফা কামাল	৩১১৩	কচুয়া, কুমিল্লা	
৯২।	মুহঃ ইসমাইল হোসেন খান	৩১৩৬	দাউদকান্দি, কুমিল্লা	
৯৩।	মোঃ বেলায়েত হোসেন	৩৭৯২	পীরগঞ্জ, দিনাজপুর	
৯৪।	মীর শফিউর রহমান	১৭০৮	ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর	
৯৫।	মোঃ আবদুল মান্নান	৩৮২৫	সাদুল্লাপুর, রংপুর	
৯৬।	মোঃ ফখরুল আলম	৩৮৯০	নীলফামারী, রংপুর	
৯৭।	মুহঃ নজরুল ইসলাম	১৭৫৩	ফেনী, নোয়াখালী	
৯৮।	মোঃ আখতার হোসেন	৩২৮২	চিরির বন্দর, দিনাজপুর	
৯৯।	মোঃ আবু বকর	৩৪৩৪	ঝালকাঠি, বাখেরগঞ্জ	
১০০।	মোঃ আবুল কাসেম	১৯৬২	পঁচাগড়, দিনাজপুর	
১০১।	মোঃ আমজাদ হোসেন	১৪৩১	পিরোজপুর, বাখেরগঞ্জ	
১০২।	মোঃ আবদুল আলীম খান	২৮১০	কামারখন্দ, পাবনা	
১০৩।	মোঃ ইয়াকুব আলী	২৫৯৫	আজমীরিগঞ্জ, সিলেট	
১০৪।	মুহঃ ছিদ্দিকুর রহমান	১৭১৮	সরাইল, কুমিল্লা	
১০৫।	মোঃ সুলতান মাহমুদ খান	৩৬৩৮	বুড়িচং, কুমিল্লা	
১০৬।	মোঃ ইমদাদুল হক প্রামানিক	১৪৪৪	রায়গঞ্জ, পাবনা	
১০৭।	মোঃ আজিজুর রহমান	৩৩৫৭	নোয়াবগঞ্জ, দিনাজপুর	
১০৮।	মোঃ নজরুল ইসলাম	৩০৩১	বেড়া, পাবনা	
১০৯।	এম, এম, ইফতিখার-ই-আলম	২৫০৪	রাউজান, চট্টগ্রাম	
১১০।	মোঃ ইদ্রিস হোসাইন	৩২২৮	ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম	

১	২	৩	৪	৫
১১১।	মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ	২৯৭৪	বেলকুচি, পাবনা	
১১২।	মোঃ শামছুল আলম	২৩৯৬	ঘোড়াহাট, দিনাজপুর	
১১৩।	মোঃ আজাদ ইসলাম	২০৮৮	ছাতক, সিলেট	
১১৪।	এম, মাসুদ নেওয়াজ	১৫৭১	মীরসরাই, চট্টগ্রাম	
১১৫।	মোঃ শাহজাদ হোসেন	১৭৪৬	শাঘাট্রা, রংপুর	
১১৬।	মোঃ মাহমুদুল আলম	১৬৮১	বিরল, দিনাজপুর	
১১৭।	মোঃ লুৎফুর রহমান	৩৫৩৮	গৌরনদী, বাখেরগঞ্জ	
১১৮।	মুহঃ আবুতাহের খান	২৪৪৮	তারাস, পাবনা	
১১৯।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	৩৪১৯	কিশোরগঞ্জ, রংপুর	
১২০।	মোঃ আইয়ুব আলী মিয়া	৩৬৬০	মিঠাপুকুর, রংপুর	
১২১।	মোঃ নূরুল ইসলাম	৩২৪০	কুড়িগ্রাম, রংপুর	থানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসেননি।
১২২।	মোহাম্মদ হোসেন	৩১২৮	ভোলা, বাখেরগঞ্জ	
১২৩।	মজিবর রহমান খান	২৭৫৪	লালমোহন, বাখেরগঞ্জ	
১২৪।	মোঃ মাহতাব হোসেন	১৪৬৮	গৌরনদী, বাখেরগঞ্জ	
১২৫।	মোঃ নুরুজ্জামান	৩৭৩৫	গোয়ানঘাট, সিলেট	
১২৬।	মোঃ রফিকুল ইসলাম	৩৩৯৭	রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম	
১২৭।	মোঃ আবদুল হান্নান	৩৪১২	বিশ্বনাথ, সিলেট	
১২৮।	মোঃ দিদারুল আনোয়ার	১৩১২	উখিয়া, চট্টগ্রাম	
১২৯।	মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী	১৮৫৪	কোতয়ালী, পাবনা	
১৩০।	মোঃ গোলাম গাউস	৩১৮৪	সুজানগর, পাবনা	
১৩১।	মোঃ খলিলুর রহমান	২৫৯৩	কুড়িগ্রাম, রংপুর	
১৩২।	মোঃ খালেদ হোসেন	৩৪২৮	হাতিবান্দা, রংপুর	
১৩৩।	মিজানুর রহমান	২৯৭০	ধরমপাশা, সিলেট	
১৩৪।	মোঃ রফিকুল হক	৩৭৯৪	সুনামগঞ্জ, সিলেট	
১৩৫।	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	৩৩১৬	কোতয়ালী, দিনাজপুর	

১	২	৩	৪	৫
১১১।	মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ	২৯৭৪	বেলকুচি, পাবনা	
১১২।	মোঃ শামছুল আলম	২৩৯৬	ঘোড়াহাট, দিনাজপুর	
১১৩।	মোঃ আজাদ ইসলাম	২০৮৮	ছাতক, সিলেট	
১১৪।	এম, মাসুদ নেওয়াজ	১৫৭১	মীরসরাই, চট্টগ্রাম	
১১৫।	মোঃ শাহজাদ হোসেন	১৭৪৬	শাঘাট্রা, রংপুর	
১১৬।	মোঃ মাহমুদুল আলম	১৬৮১	বিরল, দিনাজপুর	
১১৭।	মোঃ লুৎফুর রহমান	৩৫৩৮	গৌরনদী, বাখেরগঞ্জ	
১১৮।	মুহঃ আবুতাহের খান	২৪৪৮	তারাস, পাবনা	
১১৯।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	৩৪১৯	কিশোরগঞ্জ, রংপুর	
১২০।	মোঃ আইয়ুব আলী মিয়া	৩৬৬০	মিঠাপুকুর, রংপুর	
১২১।	মোঃ নূরুল ইসলাম	৩২৪০	কুড়িগ্রাম, রংপুর	থানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসেননি।
১২২।	মোহাম্মদ হোসেন	৩১২৮	ভোলা, বাখেরগঞ্জ	
১২৩।	মজিবর রহমান খান	২৭৫৪	লালমোহন, বাখেরগঞ্জ	
১২৪।	মোঃ মাহতাব হোসেন	১৪৬৮	গৌরনদী, বাখেরগঞ্জ	
১২৫।	মোঃ নুরুজ্জামান	৩৭৩৫	গোয়ানঘাট, সিলেট	
১২৬।	মোঃ রফিকুল ইসলাম	৩৩৯৭	রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম	
১২৭।	মোঃ আবদুল হান্নান	৩৪১২	বিশ্বনাথ, সিলেট	
১২৮।	মোঃ দিদারুল আনোয়ার	১৩১২	উখিয়া, চট্টগ্রাম	
১২৯।	মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী	১৮৫৪	কোতয়ালী, পাবনা	
১৩০।	মোঃ গোলাম গাউস	৩১৮৪	সুজানগর, পাবনা	
১৩১।	মোঃ খলিলুর রহমান	২৫৯৩	কুড়িগ্রাম, রংপুর	
১৩২।	মোঃ খালেদ হোসেন	৩৪২৮	হাতিবান্দা, রংপুর	
১৩৩।	মিজানুর রহমান	২৯৭০	ধরমপাশা, সিলেট	
১৩৪।	মোঃ রফিকুল হক	৩৭৯৪	সুনামগঞ্জ, সিলেট	
১৩৫।	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	৩৩১৬	কোতয়ালী, দিনাজপুর	

১	২	৩	৪	৫
১৩৬	মুকুল রতন বড়ুয়া	২৯৪৬	চন্দ্রঘোনা, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	সংস্থাপন বিভাগ কর্তৃক প্রশিক্ষণ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
১৩৭।	মো: ইলিয়াস	৩০২৪	শ্রীমঙ্গল, সিলেট	
১৩৮।	মো: সহীদুর রহমান খান	২৯৯৭	তেঁতুলিয়া, দিনাজপুর	
১৩৯।	মো: সফিকুল আজিম খান ছিদ্দিকি	১৩১৩	টেকনাফ, চট্টগ্রাম	
১৪০।	মির্জা এম, এ, সাত্তার	২৪৩৬	কাহরল, দিনাজপুর	
১৪১।	মোকাররম বিল্লা চৌধুরী	১৪৩৯	সেনবাগ, নোয়াখালী	
১৪২।	মো: আবদুল জলিল মণ্ডল	৩৮২৯	ভুরুংগামারী, রংপুর	
১৪৩।	মো: মোস্তাফিজুর রহমান	১৮২৯	নাগেশ্বরী, রংপুর	
১৪৪।	মো: সহিদুল হক	৩০২২	ভাণ্ডারীয়া, বাখেরগঞ্জ	
১৪৫।	মো: ইকরামুল কবির	১২৮৯	বানারী পাড়া, বাখেরগঞ্জ	
১৪৬।	মো: লুৎফর রহমান	৩৮৬৩	দেবীগঞ্জ, দিনাজপুর	
১৪৭।	মুহ: আখতারুজ্জামান	২৮৪০	বালিয়াডাঙ্গী, দিনাজপুর	
১৪৮।	মো: মতিয়ার রহমান মৃধা	১৬০২	লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী	
১৪৯।	মো: এমদাদ আলী	২৯১০	ডোমার, রংপুর	
১৫০।	মো: রায়হানুল হক	১৭৯৩	গাইবান্দা, রংপুর	
১৫১।	মুহ: জুলফিকার আলী	১৯০৬	আটোয়ারী, দিনাজপুর	
১৫২।	মুহ: রফিকুল বারী	২২১৯	কোতয়ালী, রংপুর	
১৫৩।	মো: আবু জাহাঙ্গীর	২৭২৩	শাহজাদপুর, পাবনা	
১৫৪।	মো: সফিকুল ইসলাম	৩২৩৪	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা	
১৫৫।	মো: আমিরুজ্জামান	১৪৪৩	চিলমারী, রংপুর	
১৫৬।	মো: মোয়াজ্জেম হোসেন	২০৫৩	লাখাই, সিলেট	যোগদান করে কিছু দিন পর প্রশিক্ষণ ত্যাগ করেন।
১৫৭।	মো: ইসমাইল জবিউল্যাহ	২৭৩৯	রায়পুর, নোয়াখালী	
১৫৮।	মো: আবু ওয়াহীদ	৩৬১৯	পাটগ্রাম, রংপুর	

১	২	৩	৪	৫
১৫৯।	মো: গোলাম কবির	২৪৯০	মঠবাড়ীয়া, বাখেরগঞ্জ	
১৬০।	মো: ঈসা	১৬৭৮	কোতয়ালী, রংপুর	
১৬১।	মো: হাবিবুর রহমান	৩৩০৬	পাঁচলাইস, চট্টগ্রাম	
১৬২।	মো: দেলোয়ার হোসেন	২৪৭১	বানীয়াচং. সিলেট	যোগদান করে কিছুদিন পর প্রশিক্ষণ ত্যাগ করেন।
১৬৩।	মো: ছিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী	২৯৯২	কোতয়ালী, সিলেট	
১৬৪।	এম, এ, খালেক	১৬১২	হোমনা, কুমিল্লা	
১৬৫।	মোহাম্মদ আবদুল্লাহ	১৭৩২	চাঁদপুর, কুমিল্লা	
১৬৬।	মো: শাহজাহান আলী বিশ্বাস	১৯২৯	হাকিমপুর, পুরদিনাজ	
১৬৭।	মোহাম্মদ জেলদার রহমান	১৩৯১	কালিগঞ্জ, রংপুর	
১৬৮।	মো: আওকাত আলী	৩৬১৭	চৌহালী, পাবনা	
১৬৯।	মুহ: সিরাজুল ইসলাম	২৫৮৬	রাণী শনকাইল, দিনাজপুর	
১৭০।	মো: মনিরুল ইসলাম	১৬৮৬	উল্লাপাড়া, পাবনা	
১৭১।	মো: আবদুস সালাম	৩৩৯৪	চন্দ্রঘোনা. পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	
১৭২।	মো: আহসান উল্লাহ	২৪৮৫	বোদা, দিনাজপুর	
১৭৩।	মুহম্মদ তাবিবর রহমান	২০৩২	আটঘড়িয়া, পাবনা	
১৭৪।	মো: আজিজুর রহমান	১২৮৭	কাওনিয়া, রংপুর	
১৭৫।	মো: আবদুল লতিফ	৩৬৬৯	সৈয়দপুর, রংপুর	থানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসেননি।
১৭৬।	মো: মোমিনুর রহমান	৩৮৩৮	মতলব, কুমিল্লা	
১৭৭।	মো: নজমুল হক	২০০৩	সোনাগাজী. নোয়াখালী	যোগদান করে কিছুদিন পর প্রশিক্ষণ ত্যাগ করেন
১৭৮।	রাধেশ্যাম দেবনাথ	৪১২১	কাউখালী, বাখেরগঞ্জ	
১৭৯।	রফিকুল ইসলাম	৪১৬৬	বানারীপাড়া, বাখেরগঞ্জ	
১৮০।	রুহুল আমিন	৪২০১	বীরগঞ্জ, দিনাজপুর	

১	২	৩	৪	৫
১৮১।	লুৎফর রহমান	১২৭৫	সোনাগাজী, নোয়াখালী	
১৮২।	শ্রী ভুপেন দেবনাথ	৭৪৮	ফুলছড়ী, রংপুর	
১৮৩।	শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক	৪১৮৩	তমিজ উদ্দিন, বাখেরগঞ্জ	
১৮৪।	শ্রী প্রনবকান্তি চক্রবর্ত্তী	৪০২৭	মাধবপুর, সিলেট	
১৮৫।	শ্রী অরুন কুমার দাস	২৪৩	মৌলভী বাজার, সিলেট	
১৮৬।	শেখ হাফিজুল কবীর	৪৩৯৫	কক্সবাজার, চট্টগ্রাম	
১৮৭।	শেখ নূরুল আমীন	৪৫৮৮	মুরাদনগর, কুমিল্লা	
১৮৮।	শ্রী বনমালী দাস	৭৩৩	বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	
১৮৯।	শ্রী দীলিপ কুমার দত্ত	৮৫০	সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম	
১৯০।	শ্রী রমেশ চন্দ্র বিশ্বাস	৪১৩৭	রৌমারী, রংপুর	
১৯১।	সুজাউদ্দিন আহমেদ	৪৫৪৬	সিরাজগঞ্জ, পাবনা	
১৯২।	সুভাষ চন্দ্র রায়	৭৮০	গোলাপগঞ্জ, সিলেট	
১৯৩।	সিরাজুর রহমান	৪৫৪২	কোতয়ালী, পাবনা	
১৯৪।	সঞ্জীবন চক্রবর্ত্তী	৪৩৫২	দেবীদ্বার, কুমিল্লা	
১৯৫।	সৈয়দ আখতার হোসেন	৪৬৫৯	কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী	
১৯৬।	সফর রাজ হোসেন	৪২৭৮	পলাশ বাড়ী, রংপুর	
১৯৭।	সৌরীন্দ্র মোহন বর্মা	৪২৬৬	চাখারিয়া, চট্টগ্রাম	
১৯৮।	হেলাল আহমদ চৌধুরী	১০০৯	জকিগঞ্জ (গোলাপগঞ্জ), সিলেট	
১৯৯।	হাসান বানু	১০০৬	কোতয়ালী, চট্টগ্রাম	থানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসেননি।

পরিশিষ্ট—খ

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT, KOTBARI, COMILLA.

No. January 8,1976.

From : Training Co-ordinator
BARD, Kotbari, Comilla.

To : (a) All Dy. Commissioners concerned,
(b) All S. D. Os, concerned,
(c) All Circle Officers (Dev.) concerned.

Sub : Field training and study programme for Special Superior Service candidates as selected by Bangladesh Puplic Service (First) Commission.

Dear Sir(s),

Please find sent herewith a copy of the Instructions and Time Schedule for field study and training programme of the selected candidates on the results of Special Superior Service (non-Freedom Fighters) examination by the Public Service (First) Commission which is self explanatory. This has a reference to Establishment Division (Bangladesh Government) letter No. G-5/1-19/75-753/1(19) dated 26.12.75 on the same subject requesting Dy. Commissioners kindly to extend all necessary assistance and co-operation in this regard.

May, we, therefore, request you to be pleased enough to take necessary action for successful completion of the aforesaid training programme as per time schedule and guidance (copy attached herewith). Thanking you.

Yours faithfully,
(M. Ameerul Huq.)
Training Co-ordinator,
BARD, Comilla.

c. c. to :-

1. Secretary, Establishment Division, Govt. of the peoples Republie of Bangladesh, Dacca.
2. Secretary, Ministery of Rural Development and Co-operatives, Bangladesh Secretariat, Dacca.
3. Secretary, Local Government, Bangladesh Secretariat,, Dacca.

পরিশিষ্ট—খ

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT, KOTBARI, COMILLA.

No. January 8,1976.

From : Training Co-ordinator
BARD, Kotbari, Comilla.

To : (a) All Dy. Commissioners concerned,
(b) All S. D. Os, concerned,
(c) All Circle Officers (Dev.) concerned.

Sub : Field training and study programme for Special Superior Service candidates as selected by Bangladesh Puplic Service (First) Commission.

Dear Sir(s),

Please find sent herewith a copy of the Instructions and Time Schedule for field study and training programme of the selected candidates on the results of Special Superior Service (non-Freedom Fighters) examination by the Public Service (First) Commission which is self explanatory. This has a reference to Establishment Division (Bangladesh Government) letter No. G-5/1-19/75-753/1(19) dated 26.12.75 on the same subject requesting Dy. Commissioners kindly to extend all necessary assistance and co-operation in this regard.

May, we, therefore, request you to be pleased enough to take necessary action for successful completion of the aforesaid training programme as per time schedule and guidance (copy attached herewith). Thanking you.

Yours faithfully,
(M. Ameerul Huq.)
Training Co-ordinator,
BARD, Comilla.

c. c. to :-

1. Secretary, Establishment Division, Govt. of the peoples Republic of Bangladesh, Dacca.
2. Secretary, Ministery of Rural Development and Co-operatives, Bangladesh Secretariat, Dacca.
3. Secretary, Local Government, Bangladesh Secretariat,, Dacca.

PART II

C. PROGRAMME OF FIELD STUDY

Duration : Three and half months
Base : Thana Head Quarters

Section – I : Socio-Economic Characteristics of the Thana

—Geography and demography.
—Agriculture (Land ownership, land use, cropping pattern, etc.)
—'Swanirvar' programme.
—General economic situation (occupation, income distribution, land valuation and transfer of land, migration to urban areas, etc.)
—Socio-cultural system (social stratification, power distribution, social values, religious institutions, family pattern, etc.)
—Education (types of institution, physical facilities, enrollment, local participation school mapping, non-formal education, etc.)
—Rural industry (types and technology, etc.)
—Marketing system.
—Local co-operatives.
—Communication media.
—Transport system.
—Taxation system, credits and subsidies.

Soction – II : Thana Administration (Structure and Function)

—Circle Officer, Development.
—Police Station and Other Law Enforcing agencies.
—Family Planning Office.
—Thana Education Office
—Thana Agriculture Office.
—Bangladesh (Inputs) Supplies and Services Corporation.
—Thana Training and Development Centre, Thana Central Co-operative Association (TTDC/TCCA).
—Integrated Rural Development Programme (IRDP)
—Public Health Office.
—Telephone, Telegraph and Postal Services.
—Forest, Fisheries and Livestock Offices.
—Community Development Projects.
—Voluntary Associations/Agencies.
—Local participation in Rural Development.
—General Co-ordination.

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT
KOTBARI, COMILLA.
JANUARY, 1976.

Instructions and time schedule for field study and training programme for the selected candidates on the results of special superior service (non-freedom fighters) examination by the public Service (First) Commission.

1. The candidates under training officers (UTO) will be sent to different thanas and TTDC for 3½ month's field study and training programme from 22/23-1-1976 from BARD, Kotbari, Comilla.

2. The Circle Officer (Dev.) of the respective thanas will look after the officers(s) stay, board and lodging. He will also take care of the programme implementation and operation of the course at the thana.

3. The UTO will report to the respective C. O. (Dev.) in the thana by the second or third day of his/their departure from BARD.

4. All services and facilities used and enjoyed by the UTO(s) at the thana should be paid for so long he/they will be in the field.

5. The main objective of this 'Field Study and Training Program' is 'Learning by Doing and Getting Oriented' about the total prevailing situation in that area.

6. During the first few days stay at the thana and TTDC the UTO will get a general orientation adout the workings of the thana(and the TTDC) from the C. O. (Dev.). The Circle Officer will ; please along with explanation of other activities in general terms, specifically mention and explain the works programme, TTDC workings, TIP, Food for works programme. Swanirvar and Relief (activities and forms)' co-ordination activities, Union Parishads, etc. The UTO may accompany the C. O. (Dev.) when he is on tour.

7. The C. O. (Dev.) will introduce the UTO to other officials at the thana and will make requests for all necessary co-operation and collaboration, explaining the objectives of the training programme. The officers of the TTDC are olso hereby requested to orient the UTO about their

respective functions and activities both in the office and in the field. The UTO will also work and learn while he is attached with respective officials.

8. When attached with a specific official, the UTO will study specific programmes in the office and the field. The UTOs are required to undergo enough field tours and visits into the villages and places of work with or without thana officials.

9. The UTO will stay in one specific village for 1(one) full month. During his stay at the village he will study the village situation in terms of socio-economic activities and other aspects in details as far as possible. While he will be in the village will also study a project like Food for Works Programme/Irrigation Scheme/Family Planning Project/Food grain centre in or outside the village. That is, the UTO will study a) the thana in general (b) village in particular and (c) a project in specific. One single report on the stay will contain all these three parts. The village selected for stay and study should be away from the thana centre.

10. In addition to this instruction sheet for additional/guidance to points 5-9 above the C. O. (Dev.) and the UTO will also follow Part-II of the syllabus (as attached) for 'Field Study Programme' and study the different issues, aspects ; and collect necessary data and information for report writing. The issues and programmes indicated in this'Field Study Programme' are supplementary and integrated. Treatment and understanding of the subjects will be required to be that way.

11. The UTO will maintain a diary of work and it must be countersigned by the C. O. (Dev.) at regular intervals as agreed by the two officers (the UTO and the C. O. Dev.). The report on the field work study programme as prepared by the UTO during the last 2(two) weeks of his stay will also be required to be countersigned by the C. O. (Dev.)

12. The UTO must finish report writing right at the thana during the last two weeks of his stay. The UTO will be required to submit the report by the second day of his reporting back at the BARD positively.

13. Where there is no TCCA or any other official as mentioned in the time schedule, the time thus available will be utilized as per suggestion of the C. O. (Dev.).

14. The C. O. (Dev.) and the UTO will please follow the time allocation and schedule as attached. This is tentative and can be adjusted locally as and when necessary by joint discussion (the C. O., the UTO and others connected with the programme).

15. There will be no leave for the UTO during his field work stay except on emergency. The C. O. (Dev.) will please follow up the matter as occasion demands.

16. The C. O. (Dev.) and the UTO may write to the Programme Organisers at BARD as and when necessary seeking any clarification.

17. The UTO will be required to be back at BARD by 5th May, 1976 positively. The UTO will get a certificate of departure from the C. O. (Dev.) when he starts for reporting at BARD. No one should leave for BARD before Ist May, 1976.

(M. Ameerul Huq)
Programme Co-ordinator,
BARD, Comilla.

No. January 5, 1976.

Copy to :-

1. All Sub-Divisional Officers concerned.
2. All Circle Officers concerned.
3. All Under Training Officers at BARD.
4. Director-General, CSTA, University Campus, Dacca.
5. Deputy Secretary, Establishment Division, Bangladesh Government, Dacca.
6. Secretary, Rural Development and Co-operatives, Bangladesh Government, Dacca.
7. Secretary, Local Government, Bangladesh Government, Dacca.
8. All Faculty Members, BARD, Comilla.

Time Schedule and Time Allocation for Field Work Programme

(Beginning from 22/23-1-1976)

1.	Circle Officer (Dev.)	6 days	Will please orient about the TTDC, Rural Works Programme, Swanirvar activities, etc.
2.	Thana Project Officer	5 ,,	Will please orient about the TCCA activities in the Thana.
3.	Thana Agriculture Officer and Thana Plant Protection Assistant	6 ,,	Will please orient about the agricultural works, extension services and plant protection programmes.
4.	Thana Irrigation Officer and Thana Inspector (BADC)	3 ,,	Will please orient about the TIP programme and other services and supplies of agricultural inputs.
5.	Thana Fishery Officer and Thana Livestock Officer	4 ,,	Will please orient about the fisheries programmes and livestock services activities.
6.	Thana Family Planning Officer and Sanitary Inspector (Health and Sanitation)	8 ,,	Will please orient about the family planning activities and health and sanitation programmes in the Thana.
7.	Thana Education Officer	3 ,,	Will please orient about the educational programmes and activities both formal and informal in the Thana.
8.	Thana Co-op. Officer	3 ,,	Will please orient about the co-operative activities in the Thana.

9.	Circle Officer (Rev.)	3 days	Will please orient about the revenue collection activities in the Thana.
10.	The Officer-in-Charge (O/C) of the Police Station	4 ,,	Will please orient about the law and order position concerning disputs, crimes, litigation, etc. in the Thana.
11.	Stay and study at the village	30 ,,	May occasionally visit the TTDC for consultation with the C O. (Dev.).
12.	Back with the Project Officer at TCCA	5 ,,	Review the activities of their stay and collect necessary information and data concerning TCCA and Thana for their individual report writing.
13.	Back with the C. O. (Dev.)	4 ,,	Review the activities of their stay with the C. O. (Dev.) and other Thana officials for report writing.
14.	Report writing and back to BARD	14 ,,	Completion of field work.
		104 days	

N. B. (a) The time allocation is tentative. This can be revised and adjusted as per instructions.

(b) The UTO along with getting oriented will also be required to work as counterpart when attached to a particular officer at the Thana during his field study.

পরিশিষ্ট — গ

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT
KOTBARI, COMILLA.

March 3, 1976.

Additional guidelines for BSS trainees working at the thanas
(in the light of inspection tour impression of
BARD faculty members).

1. Different members of the BARD faculty paid visits to about 30 different thanas in the districts of Comilla, Noakhali, Chittagong, Hill Chittagong, Rangpur, Pabna and Dinajpur during the month of February, 1976 to see the field work activities of the BSS probationers who had been working in the field since 3rd week of January, 1976.

2. The over-all impressions got by different members of the faculty agreed to say that the probationers have been serious in their work and were taking interest in their field study programmes.

3. The under training officers and other officials expressed satisfaction saying that it was a good idea to send the UTOs in the thanas for field training. The UTOs have also expressed that they have been facing the realities and learning a lot about the field situations.

4. But there were some irregularities as well. Some of the officers under training were found to be absent. They were, in fact, found to be on unauthorised leave. We hope this should not continue to happen any more at any place.

5. Some were found to be on approved leave but the periods were found to be quite long. In the instruction sheets it was provided that there would be no leave without emergency. This should be followed as instructed.

6. Some of the officers were found to be residing outside the TTDC or thana they have been assigned to work. They have been frequently going home and visiting relatives elsewhere. This should not continue. No

under training officer should leave the thana without permission of the Circle Officer (Dev.).

7. The under training officers have been making enquiries about the medium of language that should be followed in writing the field report. We are hereby instructing that the officers can use any of the two lan guages i. e., Bengali or English. But they should not mix up both for writing reports. They may use different language for different chapters (i. e., either Bengali or English) of the report if they like and feel convenient.

8. The field report should not exceed 50 to 60 full scape typed pages or 80 to 100 handwritten full scape pages. The report should preferably be bounded. We would again like to emphasise that the UTOs finish their report writing before they leave their respective place of work (thana) for BARD.

9. The report should preferably contain 3 parts : (1) The thana descriptions and information in general, (2) The village case study and (3) The project case studies. Separate copies of village plans and project reports may be sent to Mr. Mahbub Alam Chashi (or to us).

10. Many of the participants have expressed their anxiety during the inspection visits and through letters about the note of Mr. M. A. Chashi on village planning and five projeet studies. Trainees should try to accommodate to fulfil the requirements as far as possible in the light of the general instructions already given. They need not worry much about this if they find it impossible for various reasons.

11. Some of the officers have also expressed that full co-operation from different levels (district, sub-division and thanas) have not been forthcoming. We would again request the district, sub-division and thana administration and relevant officials to kindly extend all necessary co-operations to the under training officers. We have already sent necessary letters of request to district, sub-division and thana administration concerned about this.

12. We have already sent by Money Orders the training allowances for the month of February to those who have opted for drawing training allowances from the Academy. The allowances for March will likewise be sent by Money Orders in due course. The trainees will receive their training allowances for April in May after their arrival at BARD around 7th or 8th May. Travelling allowances to and from BARD for field study will be paid to all UTOs concerned after their arrival at BARD in May. So no request for sending training or travelling allowances be sent to us any more during their stay in the field.

13. The supervisory officials at district, sub-division and thana level are requested to please inform us if they find any irregularity concerning the field study on the part of any UTO.

14. We would like to pay a few more visits to different districts and thanas soon to see the latest working conditions of the UTOs.

15. We would take this opportunity to thank all the officials who have been taking pains to guide the UTOs and co-operating with them for successful completion of the field study programme.

M. Ameerul Huq
Training Officer.

No : BARD/ March 3, 1976.

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Mr. Bahadur Munshi,
   Deputy Secretary,
   Establishment Division,
   Government of the People's Republic of Bangladesh, Dacca.
2. Mr. Mahbub Alam Chashi, Special Secretary (Swanirvar),
   Ministry of Agriculture, Govt. of the People's Republic
   of Bangladesh, Dacca.

3. All Deputy Commissioners of districts concerned.
4. All S. D. Os. of sub-divisions concerned.
5. All Circle Officers. (Dev.) of thanas concerned.
6. All Under Training Officers at BARD concerned (posted at different thanas for field study programme).
7. Director, BARD and members of the Faculty Council, BARD, Comilla.

M. Ameerul Huq
Training Officer.

পরিশিষ্ট—ব

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT
KOTBARI, COMILLA.

Final supplementary information and guidelines to the B. S. S. probationers working at different thanas in Bangladesh.

1. We have visited a few more thanas in different districts where the BSS trainees have been doing their field study programme. Besides, we have received a number of letters both from the trainees and the Circle Officers (Dev.). From all these the following few points have been made out for information, guidance and necessary action of all concerned.

2. Some of the trainees have left the training from the field without any information to the Circle Officer (Dev.) concerned or to us. We presume there could be other cases of similar type as well. We would request the under training officers as well as the Circle Officers (Dev.) to please report to us all such cases for record and necessary action.

3. We had sent training allowances to the trainees for February through Money Orders. Some of the Money Orders have been returned to us. It seems the trainees were absent or not in station or all together missing. So we will not sent any more allowances to such trainees unless otherwise indicated by the trainee concerned.

4. It seems from different letters received and discussions made that some of the trainees are still confused about the nature of projects they are supposed to work in, make observation and make study of. We said this could be of different types and nature like Works Programme, Food for Works Programme, TIP, Swanirvar Programme and the like. This has to be at any case decided on the merit of the case and the situation available. The Circle Officer (Dev.), the under training officer and any other relevant officers may jointly decide about the projects to be studied, observed and participated in.

5. We are also sending herewith a paper prepared by Mr. Alam Chashi giving different ideas about viliage planning, Swanirvar activities and village stay and study etc. We hope this will be helpful to the trainees and help remove confusion that prevailed.

6. In some of the thanas, the Circle Officers' (Dev.) job have been looked after by other officers like Circle Officer (Rev.) or Circle Officer (Dev.) of the same or adjacent and nearby thanas. This has caused inconveniences both to the officers-in-charge of the thana or Circle Officer (Dev.) and to the trainees as well. Since two-third of the study programme period is over this would be difficult to make alternative arrangements. We would, therefore, request both sides to please manage to complete the field work as best as they can with the existing situations.

7. We are sending allowances for March to the trainees within a couple of days time. All the trainees concerned are requested to be alert and contact the Post Offices and leave intimation to the Cirele Officers (Dev.) accordingly.

8. We are also sending herewith a copy of the final syllabus content with necessary instructions as desired by the Establishment Division. We would like to mention that the field reports be completed by the time the trainees report BARD for the third phase training programme on 5th May, 1976.

9. We would again like to thank all the officers who have been so pleased to help and co-operate for successful completion of the field study programme of the B. S. S. probationers at the different thanas.

(M. Ameerul Huq)
Training Officer,
BARD, Comilla.

পরিশিষ্ট—ব

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT
KOTBARI, COMILLA.

Final supplementary information and guidelines to the B. S. S. probationers working at different thanas in Bangladesh.

1. We have visited a few more thanas in different districts where the BSS trainees have been doing their field study programme. Besides, we have received a number of letters both from the trainees and the Circle Officers (Dev.). From all these the following few points have been made out for information, guidance and necessary action of all concerned.

2. Some of the trainees have left the training from the field without any information to the Circle Officer (Dev.) concerned or to us. We presume there could be other cases of similar type as well. We would request the under training officers as well as the Circle Officers (Dev.) to please report to us all such cases for record and necessary action.

3. We had sent training allowances to the trainees for February through Money Orders. Some of the Money Orders have been returned to us. It seems the trainees were absent or not in station or all together missing. So we will not sent any more allowances to such trainees unless otherwise indicated by the trainee concerned.

4. It seems from different letters received and discussions made that some of the trainees are still confused about the nature of projects they are supposed to work in, make observation and make study of. We said this could be of different types and nature like Works Programme, Food for Works Programme, TIP, Swanirvar Programme and the like. This has to be at any case decided on the merit of the case and the situation available. The Circle Officer (Dev.), the under training officer and any other relevant officers may jointly decide about the projects to be studied, observed and participated in.

পরিশিষ্ট—৬

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT KOTBARI, COMILLA.

Guidelines for study of a on-going development project at the thana and TTDC.

(i) Location of the project.
—Name of the project.
—How the project was initiated ?
—Role of the villagers.
—Union Parishad.

(ii) If the scheme was selected by the Union Parishad and why ?

(iii) In the final approval of the project what were the stages involved ?

(iv) Justification of time taken between the date of initiation and the date of final approval of the project.
—When the scheme was submitted ?
—How preliminary selection was made by C. O. (Dev.) ?
—Preparation of the estimate by the supervisor.
—Placement of the fund by the Govt. and position of the fund.
— Priority of the scheme.

(v) Factors considered in finally approving the project.

(vi) How the project was executed ?

(vii) Under whose supervision the project was executed and how it was supervised ?
—Who did supervise the work ?
—Who took measurement ?
—Problem, if any and solution found.

(viii) What was the mode of payment and how account was maintained and adjusted ?

—How payment was made ?

—How account was adjusted ?

(ix) Whether the account was audited and if so by whom ?

—How audit and account was done ?

—To what extent the over-all accountability has been maintained ?

—People's participation in the project, if any.

—General overservations about the project and its implementation with suggestions for improvement.

পরিশিষ্ট—৬

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT KOTBARI, COMILLA.

Conference on on-going development field programmes in Bangladesh – A teatative working paper.

1. About 200 Bangladesh Superior Service probationers have been working at different thanas spread over in 10 different districts. They will be doing their field work and study for $3\frac{1}{2}$ months from early January to 30th April, 1976.

2. They have been given elaborate outline on the field activities to be observed, participated and studied as per guidelines attached hereto.

3. The probationers are required to write detailed reports on 3 different headlines like : (a) A general description of the thana and development activities, (b) Specific case studies of a village in terms of on-going developmet programmes and future planning and prospects, and (c) Project studies like TIP, Food for Works Programme, Swanirvar Work Camp etc.

4. We expect that these 200 probationers will collect enough data and information on the different development activities that are being implemented in the field. And we hope that they will also bring up-to-date and correct information regarding all these. So this would be a good opportunity for the different Government departments, the Academy, and the planners and administrators at different levels to be acquainted with the real and up-to-date position of the development programmes.

5. Therefore, we feel that the proposed conference should be attended by different departmental representatives specially from the Establishment Division, the IRDP, the BADC, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives, the Planning Commission, the Registrar of Co-operative Societies, and the Special Secretary (Swanirvar) of the Ministry of Agriculture.

6. We propose that the conference be held at BARD on 10th and 11th May, 1976. The trainees would, of course, report back at BARD on the 5th of May, 1976. From 5th of May to 9th May, the probationers will make necessary preparations for presentation of field work experiences in the conference under the guidance and direction of BARD faculty members.

7. We would, therefore, very much like the active participation by different representatives of the agencies and departments as above. This, we hope, will enable us to prepare a report out of the discussions of the conference for necessary follow-up actions by the departments concerned. We do also hope to come out with a report immediately following the conference. The report can be circulated for the use of allconcerned.

8. At this stage we would request the departments and agencies concerned to treat this as an invitation for participation in the conference. We would, of course, also like at this stage comments and suggestions from the proposed participants to make the conference a success and useful to us all. A detailed programme of the conference will be sent to different participants in due course.

(A. Aziz Khan)
Deputy Director (Training),
B. A. R. D.
Kotbari, Comilla.

No. April 2, 1976.

cc to :-

1. Mr. Mahbub Alam Chashi,
   Special Secretary (Swanirvar),
   Ministry of Agriculture,
   Govt. of the Peoples's Republic of Badgladesh, Dacca.
2. Deputy Chairman,
   Planning Commission,
   Govt. of the People's Republic of Bangladesh, Dacca.

3. Secretary,
Ministry of Local Government, Rural Development & Co-operatives, Govt. of the People's Republic of Bangladesh, Dacca.
4. Secretary,
Ministry of Agriculture,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh, Dacca.
5. Secretary,
Health and Family Planning,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh, Dacca.
6. Director-General,
IRDP,
Samabaya Bima Bhaban,
24-25, Dilkusha Commercial Area, Dacca.
7. Registrar,
Co-operative Societies,
9/D, Motijheel Commercial Area,
Samabaya Sadan, Dacca.
8. Mr. A. M. M. Bahadur Munshi,
Deputy Secretary,
Establishment Division,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh, Dacca.

(A. Aziz Khan)
Deputy Director (Training).

পরিশিষ্ট—ছ

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT KOTBARI, COMILLA.

Some guidelines for the B. S. S. probationers at BARD for the first one week after return from $3\frac{1}{2}$ months' field studies and stay at different thanas.

1. We welcome you back at BARD for being able to complete $3\frac{1}{2}$ months' field study and training programme at different thanas in Bangladesh. Your programme and other arrangements for the next few days would be as indicated below.

2. All the B.S.S. probationers on their arrival shall report to the Hostel Manager, BARD and settle down in the Hostel.

3. It is expected that two trainees will share one cot. But if any trainee or trainees feels inconvenient with this arrangement, i. e., doubling in a single cot, he or they as an alternative shall sleep on the floor.

4. Four trainees will stay in one room and in each room there shall be two cots. If the trainees find it inconvenient, they would report to the Hostel Manager for removing the cots from the room and make flooring arrangement as before.

5. The trainees will be required to submit their field reports either in typed copies or handwritten on or before 12th May, 1976.

6. On the basis of field experiences and reports of the trainees a conference will be held at BARD auditorium on 10th May, 1976. Representatives from various ministries and departments may remain present in the conference.

7. Trainees have been divided into 4 different groups out of 10 districts and each group will be represented by 2-3 districts. The names of the districts in each group and details about the project-wise discussion and pre-

sentation during the conference period are attached herewith for necessary preparation and guidance of the trainees.

8. The trainees will consolidate their reports firstly on district basis and secondly on project basis, and read out these reports in the conference.

9. The trainees will be required to be present in the BARD auditorium on 6th May, 1976 at 10:30 a. m. wherein the design, objectives, setting and further details about the conference will be explained to them.

10. May 6th, 1976 afternoon have been reserved for the distribution of training allowances and ather necessary administrative arrangements.

11. From May 7th—9th trainees will make necessary preparations for the conference in the light of explanations given by us and consolidate and finalise reports.

12. May 12th will be utilised for necessary preparations both by the trainees and academicians for programme finalisation and course work schedule.

13. May 13th is a public holiday on account of Buddha Purnima.

14. From May 14th, 1976 theoretical training will start and end on July 5th, 1976.

15. Detailed programme for theoretical training and other necessary instructions and guidelines will be circulated to the trainees in due course.

M. Ameerul Huq
Training Officer.

Kazi Sadrul Hoque
Muinul Hasan
Course Organizers.

পরিশিষ্ট—জ

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT
KOTBARI, COMILLA.

Time schedule of group discussions for the consolidation of project-wise reports by different groups.

Date/Day	Time	Topic (s)
7. 5. 76 Friday	8 : 30-10 : 00 a. m.	Consolidation of reports on Rural Works Programme (in terms of planning, implementation, achievements and problems etc.).
	10 : 00-10 : 30 a. m.	Tea break.
	10 : 30-12 : 30 p. m.	Consolidation of reports on Food for, Works Programme (in terms of planning implementation, achievements and problems etc.).
	12 : 30- 2 : 30 p. m.	Jumma prayer and lunch break.
	2 : 30- 4 : 00 p. m.	Consolidation of reports on Thana Irrigation Programme (in terms of planning, implementation, achievements and problems etc.) including agricultural extension and supplies and services.
	4 : 00- 5 : 30 p. m.	Consolidation of reports on family planning, health and sanitation programmes and activities (in terms of planning, implementation, achievements and problems etc.).
8. 5. 76 Saturday	8 : 30-10 : 30 a. m.	Consolidation of reports on co-operatives activities (in terms of planning, implementation, achievements and problems etc.) : TCCA-IRDP and multipurpose co-ops.

10 : 30-11 : 00 a. m.	Tea break.
11 : 00-12 : 30 p. m.	Consolidation of reports on Swanirvar camps and activities (in terms of planning, implementation, achievements and problems etc.).
12 : 30-2 : 00 p. m.	Consolidation of reports on TTDC and co-ordination activities at the thanas (in terms of planning, implementation, achievements and problems etc.).
2 : 00-3 : 00 p. m.	Lunch and rest.
3 : 00-5 : 00 p. m.	Final preparation for the conference to be held on 10. 5. 76 and 11. 5. 76 respectively.

N. B. 1. The project-wise consolidated reports of each session shall have to be submitted just after the completion of each session to the Training Co-ordinator's Office for typing and making ready for final presentation in the conference.

2. The district-wise distribution of groups and their places of discussion are given below :

Group	Districts	Place
I	Rangpur, Dinajpur and Pubna	Room No. C—4
II	Barisal	Room No. C—5
III	Noakhali, Comilla and Sylhet	Academy Auditorium
IV	Chittagong and Chittagong Hill Tracts	Room No. R—9 of B. C. C.

M. Ameerul Huq
Co-ordinator.

Kazi Sadrul Hoque
Muinul Hasan
Course Organizers.

পরিশিষ্ট—ঝ

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT KOTBARI, COMILLA.

Programme for the Conference on the $3\frac{1}{2}$ months Field Training Experiences at the Thanas by the B. S. S. Probationers under training at BARD, May, 1976.

Date & day	Time	Topic(s)	Speaker(s)
10. 5. 76 Monday	10 : 00-11 : 30 a. m. Session—I	a) Introduction to and objectives of the Conference.	Director, Deputy Director (Training), Training Officer.
		b) Presentation of reports on Rural Works Programme (in terms of planning, implementation, achievement and problem) by Groups I, II, III, IV and discussions.	Dy. Commissioner, Comilla (Chairman). Project Group Leaders.
	11 : 30-12 : 00 noon	Tea at Cafeteria No. II	
	12 : 00-1 : 30 p. m. Session—II	Presentation of reports on Food for Works Programme (in terms of planning, implemention, achievement and problem) by Groups I, II, III, IV and discussions.	Addl. Dy. Commissioner, Comilla (Chairman). Project Group Leaders.
	1 : 30- 3 : 00 p. m.	Lunch break.	
	3 : 00-4 : 30 p. m. Session—III	Presentation of reports on Thana Irrigation Programme (in terms of planning, implementation, achievement and problem) including	Dr. M. R. Khan (Chairman).

		agricultural extension, supply and services etc. by Groups I, II, III, IV and discussions.	Project Group Leaders.
	4 : 30-5 : 00 p. m. 5 : 00-6 : 30 p. m. Session—IV	Tea at Cafeteria No. II Presentation of reports on co-operative activities (TCCA-IRDP and multipurpose) by Groups I, II, III, IV and discussions.	Dr. S. M. Ali D. G., CSTA (Chairman). Project Group Leaders.
11. 5. 76 Tuesday	9 : 00-11 : 30 a. m. Session—V	Presentation of reports on village planning, Swanirvar camp activities and problems of landless and their solutions by Groups I, II, III, IV and discussions.	Mr. M. A. Chashi (Chairman). Paoject Group Leaders.
	11 : 30-12 : 00 noon 12 : 00- 1 : 30 p. m. Session – VI	Tea at Cafeteria No. II Presentation of reports on education, family planning, health and sanitation programmes and activities by Groups I, II, III, IV and discussions.	Mrs. Ameena Chowdhury, Coordinador, CSTA (Chairman). roject Group-Leaders.
	1 : 30-3 : 00 p. m. 3:00-5:00 p. m. Session-VII	Lunch break. a) Presentation of reports on the TTDC and coordination activities at the thanas by Groups I, II, III, IV and discussions. b) Presentation of some study tours:personal impressions by the UTOs.	Addl. Dy. Commissioner, Comilla (Chairman). Project Groups Leaders.

5:00-5:30 p. m. Tea at Cafeteria No II

5:30-6:30 p. m. Session- VIII — Presentation of summary of the Conference proceedings and concluding session.

N. B. 10. 5. 76 (1st day)

1. Rapporteurs for the 1st three sessions :
   i) Mr. Manjur-ul Alam (BARD), Team Leader.
   ii) Mr. Zulfiqur Haider Chowdhury (UTO).
   iii) Mr. Syed Aminur Rahman (BARD).
   iv) Project Leaders of Ist three sessions (UTOs).
2. Rapporteurs for the 4th session :
   i) Mr. M. Ahsanullah (BARD), Team Leader.
   ii) Mr. Muinul Hasan (BARD).
   iii) Project Leaders of Session-IV (UTOs).

11. 5. 76 (2nd day)

3. Rapporteurs for the 5th session :
   i) Mr. Abdul Mannan Majumder (BARD), Team Leader.
   ii) Mr. Md. Habibullah (BARD).
   iii) Project Leaders of Session-V (UTOs).
4. Rapporteurs for the 6th session :
   i) Mr. K. S. Hoque (BARD), Team Leader.
   ii) Mr. Md. Lutful Hoque (BARD).
   iii) Project Leaders of Session-VI (UTOs).
5. Rapporteurs for the 7th session :
   i) Mr. M. Ameerul Huq (BARD), Team Leader.
   ii) Mr. Manjur-ul Alam (BARD).
   iii) Project Leaders of Session-VII (UTOs).
6. Rapporteurs for different sessions shown above are requested kindly to take necessary notes when the subject-matters are under discussion.

7. The Team Leaders of different Groups of rapporteurs are specially requested to kindly guide their team accordingly so as to make out a consolidated report for presentation in the concluding session.

Sd/- M. Ameerul Huq
9-5-76
Co-ordinator.

Sd/-K. S. Hoque
9-5-76

Sd/- M. Hasan
9-5-76
Course Organizers.

পরিশিষ্ট-ক

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT KOTBARI, COMILLA.

List of groups and project leaders district-wise

Rural Works Programme
Ist session

	District	Name of project group leaders
Group— I	Rangpur, Dinajpur, Pabna	1. Mr. Md. Lutfor Rahman
Group— II	Barisal	2. Mr. Benu Gopal Dey
Group— III	Noakhali, Comilla, Sylhet	3. Mr. M. Sultan Mahmud Khan
Group — IV	Ctg. & Ctg. Hill Tracts	4. Mr. Dulal Dey

Food for Works Programme
2nd session

	District	Name of project group leaders
Group— I	Rangpur, Dinajpur, Pabna	1. Mr. Md. Serajul Islam
Group— II	Barisal	2. Mr. A. B. M. Nazmul Huda
Group—III	Noakhali, Comilla, Sylhet	3. Mr. Syed Akhter Hossain
Group— IV	Ctg. & Ctg. Hill Tracts	4. Mr. Farooq Md. Siddiqui

Thana Irrigation Programme
3rd session

	District	Name of project group leaders
Group— I	Rangpur, Dinajpur, Pabna	1. Mr. K. M. Faruqul Islam
Group— II	Barisal	2. Mr. Md. Atiar Rahman Mollah
Group— III	Noakhali, Comilla, Sylhet	3. Mr. Md. Azad Islam
Group — IV	Ctg. & Ctg. Hill Tracts	4. Mr. Sheikh Hafizul Kabir

Co-operatives
4th session

	District	Name of project group leaders
Group— I	Rangpur, Dinajpur, Pabna	1. Mr. Md. Raihanul Hoque
Group— II	Barisal	2. Mr. A. K. M. Ruhul Amin
Group— III	Noakhali, Comilla, Sylhet	3. Mr. Ashim Kumar Roy
Group— IV	Ctg. & Ctg. Hill Tracts	4. Mr. Md. Idris Hossain

Swanirvar/Village Planning
5th session

	District	Name of project group leadeas
Group— I	Rangpur, Dinajpur, Pabna	1. Mr. Bhupen Devnath
Group— II	Barisal	2. Mr. Md. Monsur Hossain
Group— III	Noakhali, Comilla, Sylhet	3. Mr. Md. Shafiqul Islam
Group— IV	Ctg. & Ctg. Hill Tracts	4. Mr. Tapan Kumar Dey

Family Planning
6th session

	District	Name of project group leaders
Group— I	Rangpur, Dinajpur, Pabna	1. Mr. Md. Khadem Hossain
Group— II	Barisal	2. Mr. Md. Ekramul Kabir
Group— III	Noakhali, Comilla, Sylhet	3. Mr. Md. Mustafa Kamal
Group— IV	Ctg. & Ctg. Hill Tracts	4. Mr. Md. Rafiqul Islam

TTDC & Co-ordination
7th session

	District	Name of project group leaders
Group— I	Rangpur, Dinajpur, Pabna	1. Mr. Md. Shamsul Alam
Group— II	Barisal	2. Mr. Md. Abdul Jabbar
Group— III	Noakhali, Comilla, Sylhet	3. Mr. A. S. A. Qadir Mahmud
Group — IV	Ctg. & Ctg. Hill Tracts	4. Mr. Sheikh Hafizul Kabir

Study Tour Personal Impressions by the UTOs

	Name	District
Group–I	1. Mr. Md. Shahjad Hossain	Rangpur
	2. Mr. Md. Shamsul Alam	Dinajpur
	3. Mr. Mohini Mohan Chakraborty	Pabna
Group–II	1. Mr. Md. Abdul Jabbar	Barisal
Group–III	1. Mr. Md. Yakub Ali	Sylhet
	2. Mr. Muhammad Abdullah	Comilla
	3. Mr. Md. Nazrul Islam	Noakhali
	4. Mr. Iftekhar Ahmed	Sylhet
Group–IV	1. Mr. Sheikh Hafizul Kabir	Chittagong
	2. Mr. Tapan Kumar Dey	Ctg. Hill Tracts
	3. Mr. Dulal Dey	Ctg. Hill Tracts

পরিশিষ্ট-ট

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT KOTBARI, COMILLA.

List of guests who attended in the different sessions of the BSS conference

1. Mr. A. K. M. Ahsan, Member, Planning Commission.
2. Mr. Mahbub Alam Chashi, Special Secretary, Swanirvar.
3. Dr. Md. Alamghir, Section Chief, Rural Institutions Division, Planning Commission.
4. Mr. A. H. N. Ashequr Rahman, Deputy Commissioner, Comilla.
5. Mr. Ashfaqur Rahman, Additional Deputy Commissioner (Development), Comilla.
6. Dr. Mujib R. Khan, Consultant, UNICEF.
7. Dr. Sheikh Mokshed Ali, Director-General, CSTA.
8. Dr. Mohiuddin Alamghir, Senior Economist, BIDS.
9. Dr. M. Yunus, Chairman, Deptt. of Economics, University of Chittagong.
10. Mrs. Ameena Chowdhury, Co-ordinator, CSTA.
11. Mr. M. Sekandar Khan, Associate Professor, Deptt. of Economics, University of Chittagong.
12. Mr. Kamal Siddiqui, Research Scholar, BIDS.
13. Mr. A. Z. Khan, Director, Training, Extension and Special Project, IRDP.
14. Mr. Manjur-e-Mowla, Director, Administration, IRDP.
15. Mr. Faqrul Quadir, Deputy Director, Training, IRDP.
16. Mr. Balaghatullah, Deputy Director, Extension, IRDP.
17. Mr. Montosh Das, Co-ordinator, Swanirvar Program.

Library,
Civil Officers' Training
Academy, Dacca.